ঋগ্বেদ-সংহিতা

দ্বিতীয় মণ্ডল

প্রথম অষ্টক

অনুবাক-১

(সূক্ত-১)

গৃৎসমদ মণ্ডল

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা- ১৬।

ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি।
ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ॥১॥

হে অগ্নি! দিনে দিনে তুমি সর্বদিকে দীপ্যমান হতে, সমুৎসুক তুমি জলরাশি হতে, প্রস্তর হতে জাত হয়ে থাক; তুমি বৃক্ষ সমূহ হতে, তুমি লতাগুল্ম হতে, মানুষের একচ্ছত্র অধিপতি তুমি পবিত্রভাবে উৎপন্ন হও ।।১।।

তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে॥২॥

হোতার কর্ম তোমার, পোতার ঋত্বিককর্মও তোমার, নেষ্টার কর্ম তোমার, তুমিই সত্যানুসারী অগ্নিৎ। প্রশাস্তৃর কর্মও তোমার, তুমি অধ্বর্যুর দায়িত্ব বহন কর, তুমিই ব্রহ্মান্ (ঋত্বিক) এবং আমাদের গৃহে গৃহস্বামী ।।২।।

ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা॥৩॥

অগ্নি! তুমি সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, তুমিই ইন্দ্র; তুমি বিস্তৃত গমনকারী, শ্রদ্ধার্হ, তুমি বিষ্ণু। তুমি ব্রহ্মণস্পতি, সম্পদের সন্ধানকর্তা, ব্রহ্মান্; তুমি, হে ধারণকর্তা! বিবিধ বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত ।।৩।।

Scanned with CamScanner

ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ।
ত্বমর্যমা সৎপতির্যস্য সংভুজং ত্বমংশো বিদথে দেব ভাজয়ুঃ॥৪॥

অগ্নি! তুমি বিধিসকলকে ধারণ করে থাক, তুমি রাজা বরুণ; মিত্ররূপে, হে অদ্ভুতকর্মা তুমি পূজার যোগ্য। তুমি অর্যমন্ হে বীরগণের অধিপতি, তুমি সকলকে সমৃদ্ধ কর; তুমি, হে দেব! যজ্ঞকর্মে (অংশ) বিভাজনকারী অংশ ॥৪॥

টীকা— অংশ—আদিত্যগণের অন্যতম।

ত্বমগ্নে ত্বষ্টা বিধতে সুবীর্যং তব গ্নাবো মিত্রমহঃ সজাত্যম্ ।
ত্বমাশুহেমা ররিষে স্বশ্ব্যং ত্বং নরাং শর্ধো অসি পুরূবসুঃ॥৫॥

হে অগ্নি! ত্বষ্টরূপে পরিচর্যাকারীকে শোভনবীর্য (সমৃদ্ধ ধন) দান কর। হে মিত্রতুল্য তেজস্বিন্, (দেবগণের) পত্নীদের সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা (বিদ্যমান)। তুমি দ্রুতগতি (অশ্বগুলির) প্রেরণাদায়ক হয়ে উত্তম-অশ্ব-সমৃদ্ধ (সম্পদ) দান করেছ, হে বহুধনশালী! তুমি নরগণের (মরুৎগণের) সংঘ স্বরূপ ॥৫॥

ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শঙ্গয়স্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা॥৬॥

হে অগ্নি! তুমি মহান দ্যুলোকের অধীশ্বর (অসুর), তুমি রুদ্র। তুমি মরুৎগণের সংঘরূপে সমৃদ্ধিদায়ী পোষণের প্রভু। তুমি লোহিতবর্ণ (অশ্বরূপী) বায়ুগণের সঙ্গে গমন কর; গৃহে তুমি সৌভাগ্যের অধিপতি। পূষণরূপে তুমি স্বয়ং পরিচর্যাকারীকে রক্ষা কর ॥৬॥

ত্বমগ্নে দ্রবিণোদা অরংকৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি।
ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ঈশিষে ত্বং পায়ুর্দমে যস্তেঽবিধৎ॥৭॥

হে অগ্নি! সেবানিরত-(যজমান)কে তুমি ধনদান কর, তুমিই সম্পদধারণকারী সবিতৃদেব। তুমি, মনুষ্যগণের পালক, (ভগরূপে) ভজনীয়রূপে ধনের অধিকারী। যে তোমাকে অর্চনা করে তার গৃহ তুমি রক্ষা কর ॥৭॥

ত্বামগ্নে দম আ বিশ্পতিং বিশস্ত্বাং রাজানং সুবিদত্রমৃঞ্জতে॥
ত্বং বিশ্বানি স্বনীক পত্যসে ত্বং সহস্রাণি শতা দশ প্রতি॥৮॥

তোমার প্রতি, হে অগ্নি! গৃহের গোষ্ঠীপতির প্রতি জনগণ অগ্রসর হয়ে থাকে, তোমার প্রতি, যে তুমি রাজা, শোভনদাতা। হে সুদর্শন! সর্ববিষয়ের তুমি অধিপতি, তুমি সহস্র, শত, দশ (সকলের) প্রতি (নিধি) ॥৮॥

ত্বামগ্নে পিতরমিষ্টিভির্নরস্ত্বাং ভ্রাত্রায় শম্যা তনূরুচম্।
ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তেঽবিধৎত্বং সখা সুশেবঃ পাস্যাধৃষঃ॥৯॥

হে অগ্নি! পিতৃস্বরূপ তোমার প্রতি মানুষেরা তাদের প্রার্থনাসহ (উপস্থিত হয়); হে দীপ্ত আকৃতিসম্পন্ন (অগ্নি)! তারা পবিত্র কর্মের দ্বারা তোমার ভ্রাতৃত্বের (আকাঙ্ক্ষা করে)—তোমার সেবারত (যজমানের) নিকট তুমি পুত্রস্বরূপ হয়ে থাক, তুমি অনুকূল সখার ন্যায় (তাকে) অপমান হতে রক্ষা কর ॥৯॥

ত্বমগ্ন ঋভুরাকে নমস্য স্ত্বং বাজস্য ক্ষুমতো রায় ঈশিষে।
ত্বং বি ভাস্যনু দক্ষি দাবনে ত্বং বিশিক্ষুরসি যজ্ঞমাতনিঃ॥১০॥

হে অগ্নি! তুমি সমীপস্থিত ঋভুর (কারুকৃৎ) মতো সম্মাননীয়; তুমিই অন্ন গাভীসমৃদ্ধ (বিজয়) সম্পদের, ধনের একক প্রভু। তুমি বিস্তৃতভাবে আলোকিত হও, দান করার জন্যই যেন দগ্ধ কর। তুমি যজ্ঞকে যেন বিশেষভাবে নির্মাণ করার ইচ্ছাতেই বিস্তার কর ॥১০॥

ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী॥ ১১॥

হে অগ্নিদেবতা! তুমি (হবিঃ) দানকারীর নিকট অদিতি; তুমি হোত্রা ভারতী, (তুমি) স্তুতি দ্বারা বর্ধিত হয়ে থাক। তুমি নৈপুণ্যের জন্য শতহিম (ঋতু) ব্যাপ্ত করে দান-কারিণী ইলা, ধনাধিপতি তুমি বাধা অপসারণ করে থাক তুমিই সরস্বতী ॥১১॥

ত্বমগ্নে সুভৃত উত্তমং বয়স্তব স্পার্হে বর্ণ আ সংদৃশি শ্রিয়ঃ।
ত্বং বাজঃ প্রতরণো বৃহন্নসি ত্বং রয়ির্বহুলো বিশ্বতস্পৃথুঃ॥১২॥

অগ্নি তুমি প্রযত্নপুষ্ট হয়ে শ্রেষ্ঠ জীবনীশক্তি (বহন কর)। তোমার আকাঙ্খিত বর্ণের মধ্যে সৌন্দর্য দৃষ্ট হয়ে থাকে। তুমিই সেই অন্ন যা ব্যাপক ও মহান, তুমি সুপ্রচুর ধন যা সর্বদিকে বিস্তৃত ॥১২॥

Scanned with CamScanner

ত্বামগ্ন আদিত্যাস আস্যং ত্বাং জিহ্বাং শুচয়শ্চক্রিরে কবে।
ত্বাং রাতিষাচো অধ্বরেষু সশ্চিরে ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্॥১৩॥

তুমি, অগ্নি অদিতিপুত্রগণকে মুখ (স্বরূপ) করেছ; হে ক্রান্তদর্শিন্! তুমি প্রদীপ্ত বা পবিত্রগণের জিহ্বাস্বরূপ। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে আহুতিপ্রিয়গণ তোমারই সঙ্গে অবস্থান করেন; তোমারই মাধ্যমে দেবগণ প্রদত্ত হবিঃ ভক্ষণ করে থাকেন ।।১৩।।

ত্বে অগ্নে বিশ্বে অমৃতাসো অদ্রুহ আসা দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্।
ত্বয়া মর্তাসঃ স্বদন্ত আসুতিং ত্বং গর্ভো বীরুধাং জজ্ঞিষে শুচিঃ॥১৪॥

হে অগ্নি! সকল অমর শত্রুহীন দেবগণ তোমার মুখের মাধ্যমে প্রদত্ত হবিঃ উপভোগ করে থাকেন। তোমার দ্বারা মানুষেরা তাদের পানীয়কে আস্বাদন করে। তুমি লতাগুল্মের জাতকরূপে প্রদীপ্ত অবস্থায় জন্ম নিয়েছিলে ।।১৪।।

ত্বং তান্ৎসং চ প্রতি চাসি মজ্মনা ঽগ্নে সুজাত প্র চ দেব রিচ্যসে।
পৃক্ষো যদত্র মহিনা বি তে ভুবদনু দ্যাবাপৃথিবী রোদসী উভে॥১৫॥

এই সকল কিছুর প্রতি, হে অগ্নি! তুমি নিজ বলের কারণে সমভাবাপন্ন এবং অংশস্বরূপ; এবং হে শোভনজন্মন্! তুমি তাদের মহনীয়তা দ্বারা অতিক্রম কর। যার (মহনীয়তা) দ্বারা তোমার বলবর্ধক পোষণ এখানে দ্যাবাপৃথিবীতে উভয়লোকে বিস্তার লাভ করে ।।১৫।।

যে স্তোতৃভ্যো গোঅগ্রামশ্বপেশসমগ্নে রাতিপসৃজন্তি সূরয়ঃ।
অস্মাঞ্চ তাংশ্চ প্র হি নেষি বস্য আ বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥১৬॥

যে সকল যজমান তোমার স্তোতাগণকে গাভী প্রদান এবং অশ্বদ্বারা অলংকৃত দান উপহার দিয়ে থাকেন—হে অগ্নি! যুগপৎ আমাদের এবং তাঁদের মহত্তর কল্যাণের প্রতি প্রেরণ কর। যেন আমরা যজ্ঞকালে সোচ্চারে, শোভন বীরগণের সাহচর্য লাভ করে মহান ভাবে বলতে পারি ।।১৬।।

(সূক্ত-২)

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা- ১৩।

যজ্ঞেন বর্ধত জাতবেদসমগ্নিং যজধ্বং হবিষা তনা গিরা।
সমিধানং সুপ্রয়সং স্বর্ণরং দ্যুক্ষং হোতারং বৃজনেষু ধূর্ষদম্॥১॥

যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিকে, যিনি সকল জীবনকে জানেন (সেই জাতবেদস্‌কে) বর্ধিত কর; তাঁকে হবিঃ দ্বারা এবং দীর্ঘায়িত স্তুতি দ্বারা যজনা কর। সম্যক প্রজ্বলিত হয়ে, সন্তোষজনক আহুতি লাভ করতে করতে সেই স্বর্গীয় নেতা, সেই দিব্য হোতা (যজ্ঞীয়) মণ্ডলের অগ্রভাগে আসীন থাকেন ।।১।।

অভি ত্বা নক্তীরুষসো ববাশিরে ঽগ্নে বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ।
দিব ইবেদরতির্মানুষা যুগা ক্ষপো ভাসি পুরুবার সংযতঃ॥২॥

তোমার প্রতি, হে অগ্নি, রাত্রি ও দিবাগুলি শব্দায়মান হয়েছে, যেমন শোভন চারণ ক্ষেত্রে ধেনুগুলি বৎসসকলের প্রতি করে থাকে। যেমন স্বর্গের বার্তাবহের মতো (শলাকাযুক্ত চক্রের সূর্য মতো) তুমি মানবের আয়ুষ্কাল ব্যাপ্ত করে সকলরাত্রিকে ব্যাপ্ত করে সংসারগুলিকে আলোকিত কর, হে বহুবিধ মঙ্গলকর অগ্নি ।।২।।

তং দেবা বুধ্নে রজসঃ সুদংসসং দিবস্পৃথিব্যোররতিং ন্যেরিরে।
রথমিব বেদ্যং শুক্রশোচিষমগ্নিং মিত্রং ন ক্ষিতিষু প্রশংস্যম্॥৩॥

দেবগণ সেই অত্যদ্ভুত শক্তিমানকে অন্তরিক্ষ লোকের মূলদেশে স্থাপন করেছেন, যেন স্বর্গ ও মর্তলোকের শলাকাযুক্ত চক্রবিশেষ; সমুজ্জ্বল-জ্যোতির্ময় সেই অগ্নি, যেন অধিকার করার যোগ্য রথের মতো, বস-বাসকারী জনগণের মধ্যে যিনি দূতের মতো প্রশংসনীয় ।।৩।।

তমুক্ষমাণং রজসি স্ব আ দমে চন্দ্রমিব সুরুচং হ্বার আ দধুঃ।
পৃশ্ন্যাঃ পতরং চিতয়ন্তমক্ষভিঃ পাথো ন পায়ুং জনসী উভে অনু॥৪॥

সেই বিজন অন্তরিক্ষলোকে বর্ধমান, চন্দ্রমার মতো উজ্জ্বল ও প্রীতিকর তাঁকে তাঁরা নিজগৃহে স্থাপন করেছিলেন। (পৃশ্নির) অন্তরিক্ষের অথবা মেঘের উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায়, তাঁর চক্ষুদ্বয় দ্বারা তিনি যেন পথ রক্ষকের মতো উভয় বর্ণকে (দেবতা ও মনুষ্যগণকে) পর্যবেক্ষণ করেন ।।৪।।

Scanned with CamScanner

স হোতা বিশ্বং পরি ভূত্বধ্বরং তমু হব্যৈর্মনুষ ঋঞ্জতে গিরা।
হিরিশিপ্রো[1] বৃধসানাসু জর্ভুরদ্[2] দ্যৌর্ন স্তৃভিশ্চিতয়দ্ রোদসী অনু॥৫॥

সেই (অগ্নি) হোতৃরূপে যে সকল যজ্ঞকে পরিবেষ্টন করে থাকেন, তাঁকেই মানুষেরা হবিঃ দ্বারা স্তুতি দ্বারা পরিচর্যা করেন। স্বর্ণবর্ণ হনুসমন্বিত (অগ্নি), এই সকল (অগ্নিকুণ্ডে) বর্ধনশীল অবস্থায়, কম্পনরত, নক্ষত্রখচিত আকাশের ন্যায় শোভিত তিনি যেন দ্যৌ ও পৃথিবী উভয়ের অনুরূপভাবে ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন ।।৫।।

১. হিরিশিপ্র—বিকল্প অর্থ স্বর্ণশিরস্ত্রাণ-যুক্ত।
২. সায়ণভাষ্য—বৃধসানাসু জর্ভুরদ—বৃদ্ধিশীল ওষধী সকলকে বারংবার দহন করেন—বিকল্প অর্থ।

স নো রেবৎ সমিধানঃ স্বস্তয়ে সংদদস্বান্ রয়িমস্মাসু দীদিহি।
আ নঃ কৃণুষ্ব সুবিতায় রোদসী অগ্নে হব্যা মনুষো দেব বীতয়ে॥৬॥

যখন তোমাকে প্রজ্বলিত করা হয়ে থাকে, আমাদের কল্যাণের জন্য সমৃদ্ধির সঙ্গে (দীপ্ত থাক) আমাদের প্রতি, হে সম্যক দাতা, (তুমি) দীপ্তির দ্বারা সম্পদ দান করে থাক। এই স্থানের অভিমুখে দ্যৌ ও পৃথিবীকে আমাদের সহজ(লভ্য) সমৃদ্ধির জন্য আবর্তিত কর। হে দেব অগ্নি, যেন তাঁরা মানুষপ্রদত্ত হবিঃ আস্বাদন করেন ।।৬।।

দা নো অগ্নে বৃহতো দাঃ সহস্রিণো দুরো ন বাজং শ্রুত্যা অপা বৃধি।
প্রাচী দ্যাবাপৃথিবী ব্রহ্মণা কৃধি স্বর্ণ শুক্রমুষসো বি দিদ্যুতুঃ॥৭॥

হে অগ্নি! আমাদের প্রভূত (সম্পদ) দান কর। সহস্র সংখ্যক(ধন) দাও। যে বল খ্যাতি আনয়ন করবে তাকে আমাদের প্রতি, দ্বারের মতো উদ্ঘাটিত কর। ব্রহ্মস্তোত্রের সামর্থ্য যোগে স্বর্গ ও পৃথিবীকে অনুকূল কর। আকাশের সমুজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় যেন উষা সমূহ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ।।৭।।

স ইধান উষসো রাম্যা অনু স্বর্ণ দীদেদরুষেণ ভানুনা।
হোত্রাভিরগ্নির্মনুষঃ স্বধ্বরো রাজা বিশামতিথিশ্চারুরায়বে॥৮॥

সেই (অগ্নি)প্রতি ক্রমানুসারে রাত্রিকালে এবং প্রত্যেক প্রভাতের উষাকালে প্রদীপিত হয়ে, সূর্যের ন্যায় রক্তিম দীপ্তিসহ দ্যুতিমান হয়েছিলেন। মনুর প্রদত্ত আহুতি যোগে অগ্নি শোভনভাবে যজ্ঞ পরিচালনা করেন। তিনি গোষ্ঠীসমূহের রাজা এবং আয়ুর প্রিয় অতিথি ।।৮।।

এবা নো অগ্নে অমৃতেষু পূর্ব্য ধীষ্পীপায় বৃহদ্ দিবেষু মানুষা।
দুহানা ধেনুর্বৃজনেষু কারবে ত্মনা শতিনং পুরুরূপমিষণি॥৯॥

হে প্রাচীন দেবতা অগ্নি! আমাদের মানবগণের কৃত স্তুতি মহান স্বর্গের অধিবাসী অমর দেবগণের অভিমুখে বিস্তারিত হয়েছে; স্তোতার প্রতি দুগ্ধদাত্রী গাভীর মতো যজ্ঞস্থানে স্বেচ্ছানুসারে শতগুণ বহুবিচিত্ররূপ সম্পদ (যেন সেই স্তুতি) দান করে থাকে ।।৯।।

বয়মগ্নে অর্বতা বা সুবীর্যং ব্রহ্মণা বা চিতয়েমা জনাঁ অতি।
অস্মাকং দ্যুম্নমধি পঞ্চ কৃষ্টিষূচ্চা স্বর্ণ শুশুচীত দুষ্টরম্ ॥১০॥

হে অগ্নি! যেন আমরা অশ্বদ্বারা আমাদের শৌর্য প্রকাশ করতে পারি অথবা ব্রহ্মস্তোত্রের মাধ্যমে (অন্য) সকল মানুষ অপেক্ষা নিজেদের পরিজ্ঞাত করতে পারি। আমাদের (যশো) দীপ্তি যেন সূর্যের ন্যায় দুরতিক্রম্য হয়ে পঞ্চজনের উর্ধ্বে ভাস্বর হয়ে থাকে ।।১০।।

টীকা— পঞ্চকৃষ্টয়ঃ – চতুর্বণ এবং নিষাদ প্রমুখ পঞ্চম – সায়ণ অথবা – ১.৭.৯
পঞ্চ আর্য গোষ্ঠী তুর্বশ, যদু, অনু, দ্রুহ্যু এবং পুরু।

স নো বোধি সহস্য প্রশংস্যো যস্মিন্ ৎসুজাতা ইষয়ন্ত সূরয়ঃ।
যমগ্নে যজ্ঞমুপযন্তি বাজিনো নিত্যে তোকে দীদিবাংসং স্বে দমে॥১১॥

হে মহাশক্তিধর! আমাদের প্রশংসার উপযুক্তভাবে অনুকূল হয়ে থাক, তুমি, যাঁর উদ্দেশে শোভনভাবে জাত যজমানগণ সযত্নে প্রয়াস করে থাকেন; ধনবান (যজমানগণ) যজ্ঞের উদ্দেশে যাঁর নিকট সমাগত হয়ে থাকেন, হে অগ্নি, যখন (তোমার) নিজগৃহে সর্বদা সমাগত (আমাদের) সন্তানগণের মধ্যে তুমি জ্যোতিঃবিকিরণ কর ।।১১।।

উভয়াসো জাতবেদঃ স্যাম তে স্তোতারো অগ্নে সূরয়শ্চ শর্মণি।
বস্বো রায়ঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য ভূয়সঃ প্রজাবতঃ স্বপত্যস্য শগ্ধি নঃ॥১২॥

যেন আমরা স্তোতৃবৃন্দ এবং যজমানবৃন্দ উভয়েই, হে অগ্নি, জাতবেদস্ তোমার সুরক্ষায় থাকতে পারি। অতীব উত্তম এবং যশোযুক্ত প্রভূত সম্পদের জন্য আমাদের সহায়ক হও, যে সম্পদ সন্তান এবং শোভন বংশধর যুক্ত ।।১২।।

Scanned with CamScanner

যে স্তোতৃভ্যো গোঅগ্রামশ্বপেশসমগ্নে রাতিমুপসৃজন্তি সূরয়ঃ।
অস্মাঞ্চ তাংশ্চ প্র হি নেষি বস্য আ বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ।।১৩।।

সেই সকল যজমান যাঁরা স্তোতৃবৃন্দের উদ্দেশে, হে অগ্নি, গাভীপ্রধান এবং অশ্বশোভিত দান উপহার দিয়ে থাকেন, তাঁদের এবং আমাদের উভয়কেই মহত্তর কল্যাণের প্রতি অগ্রসর কর। শোভনবীরগণের সঙ্গে আমরা যজ্ঞস্থলে যেন সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি ।।১৩।।

(সূক্ত-৩)

আপ্রী সূক্ত

আপ্রী দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্,জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

সমিদ্ধো অগ্নির্নিহিতঃ পৃথিব্যাং প্রত্যঙ্ বিশ্বানি ভুবনান্যস্থাৎ।
হোতা পাবকঃ প্রদিবঃ সুমেধা দেবো দেবান্ যজত্বগ্নিরর্হন্।।১।।

সমিদ্ধ (সম্যকভাবে প্রজ্বলিত) অগ্নি ভূমিতে স্থাপিত হয়ে, সমস্ত জগতের প্রতিমুখে অবস্থান করছেন। সেই শুদ্ধ, প্রাচীনকালের অভিজ্ঞ হোতা অগ্নি দেবতা যেন দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করেন, (তিনি) (এই কাজের) উপযুক্ত ।।১।।

নরাশংসঃ প্রতি ধামান্যঞ্জন্ তিস্রো দিবঃ প্রতি মহ্না স্বর্চিঃ।
ঘৃতপ্রুষা মনসা হব্যমুন্দন্ মূর্ধন্ যজ্ঞস্য সমনক্তু দেবান্।।২।।

নরাশংস[১] (অগ্নি), (পৃথিবীর) গৃহসকলকে এবং দ্যুলোকের ত্রিস্তরকে প্রকটিত করতে করতে, নিজ মহৎ তেজ দ্বারা শোভনদীপ্তিমান হয়ে, ঘৃত সেচনের ইচ্ছায় হব্য বস্তুকে অভিষিক্ত করে, যজ্ঞের প্রধান সময়ে যেন দেবগণকে যথাযথভাবে প্রকাশিত করেন ।।২।।

১. নারাশংসঃ— অগ্নির নাম। শব্দগত অর্থ ঋত্বিগ্‌গণ দ্বারা প্রশস্তিযোগ্য।

ঈলতো অগ্নে মনসা নো অর্হন্ দেবান্ যক্ষি মানুষাৎ পূর্বো অদ্য।
স আ বহ মরুতাং শর্ধো অচ্যুতমিন্দ্রং নরো বর্হিষদং যজধ্বম্ ।।৩।।

ঈলিতঃ —(সম্যক আহূত) হে অগ্নি! (আমাদের) মনে মনে আরাধিত হয়ে, (নিজ) অধিকারে অনুযায়ী আজ মানুষদের সম্মুখে আমাদের জন্য দেবগণকে যজনা কর। সেইরূপ তুমি অচঞ্চল মরুৎগণকে এখানে আনয়ন কর। হে মানবগণ (ঋত্বিকগণ) কুশের উপরে আসীন ইন্দ্রকে যজনা কর ।।৩।।

দেব বর্হির্বর্ধমানং সুবীরং স্তীর্ণং রায়ে সুভরং বেদ্যস্যাম্।
ঘৃতেনাক্তং বসবঃ সীদতেদং বিশ্বে দেবা আদিত্যা যজ্ঞিয়াসঃ।।৪।।

বর্হিঃ (অগ্নি)— হে দিব্য বর্হি (অধিষ্ঠাতৃ অগ্নি)! সমৃদ্ধ হতে হতে, বীরগণ সমন্বিত, সুষ্ঠু পরিপূর্ণ অবস্থায় এই বেদীতে এখানে ধনের জন্য আস্তীর্ণ (হয়ে থাক)। হে বসুগণ! এখানে এই ঘৃতলিপ্ত (ঘাসের উপর) উপবেশন কর—তোমরা সকল দেবগণ, যজনীয় আদিত্যগণ (উপবেশন কর) ।।৪।।

বি শ্রয়ন্তামুর্বিয়া হূয়মানা দ্বারো দেবীঃ[১] সুপ্রায়ণা নমোভিঃ।
ব্যচস্বতীর্বি প্রথন্তামজুর্যা বর্ণং পুনানা যশসং সুবীরম্ ।।৫।।

দ্বারঃ দেবীঃ— দিব্য দ্বারগুলি যেন বিস্তৃতভাবে উদ্ঘাটিত হয়। (সেগুলি) সশ্রদ্ধভাবে আহ্বান করা হলে (সেগুলি) সহজগম্য হয়ে থাকে; সুবিস্তৃত এবং ক্ষয়হীন (দ্বারগুলি) যেন শোভন বীরযুক্ত, যশোমণ্ডিত, বর্ণনীয় রূপবিশেষকে পবিত্র করে প্রসারিত হয় ।।৫।।

১. দেবীদ্বার —অগ্নির নাম।

সাধ্বপাংসি সনতা ন উক্ষিতে উষাসানক্তা বয্যেব রণ্বিতে।
তন্তুং ততং সংবয়ন্তী সমীচী যজ্ঞস্য পেশঃ সুদুঘে পয়স্বতী ।।৬।।

উষাসানক্তা — অতীতকাল হতে আমাদের জন্য (শক্তিতে) সমৃদ্ধ হয়ে উষা এবং রাত্রি, হৃষ্ট বয়নশিল্পীর মতো উত্তমভাবে শ্রমনিরত থাকেন। যুগপৎ দীর্ঘবিস্তৃত তন্তুকে একত্রে বয়ন করতে করতে দুগ্ধবতী সুষ্ঠু দোহনীয়া গাভীর ন্যায় তাঁরা যজ্ঞের রূপ নির্মাণ করেন ।।৬।।

দৈব্যা হোতারা প্রথমা বিদুষ্টর ঋজু যক্ষতঃ সমৃচা বপুষ্টরা।
দেবান্ যজন্তাবৃতুথা সমঞ্জতো নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু ত্রিষু।।৭।।

Scanned with CamScanner

দৈব্যা হোতারা —প্রথম দিব্য হোতৃদ্বয়, অধিকজ্ঞানী, অধিক বলবান অথবা কর্মদক্ষ যুগপৎ যেন ঋকমন্ত্র সহযোগে যথাযথভাবে যজনা করেন। যথানুক্রমে ঋতু অনুযায়ী দেবগণকে যজনা করতে করতে তাঁরা একত্রে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে তিনটি উচ্চপৃষ্ঠদেশের উপর তাঁদের সজ্জিত করেন ।।৭।।

টীকা— সায়ণভাষ্য—পৃথিবী ও অন্তরিক্ষগত অগ্নিদ্বয়। ত্রি সানু —যজ্ঞ বেদি।

সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং ন ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তিঃ।
তিস্রো দেবীঃ স্বধয়া ১বর্হিরেদমচ্ছিদ্রং পান্তু শরণং নিষদ্য।।৮।।

সরস্বতী ইলা ভারতী—সরস্বতী যিনি আমাদের মনীষার উৎকর্ষ সম্পাদন করেন, দেবী ইলা, ভারতী সকলকে যাঁরা অতিক্রম করেন—যেন সেই তিন দেবী এখানে এই বর্হিঃর উপর আসীন হয়ে, তাঁদের নিজ ক্ষমতা দ্বারা আমাদের বিঘ্নহীন আশ্রয়কে রক্ষা করেন ।।৮।।

১. বর্হিঃ— (কুশ ঘাস)

পিশঙ্গরূপঃ সুভরো বয়োধাঃ শ্রুষ্টী বীরো জায়তে দেবকামঃ।
প্রজাং ত্বষ্টা বি ষ্যতু নাভিমস্মে অথা দেবানামপ্যেতু পাথঃ।।৯।।

ত্বষ্টা—পিঙ্গল আকৃতি সম্পন্ন, শোভন আকৃতিযুক্ত, প্রাণশক্তি সমৃদ্ধ, ক্ষিপ্রক্রোতা দেবতার অনুগত কোন বীর জন্ম নিয়েছেন আত্মজনও যেন ত্বষ্টা আমাদের বংশধারা দীর্ঘায়িত করেন এবং যেন তারা দেবগণের আবাসভূমিতে উপনীত হতে পারে ।।৯।।

বনস্পতিরবসৃজন্নুপ স্বাদগ্নির্হবিঃ সূদয়াতি প্র ধীভিঃ।
ত্রিধা সমক্তং নয়তু প্রজানন্ দেবেভ্যো দৈব্যঃ শমিতোপ হব্যম্।।১০।।

বনস্পতি— বনস্পতি (যূপকাষ্ঠ) যেন আমাদের কর্মকে জ্ঞাত হয়ে নিকটে অবস্থান করেন এবং অগ্নি তাঁর মনীষা দ্বারা হব্যকে স্বাদিষ্ঠ করেন। যেন সেই অভিজ্ঞ দিব্য বলিদানকারী তিনবার অবলিপ্ত হব্যকে দেবগণের অভিমুখে পরিচালনা করেন ।।১০।।

ঘৃতং মিমিক্ষে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতম্বস্য ধাম।
অনুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্।।১১।।

ঘৃত অভিষিঞ্চিত হয়েছে; ঘৃত তার উৎপত্তিস্থল; ঘৃত আশ্রয় স্থল এবং ঘৃতই তার মূল স্বরূপ (তেজ)। তোমার শক্তি অনুসারে এখানে (দেবতাদের) বহন করে আন; হে বলবান ফলবর্ষক (নিজেকে) হৃষ্ট কর, স্বাহাকারযুক্ত হব্যকে তুমি বহন করবে ।।১১।।

(সূক্ত-৪)

অগ্নি দেবতা। ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

হুবে বঃ সুদ্যোত্মানং সুবৃক্তিং বিশামগ্নিমতিথিং সুপ্রয়সম্।
মিত্র ইব যো দিধিষায্যো ভূদ্ দেব আদেবে জনে জাতবেদাঃ১।।১।।

তোমাদের (যজমানদের) জন্য সেই শোভন প্রদীপ্ত, গোষ্ঠীসমূহের অতিথি স্বরূপ অগ্নিকে, যিনি সুষ্ঠু-কৃতি স্তুতিসমূহ প্রাপ্ত (হয়ে থাকেন), প্রীতিকর হব্য প্রাপ্ত (হয়ে থাকেন)তাঁকে আহ্বান করি। যিনি সখার ন্যায় দেবতা নির্দেশিত মানুষদের মধ্যে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য (সকলের কাছে) আকাঙ্ক্ষিত তিনিই জাতবেদস্ ।। ১।।

১. জাতবেদা—অগ্নির নাম—যিনি সকল প্রাণীকে জানেন।

ইমং বিধন্তো অপাং সধস্থে দ্বিতাদধুর্ভৃগবো বিক্ষা যোঃ।
এষ বিশ্বান্যভ্যস্ত ভূমা দেবানামগ্নিররতির্জীরাশ্বঃ।।২।।

তাঁকে ভৃগুবংশীয়গণ জলরাশির আবাসে (অন্তরিক্ষে) পরিচর্যা করতে করতে পুনরায় জীবিত মানবদের গোষ্ঠীমধ্যে নিহিত করেছিলেন। যেন এই অগ্নি সমগ্র জগৎকে অভিভূত করেন—দেবগণের প্রভুস্বরূপ, তিনি দ্রুতগামী অশ্বের অধিকারী ।।২।।

টীকা— অরতি—দূত—griffith.

অগ্নিং দেবাসো মানুষীষু বিক্ষু প্রিয়ং ধুঃ ক্ষেষ্যন্তো ন মিত্রম্।
স দীদয়দুশতীরূর্ম্যা আ দক্ষায্যো যো দাস্বতে দম আ।।৩।।

প্রিয় অগ্নিকে মানব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দেবগণ সংস্থাপিত করেছেন, যেমন করে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে আগ্রহী মানুষ সখাকে (প্রতিষ্ঠা করে); (তাঁর প্রতি) কাময়মানা রাত্রিকাল সমূহে তিনি জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করেন এবং (হবিঃ) দাতার প্রতি তাঁর গৃহে নিজ নৈপুণ্য প্রকাশ করেন ।।৩।।

অস্য রণ্বা স্বস্যেব পুষ্টিঃ সংদৃষ্টিরস্য হিয়ানস্য দক্ষোঃ।
বি যো ভরিভ্রদোষধীষু জিহ্বামত্যো ন রথ্যো দোধবীতি বারান্।।৪।।

Scanned with CamScanner

স্বকীয় পুষ্টির ন্যায় তাঁর বৃদ্ধিও আনন্দদায়ক; যখন দহন করার জন্য তিনি ব্যাপ্ত হতে থাকেন তখন তাঁর আকৃতি রমণীয় (হয়); তাঁর রসনা ইতস্তত ওষধী সকলের মধ্যে বিচরণ করে, যেন রথে যুক্ত অশ্বের ন্যায় তিনি পুচ্ছ সঞ্চালন করেন ।।৪।।

আ যন্মে অভ্ব বনদঃ পনন্তোশিগে্ভ্যো নামিমীত বর্ণম্।
স চিত্রেণ চিকিতে রংসু ভাসা জুজুর্বাঁ যো মুহুরা যুবা ভূৎ॥৫।।

যখন যাঁরা আমার অনুগত তাঁরা আমার মহত্বকে স্তুতি করেছেন তখন (অথবা সেই বনভক্ষণকারীর নিরাকার [ধূম]পুঞ্জ যা আমাকে চমৎকৃত করে) (সেই) বর্ণ তিনি যেন অনুরাগী ঋত্বিকগণের জন্য পরিবর্তন করেন। তিনি উজ্জ্বল আনন্দকর জ্যোতির মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে থাকেন যিনি জীর্ণ হতে হতে ক্ষণমধ্যেই নবীন হয়ে ওঠেন ।।৫।।

আ যো বনা তাতৃষাণো ন ভাতি বার্ণ পথা রথ্যেব স্বানীৎ।
কৃষ্ণাধ্বা তপূ রণ্বশ্চিকেত দ্যৌরিব স্ময়মানো নভোভিঃ॥৬।।

কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায় তিনি বনভূমিকে আলোকিত করে থাকেন। পথে প্রবাহিত জলধারার মতো, রথের (চক্রের নীচে) তিনি শব্দ করেন। কৃষ্ণবর্ণ পথে তিনি উত্তপ্ত অবস্থায় (কিন্তু) সৌন্দর্যের সঙ্গে দৃষ্ট হয়ে থাকেন যেন (ধূমরাশির) মেঘের মধ্যে সহাস্য আকাশমণ্ডল ।।৬।।

স যো ব্যস্থাদভি দক্ষদুর্বীং পশুর্নৈতি স্বয়ুরগোপাঃ।
অগ্নিঃ শোচিষ্মাঁ অতসান্যুষ্ণন্ কৃষ্ণব্যথিরস্বদয়ন্ন ভূম॥৭।।

য়ে (অগ্নি) বিস্তৃত পৃথিবীলোককে দগ্ধ করতে করতে বিচরণ করেন যেন পশুপালকবিহীন স্বচ্ছন্দ বিচরণকারী পশু; দীপ্তিমান অগ্নি, তাঁর নিজ কৃষ্ণবর্ণ গমনপথে উদ্ভিদ সকল দগ্ধ করতে করতে যেন ভূমিকে আস্বাদন করছেন (অথবা নীরস করে তুলছেন) ।।৭।।

নূ তে পূর্বস্যাবসো অধীতৌ তৃতীয়ে বিদথে মন্ম শংসি।
অস্মে অগ্নে সংযদ্বীরং বৃহন্তং ক্ষুমন্তং বাজং স্বপত্যং রয়িং দাঃ॥৮।।

ইদানীং তোমার পূর্বতন সহায়তা স্মরণ করে এই তৃতীয়সবনে মননীয় স্তোত্র আমি তোমার দ্দেশে পাঠ করছি। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি প্রভূত বীর সমৃদ্ধ, প্রচুর পশুযুক্ত অন্ন ও শোভন পত্য সমন্বিত ধন দান কর ।।৮।।

ত্বয়া যথা গৃৎসমদাসো অগ্নে গুহা বন্বন্ত[১] উপরাঁ অভি ষ্যুঃ।
সুবীরাসো অভিমাতিষাহঃ স্মৎ সূরিভ্যো গৃণতে তদ্বয়ো ধাঃ॥৯।।

তোমার সাহচর্যে যেন, হে অগ্নি, গৃৎসমদবংশীয়গণ গোপনে সেবা করতে করতে অপর জনগণকে অভিভূত করতে পারে, উত্তমবীর সমৃদ্ধ হয়ে এবং শত্রুতাকে অতিক্রম করে। সেই জীবনীশক্তি যজমানগণসহ স্তুতিকারীকে দান কর ।।৯।।

১. গুহা বন্বন্ত—ঋত্বিক কর্মের মাধ্যমে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, যুদ্ধের দ্বারা নয়।

(সূক্ত-৫)

অগ্নি দেবতা। ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

হোতাজনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্য উতয়ে।প্রযক্ষঞ্জেন্যং বসু শকেম বাজিনো যমম্॥১।।

তিনি হোতৃরূপে জন্ম নিয়েছেন, পিতৃগণকে (ঋত্বিক-যজমান) সহায়তা করার জন্য তিনি পিতারূপে প্রসিদ্ধ; প্রকৃষ্ট ধন জয় করার জন্য আমরা যেন সেই বলবানের (শিখাসমূহ) নিয়মন করতে পারি ।।১।।

আ যস্মিন্ ৎসপ্ত রশ্ময়স্ততা[১] যজ্ঞস্য নেতরি। মনুষ্বদ্ দৈব্যমষ্টমং পোতা[২] বিশ্বং তদিন্বতি ॥২।।

যজ্ঞের যে অধিনায়কের অভিমুখে সপ্তসংখ্যক রশ্মি প্রসারিত হয়ে থাকে, তিনি, মনুর ন্যায় স্বর্গীয় অষ্টম সংখ্যককে (পরিচালনা করেন)—পোতারূপে সেই সকল কার্যে গতিসঞ্চার করেন ।।২।।

১. সপ্ত রশ্ময়ঃ—সাতজন ঋত্বিক।
২. পোতা—অন্যতম ঋত্বিক।

দধন্বে বা যদীমনু বোচদ্ ব্রহ্মাণি বেরু তৎ। পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভবৎ।।৩।।

অথবা যখন দ্রুতগতিতে তিনি এই (যজ্ঞকে) অনুসরণ করেন, তিনি ব্রহ্ম (স্তোত্রাদি) পাঠ করেন এবং (ব্রহ্ম নামে ঋত্বিকের) কার্য সম্পাদন করেন, সকল (কবিজনোচিত) জ্ঞান তাঁর অধীত যেমন নেমিচক্রকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে ।।৩।।

Scanned with CamScanner

সাকং হি শুচিনা শুচিঃ প্রশাস্তা ক্রতুনাজনি। বিদ্বাঁ অস্য ব্রতা ধ্রুবা বয়া ইবানু রোহতে॥৪॥

কারণ শুদ্ধ অথবা প্রদীপ্ত সেই অগ্নি যুগপৎ তার শিখার সঙ্গে সঙ্গে মনোবল দ্বারা প্রশাস্তারূপে জন্মলাভ করেছিলেন। সেই জ্ঞানবান (অগ্নি) তাঁর স্বকীয় দৃঢ় বিধিসমূহ অনুসরণ করে (বৃক্ষ) শাখা সকলের ন্যায় বর্ধিত হয়ে থাকেন ।।৪।।

তা অস্য বর্ণমায়ুবো নেষ্টুঃ সচন্ত ধেনবঃ।কুবিৎ তিসৃভ্য আ বরং স্বসারো যা ইদং যযুঃ॥৫॥

গমনরতা গাভীগুলি (ঘৃতাহুতি) নেষ্টারূপী তাঁর (অগ্নি)র বর্ণ (শিখা)কে অনুকরণ করে। এখানে আগতা তিন ভগ্নীর (ঘৃতধারা) অপেক্ষায় তিনি কি শ্রেষ্ঠ নন? ।।৫।।

যদী মাতুরুপ স্বসা ঘৃতং ভরন্ত্যস্থিত। তাসামধ্বর্যুরাগতৌ যবো বৃষ্টীব মোদতে॥৬॥

যখন, ঘৃতাভিষিক্তা হয়ে সেই ভগ্নী মাতার নিকটে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের উপস্থিতিতে অধ্বর্যু (রূপ অগ্নি) হৃষ্ট হয়ে থাকেন যেন বৃষ্টির আগমনে শস্য-সম্ভার ।।৬।।

স্বঃ স্বায় ধায়সে কৃণুতামৃত্বিগৃত্বিজম্। স্তোমং যজ্ঞং চাদরং বনেমা ররিমা বয়ম্॥৭॥

যেন তিনি নিজেকে ধারণ করার জন্য ঋত্বিকরূপে ঋত্বিক কার্য সুষ্ঠু সম্পাদন করেন। আমরা স্তুতিপাঠ ও যজ্ঞ সম্পাদন করেছি, আমরা যেন যথাযথভাবে (ফল) লাভ করি ।।৭।।

যথা বিদ্বাঁ অরং করদ্ বিশ্বেভ্যো যজতেভ্যঃ। অয়মগ্নে ত্বে অপি যং যজ্ঞং চকৃমা বয়ম্॥৮॥

যেহেতু এই সুদক্ষ জ্ঞানী (অগ্নি? যজমান?) সকল আরাধ্যের প্রতি যজনা করবেন। হে অগ্নি, এখানে তোমার প্রতি আমরা এই যজ্ঞ সম্পাদন করেছি ।।৮।।

(সূক্ত-৬)

অগ্নি দেবতা। ভৃগুর অপতু সোমাহুতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

ইমাং মে অগ্নে সমিধমিমামুপসদং বনেঃ। ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ॥১॥

আমার (আনীত) এই সকল প্রজ্বলন কাষ্ঠ (সমিধ), তোমার অভিমুখে কৃত এই স্তুতি, হে অগ্নি, তুমি স্বীকার কর। (কৃপা করে) এই সকল স্তুতি সম্যক শ্রবণ কর ।।১।।

টীকা— উপসদম্-এর অর্থ সোমযাগের জ্যোতিষ্টোম অনুষ্ঠানে উপসদ যাগকৃত আহুতি —সায়ণভাষ্য।

অয়া তে অগ্নে বিধেমোর্জো নপাদশ্বমিষ্টে। এনা সূক্তেন সুজাত॥২॥

হে অগ্নি! এই (স্তুতি) দ্বারা আমরা তোমাকে সেবা করব; হে বলের পুত্র! অশ্বের সন্ধানকারি; হে শোভনজাত! আমরা এই সুষ্ঠু কথিত (স্তোত্র) দ্বারা (তোমার সেবা করি) ।।২।।

টীকা—অশ্বমিষ্টে— যজমানকে দান করার জন্য অশ্ব সন্ধানকারী।—সায়ণ অথবা অশ্বজয়ী।

তং ত্বা গীর্ভির্গির্বণসং দ্রবিণস্যুং দ্রবিণোদঃ। সপর্যেম সপর্যবঃ॥৩॥

স্তুতিপ্রিয় তোমাকে স্তোত্র দ্বারা(পরিচর্যা করব); হে ধনদাতা ধনের অভিলাষী, তোমাকে আমরা সেবকেরা সেবা করব ।।৩।।

স বোধি সূরির্মঘবা বসুপতে বসুদাবন্। যুযোধ্যস্মদ্ দ্বেষাংসি ॥৪॥

তুমি আমাদের প্রতি প্রভূত হব্যদাতা যজমান হও, তুমি জাগ্রত হও। হে ধনের ঈশ্বর! তুমি ধনদাতা, আমাদের নিকট হতে বিদ্বেষ দূর কর ।।৪।।

স নো বৃষ্টিং দিবস্পরি স নো বাজমনর্বাণম্। স নঃ সহস্রিণীরষঃ॥৫॥

সেই তুমি দ্যুলোক হতে আমাদের বৃষ্টি (দাও); সেই তুমি আমাদের অপ্রতিরোধ্য শক্তি (দাও); সেই (তুমি) আমাদের সহস্রগুণ অন্ন দান কর ।।৫।।

ঈলানায়াবস্যবে যবিষ্ঠ দূত নো গিরা। যজিষ্ঠ হোতরা গহি ॥৬॥

সাহায্যের জন্য সশ্রদ্ধভাবে আহ্বানকারীকে (উত্তর দাও)। হে নবীনতম দূত! যজ্ঞের যোগ্যতম (প্রাপক) হোতা, এখানে আমাদের স্তোত্র দ্বারা এইস্থান অভিমুখে আগমন কর ।।৬।।

অন্তর্হ্যগ্ন ঈয়সে বিদ্বান্ জন্মোভয়া কবে। দূতো জন্যেব মিত্র্য ॥৭॥

কারণ, হে অগ্নি! ঋষিকবি! জ্ঞানবান তুমি উভয় জাতির (মানব ও দেবতা) মধ্যে ইতস্তত গমন কর, যেমন করে দূত তার নিজ জন ও তাদের মিত্রদের জন্য করে অথবা তুমি উভয় জন্মকে জান। যেন জাত প্রাণিগণের বন্ধুতুল্য দূত ।।৭।।

Scanned with CamScanner

স বিদ্বাঁ আ চ পিপ্রয়ো যক্ষি চিকিত্ব আনুষক্। আ চাস্মিন্ ৎসৎসি বর্হিষি॥৮॥

তুমি জ্ঞানী তাই এখানে (সকলকে) প্রীত কর। হে চেতনাবান, সকলকে যথাক্রমে যজনা কর। এবং এইখানে কুশের উপর আসন গ্রহণ কর ॥৮॥

(সূক্ত-৭)

অগ্নি দেবতা। ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাংগ্নে দ্যুমন্তমা ভর। বসো পুরুস্পৃহং রয়িম্॥১॥

হে নবীনতম অগ্নি! ভরতবংশের সম্পর্কিত সজ্জন এইস্থানে সর্বাধিক দীপ্তিময় সম্পদ আনয়ন কর, যা বহুজনের আকাঙ্খিত হে সজ্জন ॥১॥

টীকা—ভারত — সায়ণের মতে, পুরোহিতগণ দ্বারা প্রজ্বলিত বলে।

মা নো অরাতিরীশত দেবস্য মর্ত্যস্য চ। পর্ষি তস্যা উত দ্বিষঃ॥২॥

যেন মানুষের অথবা দেবতার (কারো) বিরুদ্ধতা আমাদের অভিভূত না করে। তার থেকে এবং বিদ্বেষ থেকে আমাদের ত্রাণ কর ॥২॥

বিশ্ব উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব। অতি গাহেমহি দ্বিষঃ॥৩॥

অতএব তোমার আনুকূল্যে যেন আমরা, জলধারা উত্তীর্ণ হবার মতো (স্বচ্ছন্দে) সকল বিদ্বেষ অতিক্রম করতে পারি ॥৩॥

শুচিঃ পাবক বন্দ্যো ঽগ্নে বৃহদ্ বি রোচসে। ত্বং ঘৃতেভিরাহুতঃ॥৪॥

হে পবিত্রকারী অগ্নি! তুমি প্রদীপ্ত, সম্মানার্হ প্রভূত আলোক বিকীরণ কর যখন তুমি ঘৃত দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে থাক ॥৪॥

ত্বং নো অসি ভারতাংগ্নে বশাভিরুক্ষভিঃ। অষ্টাপদীভিরাহুতঃ॥৫॥

তুমি হে ভরতগণের সম্পর্কিত অগ্নি, আমাদের দ্বারা বন্ধ্যা গাভীসকল, বলীবর্দ এবং অষ্টাপদী (গর্ভিণী ৭) গাভীগুলির সাহায্যে সম্মানিত হয়ে থাক ॥৫॥

দ্রন্নঃ সর্পিরাসুতিঃ প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ। সহসস্পুত্রো অদ্ভুতঃ॥৬॥

তিনি কাষ্ঠ-ভক্ষক, ঘৃতাসিঞ্চিত, সেই বরণযোগ্য পুরাকালীন হোতা—বলের পুত্র এবং আশ্চর্যকর ॥৬॥

(সূক্ত-৮)

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

বাজয়ন্নিব নূ রথান্ যোগাঁ অগ্নেরুপ স্তুহি। যশস্তমস্য মীলহুষঃ॥১॥

যেমন করে কেউ শক্তিকে আকাঙ্খায় স্তুতি করে সেইভাবে (তেমন ভাবে) অগ্নির সংযোজিত রথকে স্তুতি কর; যিনি যশস্বীতম, যিনি প্রতিদান দিয়ে থাকেন ॥১॥

যঃ সুনীথো দদাশুষে ঽজুর্যো জরয়ন্নরিং। চারুপ্রতীক আহুতঃ॥২॥

যিনি (হবিঃ) দানকারী যজমানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করেন, যিনি স্বয়ং জরাহীন কিন্তু অপরকে জীর্ণ করে থাকেন, যিনি আহুতি প্রাপ্ত হয়ে শোভন দর্শন হয়ে ওঠেন ॥২॥

য উ শ্রিয়া দমেষ্বা দোষোষসি প্রশস্যতে। যস্য ব্রতং ন মীয়তে॥৩॥

যে অগ্নি তার সৌন্দর্যের কারণে সন্ধ্যা ও প্রভাতে গৃহে গৃহে প্রশংসিত হয়ে থাকেন, যাঁর বিধানসকল ব্যাহত হয় না ॥৩॥

আ যঃ স্বর্ণ ভানুনা চিত্রো বিভাত্যর্চিষা। অঞ্জানো অজরৈরভি॥৪॥

যিনি রশ্মির সহযোগে সূর্যের ন্যায়, তাঁর শিখা সহযোগে প্রদীপ্ত হয়ে থাকেন। অক্ষয় শিখা-সমূহ দ্বারা সর্বত্র সুশোভিত থাকেন ॥৪॥

অত্রিমনু স্বরাজ্যমগ্নিমুক্থানি বাবৃধুঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়ো দধে॥৫॥

অত্রিকে এবং অগ্নিকে (উভয়কে) তাঁদের নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব অনুযায়ী শস্ত্র সমূহ সমৃদ্ধ করে থাকে। তিনি স্বয়ং সকল সৌন্দর্য অধিকার করেছেন ॥৫॥

টীকা— সায়ণ- মতে অত্রি, শব্দটি এখানে অগ্নিরই বিশেষণ-আহুতি-ভুক্।

Scanned with CamScanner

অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য দেবানামূতিভির্বয়ম্।অরিষ্যন্তঃ সচেমহ্যভি ষ্যাম পৃতন্যতঃ॥৬॥

যেন আমরা অগ্নির, ইন্দ্রের, সোমের—সকল দেবতার সহায়তার মাধ্যমে নির্বিরোধে থেকে একত্রে বসবাস করতে পারি এবং যুদ্ধাভিলাষীদের জয় করতে পারি ।।৬।।

(সূক্ত-৯)

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবাঁ অসদৎ সুদক্ষঃ।
অদব্ধব্রতপ্রমতির্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ॥১॥

হোতার আসনে, সেই হোতা, অভিজ্ঞ রূপে সমৃদ্ধ, জ্যোতির্ময়, ও অতিনিপুণভাবে উপবেশন করেছেন, যাঁর দূরদৃষ্টি বিধি সকলকে বিঘ্নহীন করে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সহস্র (গুণ) ধন অর্জনকারী, পবিত্র শিখা সমন্বিত অগ্নি ।।১।।

ত্বং দূতস্ত্বমু নঃ পরস্পাস্ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা।
অগ্নে তোকস্য নস্তনে তনূনামপ্রযুচ্ছন্ দীদ্যদ্ বোধি গোপাঃ॥২॥

তুমি দূত, তুমি শত্রু হতে পরিত্রাতা; হে বলবান! (ফলবর্ষয়িতা) তুমি আমাদের মহত্তর (কল্যাণ) অভিমুখে পরিচালনা কর। হে অগ্নি! আমাদের বংশধারাকে এবং আমাদের নিজেদের বিস্তারিত করার জন্য হে দীপ্তিমান, তুমি যেন সদাজাগ্রত রক্ষক রূপে (নিজেকে) জ্ঞাত হও ।।২।।

বিধেম তে পরমে জন্মন্নগ্নে বিধেম স্তোমৈরবরে সধস্থে।
যস্মাদ্ যোনেরুদারিথা যজে তং প্র ত্বে হবীংষি জুহুরে সমিদ্ধে॥৩॥

অগ্নি আমরা তোমার সর্বোত্তম জন্ম(স্থানে) তোমাকে আরাধনা করি; (আমরা) তোমার নিম্নতম আসনে স্তুতি দ্বারা তোমাকে আরাধনা করি। যে গর্ভ হতে তুমি উৎপন্ন হয়েছ তার উদ্দেশে যজনা করি। প্রজ্বলিত তোমার অভিমুখে আহুতি সকল প্রদত্ত হয়েছে ।।৩।।

টীকা—পরমে জন্মে—স্বর্গে সূর্যরূপী অগ্নির স্থানে। অবরে—অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ রূপী অগ্নি।

অগ্নে যজস্ব হবিষা যজীয়াঞ্ছ্রুষ্টী দেষ্ণমভি গৃণীহি রাধঃ।
ত্বং হ্যসি রয়িপতী রয়ীণাং ত্বং শুক্রস্য বচসো মনোতা॥৪॥

হে অগ্নি! হবিঃ দ্বারা স্বয়ং শ্রেষ্ঠ যাজকরূপে যজ্ঞ সম্পাদন কর। শীঘ্র (মনোযোগসহ শ্রবণ করে) প্রদেয় সম্পদ দান কর। কারণ, তুমিই সঞ্চিত সম্পদের প্রভু, অধিষ্ঠাতা, তুমিই (বুদ্ধি) দীপ্ত স্তুতিগুলির রচয়িতা ।।৪।।

উভয়ং তে ন ক্ষীয়তে বসব্যং দিবেদিবে জায়মানস্য দস্ম।
কৃধি ক্ষুমন্তং জরিতারমগ্নে কৃধি পতিং স্বপত্যস্য রায়ঃ॥৫॥

হে অদ্ভুতকর্মা! প্রতিদিন (নবরূপে) জাত তোমার উভয়বিধ সম্পদ কখনো ক্ষীণ হয় না; হে অগ্নি, তোমার স্তুতিকারীকে খাদ্য সমৃদ্ধ কর, শোভনপুত্রের অধিপতি রূপে সম্পদ সমৃদ্ধ কর ।।৫।।

টীকা—উভয়বিধ সম্পদ— দেবতার প্রতি হবিঃ আহুতি ও মানুষের পার্থিব কল্যাণ।

সৈনানীকেন সুবিদত্রো অস্মে যষ্টা দেবাঁ আযজিষ্ঠঃ স্বস্তি।
অদব্ধো গোপা উত নঃ পরস্পা অগ্নে দ্যুমদুত রেবদ্ দিদীহি॥৬॥

যেন এই উত্তম অভিপ্রায় সহযোগে সেই অনুকূল (দেবতা), শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকারী এখানে দেবগণকে যজ্ঞের প্রতি (আমাদের) কল্যাণের জন্য আনয়ন করেন। অপ্রতিহত (সেই) রক্ষাকারী এবং শত্রু হতে ত্রাতা হে অগ্নি, আমাদের জন্য উজ্জ্বল শোভার ও প্রাচুর্যের সঙ্গে আলোক বিতরণ কর ।।৬।।

(সূক্ত-১০)

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

জোহূত্রো অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেবেলস্পদে মনুষা যৎ সমিদ্ধঃ।
শ্রিয়ং বসানো অমৃতো বিচেতা মর্মৃজেন্যঃ শ্রবস্যঃ স বাজী॥১॥

Scanned with CamScanner

অগ্নি সোচ্চারে প্রথম আহূত হয়ে থাকেন, পিতার ন্যায়, যজ্ঞের বেদীতে (হব্যের আধান স্থানে) মানুষের দ্বারা যখন প্রজ্বলিত হয়ে থাকেন ।।১।।

টীকা— ইলস্পদে ইলা—হবিঃ প্রদানের বেদীতে। পিতার ন্যায়—হবিঃ বহনের দ্বারা, পিতার ন্যায় দেবতাদের প্রতি খাদ্য বহন করেন।—সায়ণ

শ্রয়া অগ্নিশ্চিত্রভানুর্হবং মে বিশ্বাভির্গীর্ভিরমৃতো বিচেতাঃ।
শ্যাবা রথং বহতো রোহিতা বোতারুষাহ চক্রে বিভৃত্রঃ॥২॥

যেন উজ্জ্বল দীপ্তিমান অগ্নি আমার সকল স্তুতির মাধ্যমে আমার আহ্বান শ্রবণ করেন—তিনি অমর, এবং প্রাজ্ঞ। দুই গাঢ় পিঙ্গলবর্ণের অথবা রক্তবর্ণের অশ্ব তাঁর রথ বহন করে। এবং বিভিন্ন স্থানে বাহিত হতে হতে তিনি তাদের (বর্ণকে) উজ্জ্বল রক্তিম করেছেন ।।২।।

উত্তানায়ামজনয়ন্ ৎসুষূতং ভুবদগ্নিঃ পুরুপেশাসু গর্ভঃ।
শিরিণায়াং চিদক্তুনা মহোভিরপরীবৃতো বসতি প্রচেতাঃ॥৩॥

উর্ধ্বমুখে স্থিতা (অরণি হতে) সুষ্ঠুজাত (শিশু অগ্নিতে) উৎপাদন করা হয়েছে; অগ্নি নানাভাবে সজ্জিতা (বৃক্ষাদির) অন্তঃস্থিত ভ্রূণ হয়েছিলেন। এবং রাত্রিকালে, অন্ধকারে আবৃত না হয়ে তিনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানীরূপে মহিমার সঙ্গে বিরাজিত ছিলেন ।।৩।।

জিঘর্ম্যগ্নিং হবিষা ঘৃতেন প্রতিক্ষিয়ন্তং ভুবনানি বিশ্বা।
পৃথুং তিরশ্চা বয়সা বৃহন্তং ব্যচিষ্ঠমন্নৈ রভসং দৃশানম্॥৪॥

আমি আহুতি দ্বারা, ঘৃত দ্বারা অগ্নিকে সিঞ্চিত করি যিনি সকল জীবিত প্রাণীর সম্মুখে অধিষ্ঠান করছেন, যিনি স্থূলবিস্তৃত, বৃহৎ, প্রাণশক্তির দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত, প্রধান এবং তাঁর খাদ্যযোগে তিনি বলবান, সর্বত্র দৃশ্যমান ।।৪।।

আ বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চং জিঘর্ম্যরক্ষসা মনসা তজ্জুষেত।
মর্যশ্রীঃ স্পৃহয়দ্বর্ণো অগ্নির্নাভিমৃশে তন্বা জর্ভুরাণঃ॥৫॥

যিনি সর্বতোমুখী তাকে আমি সিঞ্চিত করি তিনি যেন এই (আহুতি) বন্ধুভাবে স্বীকার করেন। তিনি তরুণের ন্যায় লাবণ্যযুক্ত ও আকাঙ্খিত (সুন্দর) বর্ণের (রঙের) অধিকারী। তেজে প্রকম্পিতদেহ অগ্নিকে স্পর্শ করা অনুচিত ।।৫।।

জ্ঞেয়া ভাগং সহসানো বরেণ ত্বাদূতাসো মনুবদ্ বদেম।
অনূনমগ্নিং জুহ্বা বচস্যা মধুপৃচং ধনসা জোহবীমি॥৬॥

স্বচ্ছন্দে নিজ শক্তির প্রকাশ করে। তুমি যেন সানুগ্রহে অংশ ভোগ কর, (যদিও)দূতরূপী তোমার সঙ্গে যেন আমরা মনুর ন্যায় আলাপ করতে পারি। হে পরিপূর্ণ অগ্নি! ধনলাভ করে, আমি নিরন্তর তোমাকে আহ্বান করি যে তুমি বাক্‌পটু জিহ্বা দ্বারা মধু সংমিশ্রিত কর ।।৬।।

(সূক্ত-১১)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। বিরাট্স্থানা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২১।

শ্রুধী হবমিন্দ্র মা রিষণ্যঃ স্যাম তে দাবনে বসূনাম্।
ইমা হি ত্বামূর্জো বর্ধয়ন্তি বসূযবঃ সিন্ধবো ন ক্ষরন্তঃ॥১॥

আমার আহ্বান শ্রবণ কর হে ইন্দ্র; (আমাদের প্রতি) আঘাত কোর না। (আমরা) তোমার ধনদানের জন্য (গ্রহীতা) হব। কারণ, এই সকল (প্রদত্ত) অন্নাদি প্রবাহিত নদী সকলের ন্যায় ধনের অনুসন্ধানে রত হয়ে তোমার শক্তিকে বর্ধিত করে ।।১।।

সৃজো মহীরিন্দ্র যা অপিন্বঃ পরিষ্ঠিতা অহিনা শূর পূর্বীঃ।
অমর্ত্যং চিদ্ দাসং মন্যমানমবাভিনদুক্থৈর্বাবৃধানঃ॥২॥

তুমি বিপুল (জলরাশিকে) নিরর্গল কর, ইন্দ্র, যাকে তুমি বর্ধিত করেছ—হে বীর, সেই (জলরাশি) সর্পের (বৃত্রের) দ্বারা আবেষ্টিত; যদিও সে নিজেকে অমর চিন্তা করেছিল, প্রশস্তির দ্বারা পুষ্টতর হয়ে তুমি সেই দাস (বৃত্র)কে বিধ্বস্ত করেছিলে ।।২।।

উক্থেষ্বিন্নু শূর যেষু চাকন্ স্তোমেম্বিন্দ্র রুদ্রিয়েষু চ।
তুভ্যেদেতা যাসু মন্দসানঃ প্র বায়বে সিস্রতে ন শুভ্রাঃ॥৩॥

এই যে-সকল স্তুতিতে তুমি শীঘ্র প্রসন্ন হও, হে বীর, ইন্দ্র, এবং যে-সকল রুদ্রের প্রশস্তিতে, (তা উপভোগ কর); তোমার নিকট আনন্দকর এই (জলরাশি), তোমার প্রতি অবশ্যই প্রসারিত হয় যেমনভাবে উজ্জ্বল (ধারা) বায়ুর প্রতি ধাবিত হয় ।।৩।।

টীকা—রুদ্রের প্রশস্তি—মরুৎগণকৃত গান।

Scanned with CamScanner

শুভ্রং নু তে শুষ্মং বর্ধয়ন্তঃ শুভ্রং বজ্র বাহ্বোর্দধানাঃ।
শুভ্রস্ত্বমিন্দ্র বাবৃধানো অস্মে দাসীর্বিশঃ সূর্যেণ সহ্যাঃ॥৪॥

আমরা ইদানীং তোমার সমুজ্জ্বল প্রাণশক্তিকে দৃঢ়তর করতে করতে তোমার হস্তে দ্যুতিময় বজ্রকে স্থাপন করছি। হে ইন্দ্র, যেন আমাদের মধ্যে তুমি জ্যোতির্ময় রূপে (সমৃদ্ধি লাভ কর)। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে দাসগোষ্ঠী সকলকে তুমিও অভিভূত কর ।।৪।।

গুহা হিতং গুহ্যং গুল্হমপ্স্বপীবৃতং মায়িনং ক্ষিয়ন্তম্।
উতো অপো দ্যাং তস্তভ্বাংসমহন্নহিং শূর বীর্যেণ॥৫॥

গোপন স্থানে সংরক্ষিত সেই নিগূঢ় জলমধ্যে লুক্কায়িত, মায়াবী, অপ্রকাশিতকে, যে জলরাশি এবং স্বর্গকে অবরোধ করে সেই সর্পকে তোমার বীর দ্বারা বিনাশ কর, হে বীর ।।৫।।

টীকা—গুহা হিতম্ ইত্যাদি অন্তরিক্ষস্থিত—Griffith

স্তবা নু ত ইন্দ্র পূর্ব্যা মহান্যুত স্তবাম নূতনা কৃতানি।
স্তবা বজ্রং বাহ্বোরুশন্তং স্তবা হরী সূর্যস্য কেতূ॥৬॥

হে ইন্দ্র! তোমার প্রাক্তন মহৎ কর্মসকলের এখন স্তুতি করব এবং আমরা তোমার অধুনা কৃতকর্মেরও (প্রশস্তি করব)। তোমার বাহুতে (ধৃত) উৎসুক বজ্রকে আমরা স্তুতি করব এবং সূর্যের যুগ্মপতাকা স্বরূপ তোমার দুই পিঙ্গল অশ্বকে স্তুতি করব ।।৬।।

হরী নু ত ইন্দ্র বাজয়ন্তা ঘৃতশ্চুতং স্বারমস্বার্ষ্টাম্।
বি সমনা ভূমিরপ্রথিষ্টাংরংস্ত পর্বতশ্চিৎ সরিষ্যন্॥৭॥

ইদানীং তোমার দুই পিঙ্গল অশ্ব যারা তেজস্বী, হে ইন্দ্র, তারা ঘৃতসিক্ত অবস্থায় উচ্চরব করে উঠেছে; ভূমি সর্বদিকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিস্তারিত করেছে; এমনকি পর্বত সকল (মেঘরাশি?) যারা বিচরণে উদ্যত হয়েছিল (তারাও) প্রশমিত হয়েছে ।।৭।।

নি পর্বতঃ সাদ্যপ্রযুচ্ছন্ ৎসং মাতৃভির্বাবশানো অক্রান্।
দূরে পারে বাণীং বর্ধয়ন্ত ইন্দ্রেষিতাং ধমনিং পপ্রথন্ নি॥৮॥

বিরতিহীন (বর্ষণশীল) মেঘরাশি অধোদেশে স্থিত হয়েছে। মাতৃগণের সঙ্গে শব্দায়মান তারা সঞ্চরণ করছে। দূরতম ব্যবধানের প্রতি (তাদের) কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করে, তারা ইন্দ্রের প্রেরিত (সশব্দ) বায়ুস্রোতকে সর্বত্র বিস্তারিত করছে ।।৮।।

ইন্দ্রো মহাং সিন্ধুমাশয়ানং মায়াবিনং বৃত্রমস্ফুরন্নিঃ।
অরেজেতাং রোদসী ভিয়ানে কনিক্রদতো বৃষ্ণো অস্য বজ্রাৎ॥৯॥

বিশাল নদীর উপরে শায়িত মায়াধর বৃত্রকে ইন্দ্র প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন। সেই শক্তিমানবৃষভ যখন বারংবার গর্জন করেন তখন তার বজ্রের ভয়ে উভয় দ্যাবা পৃথিবী কম্পিত হয় ।।৯।।

অরোরবীদ্ বৃষ্ণো অস্য বজ্রো ঽমানুষং যন্মানুষো নিজূর্বাৎ।
নি মায়িনো দানবস্য মায়া অপাদয়ৎ পপিবান্ ৎসুতস্য॥১০॥

সেই শক্তিমানের বজ্র, বারংবার উচ্চগর্জন করেছিল যখন মনুষ্যগণের (সেই) বন্ধু, মানবের শত্রু বৃত্রকে বিনাশ করেছিলেন। দনুর ইন্দ্রজালিক পুত্রের (দানবের) মায়াজাল তিনি দূর করেছিলেন যখন তিনি অভিষুত সোম পান করেছিলেন ।।১০।।

পিবাপিবেদিন্দ্র শূর সোমং মন্দন্তু ত্বা মন্দিনঃ সুতাসঃ।
পৃণন্তস্তে কুক্ষী বর্ধয়ন্ত্বিত্থা সুতঃ পৌর ইন্দ্রমাব॥১১॥

পান কর হে বলবান ইন্দ্র এই সোম পান কর। অভিষুত এই মদকর (রস) তোমাকে যেন উত্তেজিত করে। তোমার উদরের পার্শ্বদ্বয় পূরণ করে (সেই সোম) তোমাকে যেন বলবত্তর করে। এইভাবে অভিষুত এবং পূরণকারী সোম ইন্দ্রকে যেন তৃপ্ত করে ।।১১।।

ত্বে ইন্দ্রাপ্যভূম বিপ্রা ধিয়ং বনেম ঋতয়া সপন্তঃ।
অবস্যবো ধীমহি প্রশস্তিং সদ্যস্তে রায়ো দাবনে স্যাম॥১২॥

আমরা মেধাবী কবিরা, হে ইন্দ্র তোমারই সঙ্গী। ঋতকে অনুসরণ করে আমরা মনীষা প্রাপ্ত হব। তোমার সহায়তা প্রার্থনা করে, আমরা প্রকৃষ্ট স্তোত্র (তোমার উদ্দেশে) রচনা করছি। আজ এইক্ষণে আমরা তোমার দ্বারা ধন প্রদত্ত হব ।।১২।। (ধন লাভ করব)

স্যাম তে ত ইন্দ্র যে ত উতী অবস্যব ঊর্জং বর্ধয়ন্তঃ।
শুষ্মিন্তমং যং চাকনাম দেবাঽস্মে রয়িং রাসি বীরবন্তম্॥১৩॥

ইন্দ্র, আমরা যেন তোমার সেই (অনুগৃহীত) হতে পারি যারা তোমার সহায়তা লাভ করে, যেহেতু তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে (তোমার) তেজ অথবা অন্নকে বর্ধিত করা হয়। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ধন দাও, হে দেব! যে (ধন) বীর (সন্তান) সমৃদ্ধ ।।১৩।।

Scanned with CamScanner

রাসি ক্ষয়ং রাসি মিত্রমস্মে রাসি শর্ধ ইন্দ্র মারুতং নঃ।
সজোষসো যে চ মন্দসানাঃ প্র বায়বঃ পান্ত্যগ্রণীতিম্॥১৪।।

আমাদের শান্তিময় নিবাস দাও, আমাদের বন্ধু দাও, হে ইন্দ্র আমাদের জন্য মরুৎ সংঘ (যোদ্ধৃবর্গ) দান কর এবং যারা একত্রে মদোন্মত্ত হয়ে থাকে (সেই) বায়ুগণ প্রথম আনীত (সোমরস) পান করে ।।১৪।।

ব্যন্তিন্নু যেষু মন্দসানস্তৃপৎ সোমং পাহি দ্রহ্যদিন্দ্র।
অস্মান্ ৎসু পৃৎস্বা তরুত্রাঽবর্ধয়ো দ্যাং বৃহদ্ভিরর্কৈঃ॥১৫।।

এখন যেন কেবলমাত্র সেই (সোমরস) তোমাকে অনুসরণ করে—যাতে তুমি তৃপ্ত হয়ে থাক। ইন্দ্র, অবিচলভাবে তোমার তৃপ্তি পূরণ পর্যন্ত এই সোম পান কর। হে শত্রুগণের বিজেতা ইন্দ্র, যুদ্ধকালে আমাদের রক্ষক তুমি মহৎ স্তোত্রসমূহের মাধ্যমে স্বর্গকে সমৃদ্ধ করে তুলেছ ।।১৫।।

বৃহন্ত ইন্নু যে তে তরুত্রোক্থেভির্বা সুম্নমবিবাসান্।
স্তৃণানাসো বর্হিঃ পস্ত্যাবৎ ত্বোতা ইদিন্দ্র বাজমগ্মন্॥১৬।।

হে পরিত্রাতা! তাঁরা অবশ্যই মহান (ঋত্বিকগণ), যাঁরা তাঁদের প্রশস্তিগীতি দ্বারা তোমার অনুগ্রহ লাভের প্রচেষ্টা করেন অথবা (তোমার) বাসস্থান প্রস্তুত করার জন্য দর্ভ আস্তীর্ণ করেন; হে ইন্দ্র, তোমার সহায়তা বশত তাঁরা শক্তি লাভ করেছেন ।।১৬।।

উগ্রেষ্বিন্নু শূর মন্দসানস্ত্রিকদ্রুকেষু পাহি সোমমিন্দ্র।
প্রদোধুবচ্ছ্মশ্রুষু প্রীণানো যাহি হরিভ্যাং সুতস্য পীতিম্॥১৭।।

এখন, এই সকল তীব্র (সোমরসে) উন্মাদনা অনুভব করে, হে বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, ত্রিকদ্রুকগণের (মরুৎগণ?) মধ্যে সোম পান কর। বারংবার তোমার শ্মশ্রু হতে (সোমবিন্দু) অবক্ষেপণ করে আনন্দিত থাক। তোমার পিঙ্গল অশ্বদ্বয়ের মাধ্যমে সোমপানের (অনুষ্ঠানে) গমন কর ।।১৭।।

টীকা—সায়ণভাষ্য—ত্রিকদ্রুক—অভিপ্লবষড়হ যাগের প্রথম তিন দিন বিঃ।

ধিষ্বা শবঃ শূর যেন বৃত্রমবাভিনদ্ দানুমৌর্ণবাভম্।
অপাবৃণোর্জ্যোতিরার্যায় নি সব্যতঃ সাদি দস্যুরিন্দ্র॥১৮।।

হে বীরশ্রেষ্ঠ। সেই মহৎ বল (তুমি) ধারণ কর যার দ্বারা তুমি দানুর পুত্র বৃত্রকে ঔর্ণবাভের (কীট বিশেষ) মতো বিনষ্ট করে থাক। তুমি আর্যদের জন্য আলোককে উদঘাটিত করেছ। হে ইন্দ্র, তোমার বামহস্ত দ্বারা দস্যুকে (বৃত্রকে) অবদমিত করেছ ।।১৮।।

সনেম যে ত উতিভিস্তরন্তো বিশ্বাঃ স্পৃধ আর্যেণ দস্যূন্।
অস্মভ্যং তৎ ত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপমরন্ধয়ঃ সাখ্যস্য ত্রিতায়॥১৯।।

আমরা জয়লাভ করব। আমরা যারা তোমার এবং আর্যের সহায়তায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুগণকে অতিক্রম করেছি। সেই আমাদের জন্য (বিজয়), যে তুমি ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে, তোমার সহচরবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত ত্রিতের প্রতি অবনত করেছিলে ।।১৯।।

অস্য সুবানস্য মন্দিনস্ত্রিতস্য ন্যর্বুদং বাবৃধানো অস্তঃ।
অবর্তয়ৎ সূর্যো ন চক্রং ভিনদ্ বলমিন্দ্রো অঙ্গিরস্বান্॥২০।।

এই উত্তেজক (সোমরস) সবনকারী ত্রিতে প্রদত্ত আহুতি দ্বারা সমৃদ্ধ ইন্দ্র অর্বুদকে দমন করেছিলেন। সূর্যের ন্যায় তিনিও তাঁর চক্রকে বিঘূর্ণিত করেন এবং অঙ্গিরসগণের সাহচর্যে তিনি বলকে বিদীর্ণ করেছিলেন ।।২০।।

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥২১।।

এখন হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী গাভী যেন দক্ষিণারূপে স্তুতিকারীর প্রতি দুগ্ধ দান করে। তোমার স্তোতৃবৃন্দকে দান কর; আমরা ব্যতীত অপরজন যেন সৌভাগ্য না লাভ করে। যেন আমরা যজ্ঞকালে সোচ্চারে, শোভন বীরগণের সঙ্গে মহানভাবে বলতে পারি ।।২১।।

Scanned with CamScanner

অনুবাক-২

(সূক্ত-১২)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ॥১॥

যিনি জন্মক্ষণ হতেই মুখ্য মননশীল, যে দেবতা অন্যান্য দেবগণকে নিজ কর্ম অথবা ইচ্ছার দ্বারা অতিক্রম করেছেন, যাঁর বলবত্তার (সম্মুখে) দ্যাবাপৃথিবী ত্রস্ত হয়ে ওঠে, তাঁর বীর্যের মহিমা-র কারণে—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ॥১॥

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্ যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ॥২॥

প্রকম্পিতা পৃথিবীকে যিনি দৃঢ়বদ্ধ করেছিলেন, যিনি বিচলিত পর্বতসকলকে স্থির করেছিলেন, যিনি বিশাল অন্তরিক্ষকে বিস্তারিত করেছিলেন, যিনি স্বর্গলোককে (স্তম্ভের ন্যায়) ধারণ করেছিলেন— শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ॥২॥

যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্ যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সংবৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ॥৩॥

যিনি সর্পকে (অহি-অসুর) হনন করে সপ্ত নদীকে স্বচ্ছন্দগতি করেছিলেন, যিনি বলের (অসুরের) অবরোধ হতে গাভীগুলিকে উদ্ধার করেছিলেন, যিনি প্রস্তর খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে অগ্নিকে সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি যুদ্ধে শত্রহন্তা—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ॥৩॥

টীকা—সায়ণের মতে, অহি এবং প্রস্তর দুটি শব্দই মেঘকে বোঝাচ্ছে।

যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাং লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ ॥৪॥

যাঁর মাধ্যমে এই সকল বস্তু গমনশীল হয়েছে, যিনি দাস জনগোষ্ঠীকে নিকৃষ্ট গুহামধ্যে নিহিত করেছেন, যিনি শত্রুর ধনসম্পদ সকলই গ্রহণ করেছেন যেমনভাবে ব্যাধ আয়ত্ত করে লক্ষ্যবস্তুকে—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ॥৪॥

যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবা মিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ॥৫॥

সেই ভয়াল (দেবতা) যাঁর বিষয়ে মনুষ্যগণ সর্বদা প্রশ্ন করে 'তিনি কোথায়'? এবং তাঁর বিষয়ে, তারা বলে 'তাঁর অস্তিত্ব নেই'। (কিন্তু) তিনি শত্রুর সমৃদ্ধি আয়ও করেন যেন (দক্ষ) অক্ষক্রীড়ক। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর। শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ॥৫॥

যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ॥৬॥

যিনি ধনীকে, যিনি নির্ধনকে (উভয়কেই) প্রেরণ করেন, যিনি প্রার্থনারত স্তোতার; পুরোহিতের (প্রেরয়িতা); যিনি শোভন হনূ, শিরস্ত্রাণ যুক্ত এবং যিনি সোমপেষণের জন্য উদ্যত সোমাভিষবকারীকে রক্ষা করেন; শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ॥৬॥

যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্যং য উষসং জজান যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ॥৭॥

যাঁর নিয়মনে অশ্বসকল, যাঁর (নিয়মনে) গাভী সকল, যাঁর (নিয়ন্ত্রণে) গ্রামগুলি এবং রথগুলি (পরিচালিত) হয়, যিনি সূর্যকে যিনি উষাকে সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি জলরাশিকে আনয়ন করেন—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ॥৭॥

টীকা—জলরাশি ইত্যাদি—অর্থাৎ বর্ষণ আনয়ন করেন।

যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্ রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ॥৮॥

যাঁকে পরস্পর সংঘর্ষরত উভয় (সৈন্যদল) যুদ্ধগর্জন করতে করতে বিশেষভাবে (শত্রু বিতাড়নের জন্য) আহ্বান করে থাকে, উভয়পক্ষীয় শত্রুদল নিকটে এবং দূরেস্থিত, এমনকি যারা দুইজনে একই রথে আরোহণ করেছে (রথী ও সারথী) তারাও যাঁকে নানাভাবে আহ্বান করে—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ॥৮॥

যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে ।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ॥৯॥

Scanned with CamScanner

যাঁকে ব্যতীত মানুষেরা জয়লাভ করে না, যাঁকে তারা যুদ্ধকালে রক্ষার জন্য আহ্বান করে, যিনি প্রত্যেকের প্রতি নিজজন (সর্বাধিক নিকট), যিনি স্থিরবদ্ধকেও বিচলিত করতে পারেন, শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ।।৯।।

যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাঞ্ছর্বা জঘান।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্হন্তা স জনাস ইন্দ।।১০।।

যিনি তাঁর বিদারণকারী (অস্ত্রের) দ্বারা, যারা নিয়ত বিপুল পাপ করে, যারা অবিবেচক তাদের বিনাশ করেছিলেন। যিনি উদ্ধতকে উৎসাহ দান করেন না, যিনি দস্যু বিনাশ করেন—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ।।১০।।

যঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং চত্বারিংশ্যাং[১] শরদ্যন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ।।১১।।

যিনি চল্লিশ শরৎকাল অন্বেষণের পরে (অবশেষে) পর্বতে পর্বতে বাসকারী শম্বরকে খুঁজে পেয়েছিলেন, যিনি বলপ্রকাশকারী সর্পকে[২], দানুর পুত্রকে বিধ্বস্ত করেছিলেন (ফলে) সে (মৃত অবস্থায়) শায়িত (ছিল)—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ।।১১।।

১. চত্বারিংশৎ শরৎ—এখানে বৎসরকাল বোঝান হয়েছে।
২. সর্প—অহি নামে অসুর অথবা বৃত্র ।

যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মানবাসৃজৎ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্।
যো রৌহিণমস্ফুরদ্ বজ্রবাহুর্দ্যামারোহন্তং স জনাস ইন্দ্রঃ।।১২।।

যিনি শক্তিধর, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট বৃষভ (কামনাপূরয়িতা), যিনি সপ্তনদীকে প্রবাহিত হবার জন্য অবারিত করেছিলেন, যিনি হস্তে বজ্রধারী, যিনি স্বর্গারোহণে উদ্যত রৌহিণ (অসুরকে) (দূরে) নিক্ষেপ করেছিলেন—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ।।১২।।

দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ।।১৩।।

এমনকি স্বর্গ এবং পৃথিবীও তাঁর প্রতি প্রণাম জানায়। এমনকি পর্বত সকলও তাঁর শক্তিকে ভয় করে। সেই সোমপানকারী, যিনি বজ্রকঠিনবাহুর জন্য প্রখ্যাত, যিনি দৃঢ়শরীর বিশিষ্ট; যিনি হস্তে বজ্রধারণ করে আছেন— শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ।।১৩।।

যঃ সুন্বন্তমবতি যঃ পচন্তং যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী।
যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইন্দ্রঃ।।১৪।।

যিনি সোমসবনকারীকে রক্ষা করেন, (হব্যাদি) পাককারীকে, শস্ত্র-পাঠকারীকে, স্তোত্র গায়ককে রক্ষা করেন, যাঁর জন্য সমৃদ্ধিকারী মন্ত্র, যাঁর জন্য সোম, এই সকল (হবিঃ) দ্রব্যাদি—শোন সর্বজন, তিনিই ইন্দ্র ।।১৪।।

যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিদ্ বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ।
বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম।।১৫।।

যে তুমি দুর্ধর্ষরূপে সোমভিষবকারীকে, (হবিঃ) পাককারীকে শক্তি দান কর—হে ইন্দ্র! সেই তুমি অবশ্যই সত্য (প্রত্যক্ষগোচর)। আমরা সকল দিবসে তোমার অনুগ্রহভাজন হব, ইন্দ্র। শোভন বীরপুত্র সহযোগে আমরা স্তুতি পাঠ করে যাব ।।১৫।।

(সূক্ত-১৩)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৩।

ঋতুর্জনিত্রী[১] তস্যা অপস্পরি মক্ষূ জাত আবিশদ্ যাসু বর্ধতে।
তদাহনা অভবৎ পিপ্যুষী পয়োংশোঃ পীযূষং প্রথমং তদুক্থ্যম্।।১।।

তাঁর জননী ছিলেন ঋতুকাল। তাঁর নিকট হতে, জাত হবার ক্ষণেই তিনি (সোম) ক্ষিপ্রভাবে জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে তিনি বলবান হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি (সোমলতা) প্রাণরসে পূর্ণ, পয়ঃ- (স্বরূপ রস) বিস্তার করেন। এই সোমলতার সারভূত রস (ইন্দ্রের) মুখ্য এবং প্রশস্তিযোগ্য (হবিঃ) হয়ে থাকে ।।১।।

১. ঋতু—বর্ষা

সধ্রীমা যন্তি পরি বিভ্রতীঃ পয়ো বিশ্বপ্স্ন্যায় প্র ভরন্ত ভোজনম্।
সমানো অধ্বা প্রবতামনুষ্যদে যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ॥২॥

এই (জলধারা সকল) একই সঙ্গে তাঁর উদ্দেশে দুগ্ধ বহন করে আনে, যিনি সকলকে ধারণ করেন তাঁর প্রতি পুষ্টি আনয়ন করে। নিম্নাভিমুখে গমনরত (জলধারা সমূহ) প্রবাহিত হবার জন্য পথ একই। যে তুমি এই সকল কার্য প্রথম করেছ, সেই তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।২।।

টীকা— সমান অধ্বা...ইত্যাদি। ... নদীগুলি একত্রে জলরাশি নিয়ে আসে সকল নদীর সম্মেলনে সমুদ্রের পোষণের জন্য। — সায়ণভাষ্য।

অন্বেকো বদতি যদ্ দদাতি তদ্ রূপা মিনন্তদপা এক ঈয়তে।
বিশ্বা একস্য বিনুদস্তিতিক্ষতে যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ॥৩॥

একজন (হোতা) (যজমান) যা কিছু দান করেন তার সঙ্গে সঙ্গে (মন্ত্র) পাঠ করেন। অপরজন (অধ্বর্যু) ক্ষিপ্রভাবে (সোমের) রূপ পরিবর্তন করতে করতে নিজ কার্য করেন। তিনি (সোম) অপরের (সোমাভিষব প্রস্তরের) সকল আঘাত সহ্য করেন (অথবা তৃতীয়জন ব্রহ্ম প্রত্যেকের কৃত ত্রুটি সংশোধন করেন)। যে তুমি এইসকল কার্য প্রথম করেছ সেই তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।৩।।

প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে রয়িমিব[1] পৃষ্ঠং প্রভবন্তমায়তে।
অসিন্বন্ দংষ্ট্রৈঃ পিতুরত্তি ভোজনং যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ॥৪॥

তাঁরা (ঋত্বিগগণ) নিজ নিজ জনকে (সন্তানদের) খাদ্য বিভাজনে রত হয়ে আসীন থাকেন (স্বগৃহে বাস করেন—সায়ণ), যেমনভাবে, যিনি আসেন, পৃষ্ঠ যা বহন করতে পারে (তারও অধিক) সম্পদ তাঁর প্রতি বিভাজন করেন। অপ্রশমনীয় তিনি (অগ্নি) তাঁর পিতার (ঋত্বিকের বা যজমানের) অন্ন দন্তের সাহায্যে ভোজন করেন। যে তুমি এই ... (পংক্তি পূর্বে অনুদিত) ।।৪।।

১. সায়ণের অনুবাদে—রয়িমিব...... পৃষ্ঠেধারণকরার যোগ্য ফলপ্রদ সম্পদবিভাজন করা হয়।

অধাকৃণোঃ পৃথিবীং সংদৃশে দিবে যো ধৌতীনামহিহন্নরিণক্ পথঃ।
তং ত্বা স্তোমেভিরুদভির্ন বাজিনং দেবং দেবা অজনন্ ৎসাস্যুক্থ্যঃ॥৫॥

তুমি আকাশকে দর্শন করার জন্য পৃথিবীকে (প্রণোদিত) করেছ; তুমি, হে অহিহন্তা, প্রবাহ সকলের পথগুলি উন্মুক্ত করেছ। দেবগণ তোমাকে, দেবতাকে তাঁদের স্তুতিমন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন করেছেন যেন জলের মাধ্যমে জয়শীল অশ্ব। তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।৫।।

যো ভোজনং চ দয়সে চ বর্ধনমার্দ্রাদা শুষ্কং মধুমদ্ দুদোহিথ।
সঃ শেবধিং নি দধিষে বিবস্বতি বিশ্বস্যৈক ঈশিষে সাস্যুক্থ্যঃ॥৬॥

তুমি অন্নাদি দান কর এবং বর্ধিত কর। প্রসিক্ত (বৃন্তাদি অথবা বৃষ্টি) হতে অনার্দ্র, মধুর স্বাদযুক্ত (শস্য অথবা সোম)কে দোহন করে আন। তুমি সূর্যের নিকট তোমার মূল্যবান সম্পদ নিহিত রেখেছ। তুমি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।৬।।

যঃ পুষ্পিণীশ্চ প্রস্বশ্চ ধর্মণা ঽধি দানে ব্যবনীরধারয়ঃ।
যশ্চাসমা অজনো দিদ্যুতো দিব উরূরূর্বাঁ অভিতঃ সাস্যুক্থ্যঃ॥৭॥

তুমি পুষ্পিত এবং ফলবান (উদ্ভিদগুলিকে) পৃথকভাবে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্র অনুসারে এবং প্রবাহিণী সকলকে বিধি অনুসারে স্থাপন করেছ; যে তুমি স্বর্গলোকের অতুলনীয় দীপ্তি-সকল সৃষ্টি করেছ; যে তুমি সুবিপুল লোকসমূহকে পরিবেষ্টন করে বিস্তৃত, সেই তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।৭।।

যো নার্মরং সহবসুং নিহন্তবে পৃক্ষায় চ দাসবেশায় চাবহঃ।
উর্জয়ন্ত্যা অপরিবিষ্টমাস্যমুতৈবাদ্য পুরুকৃৎ সাস্যুক্থ্যঃ॥৮॥

যে তুমি নার্মরকে (অসুর বিঃ) তার সম্পদসহ উর্জয়ন্তী (নদী?র) দুর্ধর্ষ মুখগহ্বরে বহন করে এনেছ অন্ন লাভের ও দাস (অসুর) নিধনের উদ্দেশে, এমনকি এখনও (অনুরূপ করে থাক): যে তুমি বহু কর্মের অনুষ্ঠাতা সেই তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।৮।।

টীকা— সায়ণ বলেছেন—উর্জয়ন্তী অর্থ কোন সেই নামে এবং 'সহবসু'—অপর একজন অসুর। পিশাচী।

শতং বা যস্য দশ সাকমাদ্য একস্য শ্রুষ্টৌ যদ্ধ চোদমাবিথ।
অরজ্জৌ দস্যূনৎসমুনব্দভীতয়ে সুপ্রাব্যো অভবঃ সাস্যুক্থ্যঃ॥৯॥

Scanned with CamScanner

এবং যখন তুমি সেই স্তোত্রকারী (যজমানকে) রক্ষা করেছিলে, যার আনুগত্যের কারণে, যদিও সে একাকী তবু তার শতসংখ্যক এবং দশ (শত্রুকে) তুমি একই সঙ্গে আবদ্ধ করেছিলে। তুমি দভীতির জন্য দস্যুগণকে কোনরূপ বন্ধনরজ্জু ছাড়াই বন্ধন করেছিলে। এবং যে তোমাকে সম্যক অনুসরণ করে—তুমি তার প্রতি স্বচ্ছন্দে প্রাপ্তিযোগ্য হয়ে থাক সেই রূপ তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।৯।।

টীকা—এই শ্লোকের অর্থ আপাত দুর্বোধ্য, Geldner বলেছেন 'অরজ্জু' শব্দের অর্থ ইন্দ্র মায়া নিদ্রা দ্বারা দস্যুদের অভিভূত করেন। দভীতি—ঋষি বিঃ।

বিশ্বেদনু রোধনা অস্য পৌংস্যং দদুরস্মৈ দধিরে কৃত্নবে ধনম্।
ষলস্তভ্না বিষ্টিরঃ পঞ্চ সংদৃশঃ পরি পরো অভবঃ সাস্যুক্‌থ্যঃ॥১০॥

সকল প্রতিবন্ধই তাঁর (ইন্দ্রের) পৌরুষকে অনুগমন করেছে; তাঁর প্রতি, সেই শক্তিধরের প্রতি সম্পদ সমর্পণ করেছে। তুমি দূর বিস্তারী ছয় (দিককে) ধারণ করেছ, এবং পঞ্চবিধ দৃশ্য সমূহের সর্বত্র তুমি বিদ্যমান, তথা তারও পরে তোমার বিজয় বর্তমান। সেইরূপ তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।১০।।

টীকা—ছয় দিক— উর্ধ্বঃ, অধঃ, পূর্বে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে। সায়ণ বলেছেন— স্বর্গ, মর্ত, দিবা, রাত্রি, জল ও উদ্ভিদ। সায়ণের মতে, পঞ্চসংদৃশ অর্থ পঞ্চ জন জাতি।

সুপ্রবাচনং তব বীর বীর্যং যদেকেন ক্রতুনা বিন্দসে বসু।
জাতূষ্ঠিরস্য প্র বয়ঃ সহস্বতো যা চকর্থ সেন্দ্র বিশ্বাস্যুক্‌থ্যঃ॥১১॥

হে বীর! তোমার শৌর্য শোভনভাবে কথনের উপযুক্ত। কেবলমাত্র (তোমার) কর্মানুষ্ঠান জ্ঞান দ্বারাই তুমি সম্পদ লাভ কর। অচঞ্চলভাবে জাত তোমার উৎসাহ এবং কর্মশক্তি সম্যক প্রকাশিত। তোমার সকল কৃতকর্মের জন্য, হে ইন্দ্র, তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।১১।।

টীকা—সায়ণ বলেন— জাতুস্থিরঃ কোন ব্যক্তি বিশেষ, তিনি অর্থ করেছেন—জয়শীল জাতুস্থিরের জীবনধারণ করেন যে ইন্দ্র।

অরময়ঃ সরপসস্তরায় কং তুর্বীতয়ে চ বয্যায় চ স্রুতিম্।
নীচা সন্তমুদনয়ঃ পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং শ্রবয়ন্ৎসাস্যুক্‌থ্যঃ॥১২॥

তুমি তুর্বীতির জন্য প্রবহণশীল জলধারাকে স্তব্ধ করে রেখেছিলে, বয্যের পার হয়ে যাবার জন্য নদী স্রোতকে (স্তব্ধ করেছিলে); গভীর অবতল হতে তুমি অধোগামী, পরিত্যক্তকে উদ্ধার করেছ, অন্ধকে খঞ্জকে প্রখ্যাত করেছ। হে ইন্দ্র! তুমি প্রশস্তির যোগ্য ।।১২।।

টীকা— তুর্বীতি ছিলেন বয্যের পুত্র।

অস্মভ্যং তদ্ বসো দানায় রাধঃ সমর্থয়স্ব বহু তে বসব্যম্।
ইন্দ্র যচ্চিত্রং শ্রবস্যা অনু দ্যূন্ বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥১৩॥

হে ধনপতি! আমাদের সেই সম্পদ দান করার জন্য সিদ্ধান্ত স্থির কর। তোমার সম্পদ অপর্যাপ্ত। হে ইন্দ্র! সেই উজ্জ্বল (সম্পদ) যার সাহায্যে তুমি প্রতিদিন খ্যাতি অর্জন করতে চাও—যেন আমরা যজ্ঞকালে শোভন বীরগণের সাহচর্যে মহানভাবে সোচ্চারে বলতে পারি ।।১৩।।

(সূক্ত-১৪)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১২।

অধ্বর্যবো ভরতেন্দ্রায় সোমমামত্রেভিঃ সিঞ্চতা মদ্যমন্ধঃ।
কামী হি বীরঃ সদমস্য পীতিং জুহোত বৃষ্ণে তদিদেষ বষ্টি॥১॥

—অধ্বর্যুগণ! ইন্দ্রের জন্য সোম (রস) আনয়ন কর। এই মদকর পানীয় পাত্র হতে ঢেলে দাও। কারণ, সেই বীর (ইন্দ্র) সর্বদাই এই রস পানের জন্য উৎসুক। সেই বলিষ্ঠকে অথবা কামনাপূর্ণকারীকে আহুতি দাও। তিনি এই আকাঙ্খাই করেন ।।১।।

অধ্বর্যবো যো অপো বব্রিবাংসং বৃত্রং জঘানাশন্যেব বৃক্ষম্।
তস্মা এতং ভরত তদ্বশায়ঁ এষ ইন্দ্রো অর্হতি পীতিমস্য ॥২॥

অধ্বর্যুগণ! যিনি বিদ্যুতের সাহায্যে, বৃষ্টি-অবরোধকারী বৃত্রকে, বৃক্ষের ন্যায় বিধ্বস্ত করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশে এই (সোম) আনয়ন কর কারণ, তিনি এই (রস) কামনা করেন। ইন্দ্র এই (রস) পান করার যোগ্য ।।২।।

Scanned with CamScanner

অধ্বর্যবো যো দৃভীকং জঘান যো গা উদাজদপ হি বলং বঃ।
তস্মা এতমন্তরিক্ষে ন বাতমিন্দ্রং সোমৈরোর্ণুত জূর্ন বস্ত্রৈঃ॥৩।।

অধ্বর্যুগণ! যিনি দৃভীককে বিনাশ করেছেন, যিনি গাভী সকলকে নির্গত করেছেন যেহেতু তিনি গুহামুখ অথবা বল নামে অসুরকে উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর উদ্দেশে এই (সোম) আনয়ন কর অন্তরিক্ষে (ধাবিত) বায়ুর ন্যায় (দ্রুতগতিতে)। ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা আবৃত কর যেমন দ্রুতগতি অশ্বকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয় ।।৩।।

টীকা—অন্তরিক্ষেন বাতম্—বায়ু যেমন দ্রুত বৃষ্টি আনয়ন করেন সেই ভাবে —সায়ণ।

অধ্বর্যবো য উরণং জঘান নব চখ্বাংসং নবতিং চ ৰাহূন্।
যো অর্ব্বুদমব নীচা ৰবাধে তমিন্দ্রং সোমস্য ভৃথে হিনোত॥৪।।

অধ্বর্যুগণ। যিনি উরণকে, যে তার নবনবতি বাহু প্রসারিত করেছিল তাকে বধ করেছিলেন এবং যিনি অর্বুদ(নামে) অসুরকে নিম্নদেশে অবদমিত করে বধ করেছিলেন সেই ইন্দ্রকে আমাদের সোমসবনের প্রতি শীঘ্র আনয়ন কর ।।৪।।

অধ্বর্যবো যঃ স্বশ্নং জঘান যঃ শুষ্ণমশুষং যো ব্যংসম্।
যঃ পিপ্রুং নমুচিং যো রুধিক্রাং তস্মা ইন্দ্রায়ান্ধসো জুহোত ॥৫।।

অধ্বর্যুগণ! যিনি অশ্নকে সুষ্ঠুভাবে বিনাশ করেছেন, যিনি সর্বগ্রাসী শুষ্ণকে, যিনি বিগতস্কন্ধ (বৃত্রকে), পিপ্রু এবং নমুচি ও রুধিক্রাকেও (হনন করেছেন) সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমলতা সকল অথবা অন্ন সকল আহুতি দাও ।।৫।।

অধ্বর্যবো যঃ শতং শম্বরস্য পুরো ৰিভেদাশ্মনেব পূর্বীঃ।
যো বর্চিনঃ শতমিন্দ্রঃ সহস্রমপাবপদ্ ভরতা সোমমস্মৈ॥৬।।

অধ্বর্যুগণ! যিনি শম্বরের শতসংখ্যক প্রাচীন দুর্গসমূহকে যেন বজ্র সহযোগে ভগ্ন করেছেন এবং যিনি শতসংখ্যক, সহস্র সংখ্যক বর্চির (সৈন্যকে) দূরে বিতাড়ন করেছিলেন তাঁর জন্য সোম আহরণ কর ।।৬।।

অধ্বর্যবো যঃ শতমা সহস্রং ভূম্যা উপস্থেঽবপজ্জঘন্বান্।
কুৎসস্যায়োরতিথিগ্বস্য বীরান্ ন্যাবৃণগ্ ভরতা সোমমস্মৈ॥৭।।

অধ্বর্যুগণ। যিনি শত, সহস্রসংখ্যককে আঘাত করে পৃথিবীর ক্রোড়ে এইখানে অধো পতিত করেছেন, যিনি কুত্সের আয়ুর এবং অতিথিগ্বের বীরগণকে পরাজিত করেছেন তাঁর প্রতি সোম আহরণ কর ।।৭।।

অধ্বর্যবো যন্নরঃ কাময়াধ্বে শ্রুষ্টী বহন্তো নশথা তদিন্দ্রে।
গভস্তিপূতং ভরত শ্রুতায়েন্দ্রায় সোমং যজ্যবো জুহোত॥৮।।

অধ্বর্যুগণ! তোমাদের যা কাম্য বিষয়, হে মানব সকল, ইন্দ্রের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ (হব্যাদি) বহন করে তোমরা সে সবই লাভ করবে। সেই যশস্বীর নিকট তোমাদের হস্ত দ্বারা শোধিত (হব্য) আনয়ন কর। ইন্দ্রকে সোম আহুতি দাও ওহে যজ্ঞ কার্যে ইচ্ছুক (ঋত্বিগগণ) ।।৮।।

অধ্বর্যবঃ কর্তনা শ্রুষ্টিমস্মৈ বনে নিপূতং বন উন্নয়ধ্বম্।
জুষাণো হস্ত্যমভি বাবশে ব ইন্দ্রায় সোমং মদিরং জুহোত॥৯।।

অধ্বর্যুগণ। তাঁর প্রতি আনুগত্যসহ কর্ম কর। নিম্নস্থানে কাষ্ঠ (পাত্রে) শোধিত (সোমকে) ঊর্ধ্বে উন্নীত কর; পরিতৃপ্ত হয়ে, তিনি তোমাদের হস্তনির্মিত (সোমরস)-কে কামনা করে শব্দায়মান। ইন্দ্রের প্রতি এই মদকর সোম আহুতি দাও ।।৯।।

অধ্বর্যবঃ পয়সোধর্যথা গোঃ সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিন্দ্রম্।
বেদাহমস্য নিভৃতং ম এতদ্ দিৎসন্তং ভূয়ো যজতশ্চিকেত॥১০।।

অধ্বর্যুগণ! যেমন করে গাভীর স্তনপয়ঃকে ধারণ করে তেমনভাবে ফলদানকারী ইন্দ্রকে সোমরসে পরিপূর্ণ কর। আমি তাঁকে জানি। আমি নিশ্চিতভাবে এই তথ্য জ্ঞাত আছি; যজনীয় যিনি তিনি প্রভূত দানে ইচ্ছুক ব্যক্তির কথা জ্ঞাত থাকেন ।।১০।।

অধ্বর্যবো যো দিব্যস্য বস্বো যঃ পার্থিবস্য ক্ষম্যস্য রাজা।
তমূর্দরং ন পৃণতা যবেনেন্দ্রং সোমেভিস্তদপো বো অস্তু ॥১১।।

অধ্বর্যুগণ। যিনি স্বর্গীয় ধনের অধিপতি, যিনি মর্তের পার্থিব ধনের প্রভু সেই ইন্দ্রকে সোমরস দ্বারা পরিপূর্ণ কর, যেমন করে শস্যাগারকে যবের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। সেই যেন তোমাদের কর্ম হয় ।।১১।।

Scanned with CamScanner

অস্মভ্যং তদ্ বসো দানায় রাধঃ সমর্থয়স্ব বহু তে বসব্যম্।
ইন্দ্র যচ্চিত্রং শ্রবস্যা অনু দ্যূন্ বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥১২॥

হে ধনপতি! আমাদের সেই সম্পদ দান করার জন্য সিদ্ধান্ত স্থির কর। তোমার সম্পদ অপর্যাপ্ত। হে ইন্দ্র! সেই উজ্জ্বল (সম্পদ) যার সাহায্যে তুমি প্রতিদিন খ্যাতি অর্জন করতে চাও— যেন আমরা যজ্ঞকালে শোভন বীরগণের সাহচর্যে মহানভাবে সোচ্চারে বলতে পারি ।।১২।।

(সূক্ত-১৫)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১০।

প্র ঘা ন্বস্য মহতো মহানি সত্যা সত্যস্য করণানি বোচম্।
ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্যাস্য মদে অহিমিন্দ্রো জঘান।।১।।

এখন আমি সেই মহান সত্যস্বরূপের মহিমাময় এবং যথার্থ কর্মসকল বিবৃত করব। তিনি অভিষুত সোম ত্রিকদ্রুকর সকলের (মরুৎ? অথবা ত্রিকদ্রুক যাগ?) মধ্যে পান করেছিলেন, অনন্তর তার উন্মাদনায় ইন্দ্র সর্পকে হনন করেছিলেন ।।১।।

টীকা— ত্রিকদ্রুক যাগ—২/১১/১৭ দ্রঃ।

অবংশে দ্যামস্তভায়দ্ বৃহন্তমা রোদসী অপৃণদন্তরিক্ষম্।
স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥২।।

(অন্তরিক্ষলোকে) আলম্বনহীন উত্তুঙ্গ স্বর্গকে তিনি স্থিরভাবে ধারণ করেছিলেন। দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে তিনি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীকে (দৃঢ়) ধারণ করে বিস্তারিত করেছিলেন। সোমের উন্মাদনাবশত ইন্দ্র এই সকল (কার্য) করেছিলেন ।।২।।

সদ্মেব প্রাচো বি মিমায় মানৈর্বজ্রেণ খান্যতৃণন্নদীনাম্।
বৃথাসৃজৎ পথিভির্দীর্ঘযাথৈঃ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥৩।।

যেন (যজ্ঞীয়) বেদীর ন্যায় তিনি তাঁর মান(দণ্ড) দ্বারা পূর্বমুখে (নদীগুলিকে) বিশেষভাবে পরিমাপ করেছিলেন। তাঁর বজ্র দ্বারা তিনি নদীখাত খনন করে দিয়েছিলেন এবং তাদের দূরগামী পথের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত করেছিলেন। সোমের উন্মাদনাবশত ইন্দ্র এই সকল কার্য করেছিলেন ।।৩।।

স প্রবোল্হন্ পরিগত্যা দভীতের্বিশ্বমধাগায়ুধমিদ্ধে অগ্নৌ।
সং গোভিরশ্বৈরসৃজদ্ রথেভিঃ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥৪।।

যারা দভীতি (নামে ঋষিকে) বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের পরিবেষ্টন করে, তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে তাদের সকল অস্ত্র দগ্ধ করেছিলেন, তিনি তাঁকে (দভীতিকে) গো-অশ্ব এবং রথের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন। সোমের উন্মাদনাবশত ইন্দ্র এই সকল কার্য করেছিলেন ।।৪।।

স ঈং মহীং ধুনিমেতোররম্নাৎ সো অস্নাতৃনপারয়ৎ স্বস্তি।
ত উৎস্নায় রয়িমভি প্র তস্থুঃ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥৫।।

তিনি প্রবল, বিপুল (জলধারাকে) গমন হতে বিরত করে, যাঁরা তরণে অসমর্থ তাঁদের নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়েছিলেন। (নদী) উত্তরণের পরে তাঁরা সম্পদের অভিমুখে গমন করেছিলেন। সোমজনিত উন্মাদনার বশে ইন্দ্র এই সকল কার্য করেছেন ।।৫।।

সোদঞ্চং সিন্ধুমরিণান্মহিত্বা বজ্রেণান উষসঃ সং পিপেষ।
অজবসো জবিনীভির্বিবৃশ্চন্ ৎসোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥৬।।

তিনি স্বমহিমার বশে সিন্ধুনদকে উত্তরমুখে প্রবাহিত করিয়েছিলেন এবং তাঁর বজ্রের সাহায্যে উষার শকটকে বিচূর্ণ করেছিলেন, যখন তাঁর (উষার) ধীরগামী (অশ্বগুলি)কে তাঁর (ইন্দ্রের) ক্ষিপ্র (অশ্বসকল) ছিন্নভিন্ন করেছিল। সোমজনিত উন্মাদনার বশে ইন্দ্র এই সকল কার্য করেছেন ।।৬।।

স বিদ্বাঁ অপগোহং কনীনামাবির্ভবন্নুদতিষ্ঠৎ পরাবৃক্।
প্রতি শ্রোণঃ স্থাদ্ ব্যনগচষ্ট সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥৭।।

কন্যাগণের সংগোপন স্থান অবগত হয়ে সেই পরিত্যক্ত (পরাবৃক্ নামে ঋষি?) সকলের গোচরে এসে উত্থিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন। খঞ্জ হলেও তিনি দৃঢ় দণ্ডায়মান ছিলেন, অন্ধও দূর পর্যন্ত দর্শন করেছিলেন। সোমজনিত উন্মাদনার বশে ইন্দ্র এই সকল কার্য করেছেন ।।৭।।

Scanned with CamScanner

ভিনদ্ বলমঙ্গিরোভির্গৃণানো বি পর্বতস্য দৃংহিতান্যৈরৎ।
রিণগ্রোধাংসি কৃত্রিমাণ্যেষাং সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥৮॥

অঙ্গিরসগণের দ্বারা স্তুত হয়ে তিনি বল (অসুরকে) বধ করেছিলেন (গুহাকে বিদীর্ণ করেছিলেন)। তিনি পর্বতের দৃঢ় দুর্গসকল বিধ্বস্ত করেছিলেন। এবং তাদের কৃত বাধাসকল বিদূরিত করেছিলেন। সোম জনিত উন্মাদনার বশে ইন্দ্র এই সকল কার্য করেছেন ।।৮।।

স্বপ্নেনাভ্যুপ্যা চুমুরিং ধুনিং চ জঘন্থ দস্যুং প্র দভীতিমাবঃ।
রম্ভী চিদত্র[১] বিবিদে হিরণ্যং সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥৯॥

চুমুরি ও ধুনিকে নিদ্রাভিভূত করে, তুমি দস্যু দমন করেছিলে ও দভীতিকে সহায়তা করেছিলে। সেই দণ্ডধরও (দ্বারপাল—সায়ণ) সুবর্ণের সন্ধান পেয়েছিল। সোমজাত উন্মাদনার বশে ইন্দ্র এই সকল কার্য করেছেন ।।৯।।

১. রম্ভী চিদত্র—দ্বারপাল চুমুরি ও ধুনি দুই অসুরের স্বর্ণ লাভ করেছিল—সায়ণ।

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥১০॥

এখন হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী গাভী যেন দক্ষিণারূপে স্তুতিকারীর প্রতি দুগ্ধ দান করে। তোমার স্তোতৃবৃন্দকে দান কর; আমরা ব্যতীত অপরজন যেন সৌভাগ্য না লাভ করে। যেন আমরা যজ্ঞকালে সোচ্চারে, শোভন বীরগণের সঙ্গে মহানভাবে বলতে পারি ।।১০।।

(সূক্ত-১৬)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

প্র বঃ সতাং জ্যেষ্ঠতমায় সুষ্টুতিমগ্নাবিব সমিধানে হবির্ভরে ।
ইন্দ্রমজুর্যং জরয়ন্তমুক্ষিতং সনাদ্ যুবানমবসে হবামহে॥১॥

যিনি মহৎ গণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য তাঁর প্রতি তোমার (যজমানের) শোভন স্তুতিকে আমি আনয়ন করছি প্রদীপ্ত অগ্নিতে (প্রদত্ত) হবিঃর ন্যায়। আমরা সাহায্যের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করি যিনি স্বয়ং জরারহিত কিন্তু অপরকে জীর্ণ করেন, যিনি বিবর্ধিত হয়েছেন, যিনি পুরাতন অথচ চির নবীন ।।১।।

যস্মাদিন্দ্রাদ্ বৃহতঃ কিং চনেমৃতে বিশ্বান্যস্মিন্ৎসংভৃতাধি বীর্যা ।
জঠরে সোমং তন্বী সহো মহো হস্তে বজ্রং ভরতি শীর্ষণি ক্রতুম্॥২॥

যে মহৎ ইন্দ্র ব্যতীত এই কোন কিছুর (অস্তিত্ব নেই) তাঁর মধ্যে সকল শৌর্য একত্রিত হয়েছে। তিনি তাঁর উদরে সোমরস ধারণ করেন, শরীরে প্রবল শক্তি, হস্তে বজ্র, এবং মস্তকে জ্ঞান ।।২।।

ন ক্ষোণীভ্যাং পরিভ্বে ত ইন্দ্রিয়ং ন সমুদ্রৈঃ পর্বতৈরিন্দ্র তে রথঃ।
ন তে বজ্রমন্বশ্নোতি কশ্চন যদাশুভিঃ পতসি যোজনা পুরু॥৩॥

উভয় লোক (দ্যৌ ও পৃথিবী) দ্বারাও তোমার, ইন্দ্রের নিজ শক্তি অতিক্রম যোগ্য নয়; ইন্দ্র তোমার রথকেও সমুদ্র সকল বা পর্বত সকল (অতিক্রম করতে পারে না); কেউই তোমার বজ্রের সমতুল্য নয়, যখন তুমি দ্রুত-গতি (অশ্ব) সহযোগে বহু যোজন গমন কর ।।৩।।

বিশ্বে হ্যস্মৈ যজতায় ধৃষ্ণবে ক্রতুং ভরন্তি বৃষভায় সশ্চতে।
বৃষা যজস্ব হবিষা বিদুষ্টরঃ পিবেন্দ্র সোমং বৃষভেণ ভানুনা॥৪॥

যেহেতু সকলে সেই যজনীয়, সেই দুধর্ষ (যোদ্ধার), কামনাপূরয়িতার (ইন্দ্রের) উদ্দেশে তাঁদের কর্ম বহন করে আনেন, চিরানুগত্যের সঙ্গে, (সেই জন্য) বলবান ও অধিকতর জ্ঞানবান (যজমান তুমি,) হবিঃ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন কর। হে ইন্দ্র! তুমি প্রদীপ্ত এবং ফলদাতা (অগ্নির) সঙ্গে সোমরস পান কর ।।৪।।

বৃষ্ণঃ কোশঃ পবতে মধ্ব ঊর্মির্বৃষভান্নায় বৃষভায় পাতবে ।
বৃষণাধ্বর্যূ বৃষভাসো অদ্রয়ো বৃষণং সোমং বৃষভায় সুষ্বতি॥৫॥

শক্তিমান (সোমের) আধার, মধুর তরঙ্গ প্রবাহিত হয় শক্তিমান (ইন্দ্রের) উদ্দেশে যিনি বলবর্ধক-অন্ন (গ্রহণ করেন) তাঁর পান করার জন্য। অধ্বর্যুদ্বয় ফলদানসমর্থ এবং (সবনের) প্রস্তরদ্বয় সেচনসমর্থ। তারা শক্তিমান (তীব্র) সোমরসকে ফলদাতা ইন্দ্রের জন্য নিষ্পেষণ করে ।।৫।।

বৃষা তে বজ্র উত তে বৃষা রথো বৃষণা হরী বৃষভাণ্যায়ুধা।
বৃষ্ণো মদস্য বৃষভ ত্বমীশিষ ইন্দ্র সোমস্য বৃষভস্য তৃপ্ণুহি॥৬॥

Scanned with CamScanner

তোমার বজ্র শক্তিমান এবং তোমার রথ শক্তিমান। তোমার দুই পিঙ্গল অশ্ব শক্তিমান, শক্তিমান তোমার অস্ত্রসকল। হে কামনাপূর্ণকারিন্ (ইন্দ্র)! সেই আহ্লাদক পানীয়ের তুমিই প্রভু। হে ইন্দ্র! তীব্র মাদক সোমের দ্বারা নিজেকে তৃপ্ত কর ।।৬।।

টীকা— বৃষভ—কামনাপূরক অথবা বলবান শব্দটি বৈদিক সাহিত্যে বারবার প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'বৃষা' বার বার বলে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্র তে নাবং ন সমনে বচস্যুবং ব্রহ্মণা যামি সবনেষু দাধৃষিঃ।
কুবিন্নো অস্য বচসো নিবোধিষদিন্দ্রমুৎসং ন বসুনঃ সিচামহে॥৭।।

যজ্ঞস্থলে তোমার উদ্দেশে (আমি আমার) অলংকৃত (স্তোত্র) (প্রেরণ করি) নৌকার মতো এবং স্তোত্রের সাহায্যে এই সকল সোমসবনের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করি। তিনি অবশ্যই আমাদের এই বাক্যাবলী বিষয়ে অবহিত হবেন। আমরা সম্পদের উৎপত্তিস্থলের ন্যায় ইন্দ্রকে (সোমরসে) সিক্ত করব অথবা সম্পদের উৎসরূপে গ্রহণ করব ।।৭।।

পুরা সংবাধাদভ্যা ববৃৎস্ব নো ধেনুর্ন বৎসং যবসস্য পিপ্যুষী।
সকৃৎসু তে সুমতিভিঃ শতক্রতো সং পত্নীভির্ন বৃষণো নসীমহি॥৮।।

বিপর্যয়ের পূর্বেই এইস্থানে আমাদের প্রতি বিবর্তন কর। যেমন করে বিচরণভূমি হতে পান করাবার ইচ্ছায় গাভী তার বৎসের প্রতি আসে। ক্ষণমধ্যেই আমরা তোমার শোভন অনুগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হবো, হে শতকর্মের অনুষ্ঠাতা, যেমন করে বলবান (স্বামীরা) তাদের পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হয় ।।৮।।

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥৯।।

এখন হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী গাভী যেন দক্ষিণারূপে স্তুতিকারীর প্রতি দুগ্ধ দান করে। তোমার স্তোতৃবৃন্দকে দান কর; আমরা ব্যতীত অপরজন যেন সৌভাগ্য না লাভ করে। যেন আমরা যজ্ঞকালে সোচ্চারে, শোভন বীরগণের সঙ্গে মহানভাবে বলতে পারি ।।৯।।

(সূক্ত-১৭)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

তদস্মৈ নব্যমঙ্গিরস্বদর্চত শুষ্মা যদস্য প্রত্নথোদীরতে।
বিশ্বা যদ্ গোত্রা সহসা পরীবৃতা মদে সোমস্য দৃংহিতান্যৈরয়ৎ॥১।।

অঙ্গিরসগণের ন্যায় এই নূতন (স্তুতি) তাঁর প্রতি উচ্চারণ কর যেন অতীত দিনের ন্যায় তাঁর তেজঃ সমূহ উদ্‌গত হয়, যখন সোমের উত্তেজনাবশত তিনি দৃঢ়বদ্ধ এবং সর্বত আবৃত গোষ্ঠ সকলকে তাঁর বলের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন ।।১।।

স ভূতু যো হ প্রথমায় ধায়স ওজো মিমানো মহিমানমাতিরৎ।
শূরো যো যুৎসু তন্বং পরিব্যত শীর্ষণি দ্যাং মহিনা প্রত্যমুঞ্চত॥২।।

তিনি যেন সেই দেবতা হয়ে থাকেন যিনি প্রথম (সোমরস) পান করার জন্য (নিজের) তেজকে পরিমাপ করে স্বমহিমাকে বর্ধিত করেছিলেন; সেই বীর যিনি যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে নিজের শরীরকে (বর্ম) আবৃত করেছিলেন এবং নিজের ঐশ্বর্যবশে দ্যুলোককে শিরোভূষণ করেছিলেন ।।২।।

অধাকৃণোঃ প্রথমং বীর্যং মহদ্ যদস্যাগ্রে ব্রহ্মণা শুষ্মমৈরয়ঃ।
রথেষ্ঠেন হর্যশ্বেন বিচ্যুতাঃ প্র জীরয়ঃ সিস্রতে সধ্র্যক্ পৃথক্॥৩।।

অতঃপর তুমি তোমার প্রথম বীরোচিত মহৎ কর্ম করেছিলে যখন প্রারম্ভেই স্তোত্রের মাধ্যমে তোমার তেজকে সমৃদ্ধতর করেছিলে, পিঙ্গল-অশ্বদ্বয় বাহিত রথারূঢ় তোমার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়ে দ্রুতগামী (জলরাশি) বিচিত্র পথে একই লক্ষ্যে প্রবাহিত হয়েছিল ।।৩।।

অধা যো বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনেশানকৃৎ প্রবয়া অভ্যবর্ধত।
আদ্ রোদসী জ্যোতিষা বহ্নিরাতনোৎ সীব্যন্ তমাংসি দুধিতা সমব্যয়ৎ॥৪।।

অতঃপর তিনি তাঁর শক্তি দ্বারা সমগ্র জগতের উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নিজের প্রাণ-প্রাচুর্যের বশে তাদের অপেক্ষা সমৃদ্ধিলাভ করেন। অনন্তর (জগতের) বহনকর্তা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীকে আলোকের দ্বারা প্লাবিত করেন এবং অন্ধকারের অবিন্যস্ত ছায়াগুলিকে (যেন) সীবন করে একত্রিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন ।।৪।।

Scanned with CamScanner

স প্রাচীনান্ পর্বতান্ দৃংহদোজসা হধরাচীনমকৃণোদপামপঃ।
অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায়সমস্তভ্নান্মায়য়া দ্যামবস্রসঃ॥৫॥

তিনি সবলে সম্মুখে অবনমনরত পর্বতগুলিকে স্থির করেছিলেন এবং তিনি জলরাশির প্রবাহকে নিম্নমুখে অবনমিত করেছিলেন। তিনি সকলের পোষণদায়িনী পৃথিবীকে দৃঢ় ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর ইন্দ্রজালের অদ্ভুত নৈপুণ্যের দ্বারা স্বর্গকে পতন হতে রক্ষার জন্য অবলম্বনস্বরূপ হয়েছিলেন ।।৫।।

সাস্মা অরং বাহুভ্যাং যং পিতাকৃণোদ্ বিশ্বস্মাদা জনুষো বেদসস্পরি।
যেনা পৃথিব্যাং নি ক্রিবিং[১] শয়ধ্যৈ বজ্রেণ হত্ব্যবৃণক্ তুবিষ্বণিঃ॥৬॥

তাঁর দুই বাহুর পক্ষে তা ধারণযোগ্য ছিল যা তাঁর পিতা সর্বপ্রকার সম্পদ হতে (জ্ঞান হতে) নির্মাণ করেছিলেন; সেই বজ্র, যার দ্বারা তিনি প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে আঘাত করেছিলেন এবং নিহত অবস্থায় ক্রিবিকে ভূশায়িত করেছিলেন ।।৬।।

১. ক্রিবি— অসুরবিঃ — সায়ণ।

অমাজূরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদা মদসস্ত্বামিয়ে ভগম্।
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভর দদ্ধি ভাগং তন্বো যেন মামহঃ॥৭॥

পিতৃগৃহে বয়স্কা কুমারী কন্যার ন্যায় আমাদের সর্বসাধারণের (যজ্ঞ)গৃহ হতে আমি তোমার প্রতি (আমাদের) সৌভাগ্যের জন্য প্রার্থনা জানাই। প্রকৃষ্ট জ্ঞান দাও। আমাদের যথা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন দাও। অথবা যার দ্বারা তুমি সকলকে আনন্দিত কর। আমাকে সেই (ধনের) অংশ দাও যার দ্বারা তোমার দানশীলতা উপলব্ধ হয় ।।৭।।

ভোজং ত্বামিন্দ্র বয়ং হুবেম দদিষ্টমিন্দ্রাপাংসি বাজান্।
অবিড্ঢীন্দ্র চিত্রয়া ন উতী কৃধি বৃষন্নিন্দ্র বস্যসো নঃ॥৮॥

হে ইন্দ্র! আমরা পালনকর্তা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি, কর্মসমূহের এবং শক্তিরও বদান্য দাতা। তোমার নানাপ্রকার রক্ষণ দ্বারা তুমি আমাদের সহায়তা কর, ইন্দ্র। হে কামনাপূর্ণকারিন! তুমি আমাদের অধিকতর ধন দাও ।।৮।।

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥৯॥

এখন হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী গাভী যেন দক্ষিণারূপে স্তুতিকারীর প্রতি দুগ্ধ দান করে। তোমার স্তোতৃবৃন্দকে দান কর; আমরা ব্যতীত অপরজন যেন সৌভাগ্য না লাভ করে। যেন আমরা যজ্ঞকালে সোচ্চারে, শোভন বীরগণের সঙ্গে মহানভাবে বলতে পারি ।।৯।।

(সূক্ত-১৮)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

প্রাতা রথো নবো যোজি সস্নিশ্চতুর্যুগস্ত্রিকশঃ সপ্তরশ্মিঃ।
দশারিত্রো মনুষ্যঃ স্বর্ষাঃ স ইষ্টিভির্মতিভী রংহ্যো ভূৎ॥১॥

প্রত্যুষকালে একটি নূতন সমৃদ্ধ পবিত্র রথ সংযোজিত হয়েছে। ইহার চারটি যোজক, তিনটি কশা, এবং সাতটি নিয়ামক রজ্জু। দশটি হাল সমন্বিত, স্বর্গ আলোকজয়ী (সেই রথ) মানুষের হিতকারী, আমাদের ইচ্ছা এবং চিন্তা দ্বারা সেটি দ্রুতগামী হয়ে থাকে ।।১।।

টীকা—রথ—যজ্ঞ। চারটি যোজক—সোমরসপেষণের চারটি প্রস্তর। তিনটি কশা—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎস্বর, সাতটি ছন্দ।

সাস্মা অরং প্রথমং স দ্বিতীয়মুতো তৃতীয়ং মনুষঃ স হোতা।
অন্যস্যা গর্ভমন্য উ জনন্ত সো অন্যেভিঃ সচতে জেন্যো বৃষা॥২॥

ইহার জন্য তিনি প্রথম (সময়ে) যথাযোগ্য, তিনি দ্বিতীয়ে, এবং তৃতীয়ের কালেও সেই মনুষ্যগণের হোতা। অপরাপর (ঋত্বিকগণ) (তাঁকে, অগ্নিকে) উৎপাদন করেন যিনি অপরের (অরণির) গর্ভস্থিত; এবং সেই জয়শীল বলবান অথবা কামনাপূরণকারী অপরের সঙ্গে বিচরণ করেন।।২।।

টীকা—সায়ণ মনে করেন, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বলে তিনটি সবনকালকে বোঝানো হচ্ছে। হোতা অর্থাৎ অগ্নি। শ্লোকের দ্বিতীয়াংশে কী ইঙ্গিত করা হয়েছে তা দুর্বোধ্য।

Scanned with CamScanner

হরী নু কং রথ ইন্দ্রস্য যোজমায়ৈ সূক্তেন বচসা নবেন।
মো ষু ত্বামত্র ৰহবো হি বিপ্রা নি রীরমন্ যজমানাসো অন্যে॥৩॥

ইদানীং আমি ইন্দ্রের রথে হরী নামে অশ্বদ্বয়কে যোজনা করব একটি নূতন এবং সুভাষিত স্তুতির মাধ্যমে, যেন তিনি এখানে আগমন করেন। অপর যজমানগণ, যেন তোমাকে এবিষয়ে নিরস্ত না করেন কারণ, ক্রান্তদর্শী (অনুপ্রাণিত কবি) অনেকেই আছেন ।।৩।।

আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহ্যা চতুর্ভিরা ষড়্ভির্হূয়মানঃ।
আষ্টাভির্দশভিঃ সোমপেয়ময়ং সুতঃ সুমখ মা মৃধস্কঃ॥৪॥

হে ইন্দ্র! (হোতৃগণ দ্বারা) সম্যক আহূত তুমি তোমার দুই হরী (পিঙ্গল অশ্ব) কর্তৃক এই স্থান অভিমুখে আগমন কর। তোমার চতুঃসংখ্যক এবং ষট্ সংখ্যক (অশ্ব) কর্তৃক, তোমার অষ্ট বা দশ সংখ্যক (অশ্ব দ্বারা); সোমপানের অভিমুখে (আগমন কর)। হে শোভন ধনাধিপতি, এই (তোমার জন্য) অভিষুত (সোম)। অবহেলা কোর না ।।৪।।

আ বিংশত্যা ত্রিংশতা যাহ্যর্বাঙা চত্বারিংশতা হরিভির্যুজানঃ।
আ পঞ্চাশতা সুরথেভিরিন্দ্রা ২২ ষষ্ট্যা সপ্তত্যা সোমপেয়ম্॥৫॥

হে ইন্দ্র! তুমি এই (যজ্ঞ) অভিমুখে আগমন কর, বিংশতি, ত্রিংশৎ সহযোগে অথবা চত্বারিংশৎ কপিশ অশ্ব সহযোগে তোমার রথকে যুক্ত করে; তুমি পঞ্চাশৎ সুশিক্ষিত (অশ্ব দ্বারা) ষষ্টি, সপ্ততি দ্বারা বাহিত রথে সোম-পানের অভিমুখে আগমন কর ।।৫।।

আশীত্যা নবত্যা যাহ্যর্বাঙা শতেন হরিভিরুহ্যমানঃ।
অয়ং হি তে শুনহোত্রেষু সোম ইন্দ্র ত্বায়া পরিষিক্তো মদায়॥৬॥

হে ইন্দ্র! তুমি এই যজ্ঞ অভিমুখে আগমন কর, তোমার অশীতি এবং নবতি শতসংখ্যক হরি অশ্ব কর্তৃক বাহিত হয়। কারণ, শুনহোত্রগণের নিকট (রক্ষিত) এই তোমার (জন্য) সোম যা সর্বত্র তোমার উন্মাদনার জন্য সিঞ্চিত হয়েছে ।।৬।।

টীকা—সায়ণ বলেছেন 'শুন হোত্র' শব্দের অর্থ সোমরসের পাত্র।

মম ব্রহ্মেন্দ্র যাহ্যচ্ছা বিশ্বা হরী ধুরি ধিষ্বা রথস্য।
পুরুত্রা হি বিহব্যো ৰভূথাস্মিঞ্ছুর সবনে মাদয়স্ব॥৭॥

ইন্দ্র আমার ব্রহ্ম (স্তোত্রের) অভিমুখে আগমন কর। তোমার সকল হরী-যুগলকে রথের অগ্রভাগে সংযোজন কর। কারণ, বহু যজমান দ্বারা তুমি আহ্বানের যোগ্য। এই সোমরস অভিষবনে হে বীর, তুমি হর্ষ লাভ কর ।।৭।।

ন ম ইন্দ্রেণ সখ্যং বি যোষদস্মভ্যমস্য দক্ষিণা দুহীত।
উপ জ্যেষ্ঠে বরূথে গভস্তৌ প্রায়েপ্রায়ে জিগীবাংসঃ স্যাম ।।৮।।

ইন্দ্রের সঙ্গে আমার মৈত্রী কখনোই বিযুক্ত হবে না। তাঁর সদয় দান আমাদের প্রতি বর্ধিত হবে। অতএব যেন আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ সুরক্ষার দ্বারা তাঁরই হস্তে (নিরাপদ অবস্থান করে) প্রত্যেক উদ্যোগে সাফল্য লাভ করতে পারি ।।৮।।

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥৯॥

এখন হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী গাভী যেন দক্ষিণারূপে স্তুতিকারীর প্রতি দুগ্ধ দান করে। তোমার স্তোতৃবৃন্দকে দান কর; আমরা ব্যতীত অপরজন যেন সৌভাগ্য না লাভ করে। যেন আমরা যজ্ঞকালে সোচ্চারে, শোভন বীরগণের সঙ্গে মহানভাবে বলতে পারি ।।৯।।

(সূক্ত-১৯)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

অপায্যস্যান্ধসো মদায় মনীষিণঃ সুবানস্য প্রয়সঃ।
যস্মিন্নিন্দ্রঃ প্রদিবি বাবৃধান ওকো দধে ব্রহ্মণ্যন্তশ্চ নরঃ॥১॥

সোমাভিষবর্নকারী ধীমান (যজমান)গণের তৃপ্তিকর এই সোমরস উল্লাসের জন্য পান করা হয়েছে। যার দ্বারা ইন্দ্র, অতীতদিনে বল লাভ করে আনন্দ পেয়েছেন। যেমন স্তুতিকার মানবগণও পেয়েছেন ।।১।।

টীকা— ওকো দধে—ইন্দ্র নিবাস করেছেন।—সায়ণভাষ্য।

অস্য মন্দানো মধ্বো বজ্রহস্তোঽহিমিন্দ্রো অর্ণোবৃতং বি বৃশ্চৎ।
প্র যদ্ বয়ো ন স্বসরাণ্যচ্ছা প্রয়াংসি চ নদীনাং চক্রমন্ত ।।২।।

Scanned with CamScanner

এই মধু হতে মত্ততা অর্জন করে, হস্তে বজ্র ধারণ করে। ইন্দ্র অহিকে, জলরাশিরোধকারীকে, বিশেষভাবে ছিন্নভিন্ন করেন; যার ফলে নদী সকলের আনন্দকর প্রবাহসমূহ দ্রুত (লক্ষ্যের) অভিমুখে ধাবিত হয়, যেন নীড় অভিমুখে পাখীর দল ।।২।।

স মাহিন ইন্দ্রো অর্ণো অপাং প্রৈরয়দহিহাচ্ছা সমুদ্রম্।
অজনয়ৎ সূর্যং বিদদ্ গা অক্তুনাহ্নাং বয়ুনানি সাধৎ॥৩।।

এই মহাশক্তিধর ইন্দ্র, অহিহন্তা, সমুদ্রের অভিমুখে জলরাশির উচ্ছ্বাসকে প্রেরণ করেছেন। তিনি সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন এবং গাভীকুলকে সন্ধান করেছেন। তিনি দিবসসকলের (কর্ম) রাত্রির সহযোগে নির্বাণ করেন। (অথবা—সায়ন—দিবসের প্রজ্ঞান আলোক দ্বারা প্রকাশ করেন)।।৩।।

টীকা— অক্তুনা......ইত্যাদি griffith ব্যাখ্যা করেছেন সম্ভবত বিশ্রামের জন্য রাত্রিকে নির্দেশিত করে মানুষকে দিবাভাগে কর্মক্ষম করে তোলেন।

সো অপ্রতীনি মনবে পুরূণীন্দ্রো দাশদ্ দাশুষে হন্তি বৃত্রম্।
সদ্যো যো নৃভ্যো অতসায্যো ভূৎ পস্পৃধানেভ্যঃ সূর্যস্য সাতৌ॥৪।।

সেই ইন্দ্র (হবিঃ) দাতা মানবকে বহুবিধ অপ্রতিম সম্পদ দান করেন; (তিনি) বৃত্রকে বধ করেন। তিনি যিনি অবিলম্বে সূর্যকে প্রাপ্তির জন্য পরস্পর প্রতিস্পর্ধী মানবগণের দ্বারা দৃঢ়ভাবে অবলম্বনের যোগ্য হয়েছিলেন।।৪।।

স সুন্বত ইন্দ্রঃ সূর্যমা দেবো রিণঙ্মর্ত্যায় স্তবান্।
আ যদ্ রয়িং গুহদবদ্যমস্মৈ ভরদংশং নৈতশো দশস্যন্॥৫।।

স্তুতি প্রাপ্ত হতে হতে সেই দেব ইন্দ্র সোমাভিষবকারী মানবের প্রতি সূর্যকে দান করেছিলেন। কারণ, এতশ (ঋষি বিঃ) পরিচর্যা করতে করতে তাঁর উদ্দেশে অনিন্দনীয় সম্পদ বহন করে এনেছিলেন যেন তাঁরই অংশ ।।৫।।

টীকা— সায়ণ বলেছেন, এতশঃ— সৌবশ্ব্য রাজা। ১.৬১.১৫ এবং ১.১২১.১৩ শ্লোকেও ইন্দ্র কর্তৃক এতশের প্রতি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

স রন্ধয়ৎ সদিবঃ সারথয়ে শুষ্ণমশুষং কুযবং কুৎসায়।
দিবোদাসায় নবতিং চ নবেন্দ্রঃ পুরো ব্যৈরচ্ছম্বরস্য॥৬।।

সম্যক দীপ্তিমান ইন্দ্র সর্বভুক, শস্যগ্রাসী শুষ্মকে তাঁর সারথি কুৎসের জন্য দমন করেছিলেন এবং দিবোদাসের জন্য শম্বরের নবনবতি দুর্গকে বিনাশ করেছিলেন ।।৬।।

টীকা— সদিবঃ— Jamison অনুবাদ করেছেন একই দিবসে।

এবা ত ইন্দ্রোচথমহেম শ্রবস্যা ন ত্মনা বাজয়ন্তঃ।
অশ্যাম তৎ সাপ্তমাশুষাণা ননমো বধরদেবস্য পীয়োঃ॥৭।।

অতএব আমাদের স্তুতি আমরা তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করেছি, হে ইন্দ্র, তোমাকে বলবান করার জন্য এবং সাগ্রহে নিজেদের যশঃ কামনা করে। যেন আমরা সাগ্রহ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সখ্য অর্জন করতে পারি; যেন তুমি দেবহীন ঘাতকের অস্ত্রসকল অবনত করে দিতে পার ।।৭।।

এবা তে গৃৎসমদাঃ শূর মন্মাবস্যবো ন বয়ুনানি তক্ষুঃ।
ব্রহ্মণ্যন্ত ইন্দ্র তে নবীয় ইষমূর্জং সুক্ষিতিং সুম্নমশ্যুঃ॥৮।।

অতএব গৃৎসমদবংশীয়গণ হে বীর, সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের মনীষাকে এবং নিয়মবিধি সকল তোমার জন্য নির্মাণ করেছেন। স্তোত্র রচনা করতে করতে, হে ইন্দ্র, তাঁরা নূতনতর অন্ন ও বল, শোভন বাসস্থান এবং তোমার অনুগ্রহ লাভ করবেন ।।৮।।

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্ভগো নো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥৯।।

এখন হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী গাভী যেন দক্ষিণারূপে স্তুতিকারীর প্রতি দুগ্ধ দান করে। তোমার স্তোতৃবৃন্দকে দান কর; আমরা ব্যতীত অপরজন যেন সৌভাগ্য না লাভ করে। যেন আমরা যজ্ঞকালে সোচ্চারে, শোভন বীরগণের সঙ্গে মহানভাবে বলতে পারি ।।৯।।

Scanned with CamScanner

(সূক্ত-২০)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৯।

বয়ং তে বয় ইন্দ্র বিদ্ধি যু ণঃ প্র ভরামহে বাজয়ুর্ন রথম্।
বিপন্যবো দীধ্যতো মনীষা সুম্নমিয়ক্ষন্তস্ত্বাবতো নৄন্॥১॥

আমরা তোমার উদ্দেশে প্রাণশক্তি (অন্ন—হবিঃ) আনয়ন করি। হে ইন্দ্র, আমাদের বিষয়ে অবহিত হও— যেমন করে সম্পদপ্রার্থী ব্যক্তি রথ (আনয়ন করে)। নিপুণ ভাবে স্তুতি রত হয়ে অনুপ্রেরিত ধী দ্বারা আমরা তোমার এবং তোমার তুল্য মানবগণের নিকট হতে আশীঃ প্রার্থনা করি ॥১॥

ত্বং ন ইন্দ্র ত্বাভিরূতী ত্বায়তো অভিষ্টিপাসি জনান্।
ত্বমিনো দাশুষো বরূতেত্থাধীরভি যো নক্ষতি ত্বা ॥২॥

তুমি ইন্দ্র, তোমার রক্ষণের সাহায্যে, আমাদের, তোমার অনুগতজনদের অভিভাবক। তুমি দানকারীর (যজমানের) শক্তিমান রক্ষাকারী, যে (যজমান) যথার্থ আনুগত্যের সঙ্গে তোমার নিকটে উপস্থিত হয় ॥২॥

স নো যুবেন্দ্রো জোহূত্রঃ সখা শিবো নরামস্তু পাতা।
যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী পচন্তং চ স্তুবন্তং চ প্রণেষৎ ॥৩॥

যেন একান্তভাবে আহূত হয়ে সেই নবীন ইন্দ্র আমাদের প্রতি এক কল্যাণকর বন্ধু এবং জনগণের রক্ষক হতে পারেন। সেই তিনি যিনি তাঁর সহায়তার দ্বারা শস্ত্রপাঠকারীকে, (যাগ)কর্মকারীকে, (হবিঃ) রন্ধনকারীকে এবং স্তুতিকারীকে অগ্রে পরিচালিত করেন ॥৩॥

তমু স্তুষ ইন্দ্রং তং গৃণীষে যস্মিন্ পুরা বাবৃধুঃ শাশদুশ্চ॥
স বস্বঃ কামং পীপরদিয়ানো ব্রহ্মণ্যতো নূতনস্যায়োঃ ॥৪॥

আমি তাঁর প্রশস্তি করি—ইন্দ্রের—তাঁর প্রতি স্তব গান করি, যাঁর মাধ্যমে পূর্বকালে (মানুষেরা) সমৃদ্ধ এবং শক্তিমান হয়েছিল। প্রার্থনাবশত তিনি উত্তম সম্পদের কামনাকে সফল করেন, ইদানীং স্তোত্ররচয়িতা মানুষের (যজমানের) (কামনাকে) ॥৪॥

টীকা— আয়ু—বর্তমান যজমান।

সো অঙ্গিরসামুচথা জুজুষ্বান্ ব্রহ্মা তূতোদিন্দ্রো গাতুমিষ্ণন্॥
মুষ্ণন্নুষসঃ সূর্যেণ স্তবানশ্বস্য চিচ্ছিশ্নথৎ পূর্ব্যাণি॥৫॥

অঙ্গিরসগণের (কৃত) স্তোত্রে আনন্দলাভ করে ইন্দ্র তাঁদের ব্রহ্ম (স্তোত্র) সকলকে শক্তিশালী করেছিলেন এবং তাঁদের গমনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন; সূর্যের মাধ্যমে ঊষাকাল সমূহকে অপহরণ করে, স্তুতি লাভ করতে করতে তিনি এমনকি ভক্ষকের ও পুরাতন (আবাস) সকল বিধ্বস্ত করেছিলেন ॥৫॥

টীকা— অশ্ব—ভক্ষক অসুর বিঃ।

স হ শ্রুত ইন্দ্রো নাম দেব উর্ধ্বো ভুবন্মনুষে দস্মতমঃ।
অব প্রিয়মর্শসানস্য সাহ্বাঞ্ছিরো ভরদ্ দাসস্য[১] স্বধাবান্॥৬॥

ইন্দ্র নামে বিখ্যাত সেই দেবতা, সেই শ্রেষ্ঠ অদ্ভুতকর্মা, মানবসকলের জন্য ঋজুভাবে উত্থিত ছিলেন। সেই সমর্থ, স্বকীয় তেজবিশিষ্ট (দেবতা) দুষ্ট দাসের নিজ মস্তক অধঃপাতিত করেছিলেন ॥৬॥

১. দাস—অসুর বিঃ—সায়ণভাষ্য।

স বৃত্রহেন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরংদরো দাসীরৈরয়দ্ বি।
অজনয়ন্ মনবে ক্ষামপশ্চ সত্রা শংসং যজমানস্য তূতোৎ॥৭॥

সেই ইন্দ্র বৃত্রহন্তা, পুর-বিদারক, অন্ধকার (লোক)নিবাসী দাসগোষ্ঠীকে ছত্রভঙ্গ করেছিলেন। মানুষের জন্য তিনি পৃথিবীকে এবং জলরাশিকে সৃজন করেছিলেন। সর্বতোভাবে তিনি যজমানের প্রশস্তিকে সমৃদ্ধ করে থাকেন ॥৭॥

তস্মৈ তবস্য মনু দায়ি সত্রেন্দ্রায় দেবেভিরর্ণসাতৌ[১]।
প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বোর্ধুর্হত্বী দস্যূন্ পুর আয়সীর্নি তারীৎ॥৮॥

দেবগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে সংঘর্ষের প্রবলতার মধ্যে তাঁর প্রতি, ইন্দ্রের প্রতি শক্তির (প্রাধান্য) প্রদত্ত হয়েছে। যখন তাঁরা তাঁর হস্তে বজ্র স্থাপন করেছেন, দস্যু বিনাশের পরে তিনি তাদের ধাতব পুরীগুলিকেও বিধ্বস্ত করেছেন ॥৮॥

১. অর্ণ সাতৌ—জলরাশিকে জয় করার জন্য—সায়ণ।

Scanned with CamScanner

নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥৯॥

এখন হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী গাভী যেন দক্ষিণারূপে স্তুতিকারীর প্রতি দুগ্ধ দান করে। তোমার স্তোতৃবৃন্দকে দান কর; আমরা ব্যতীত অপরজন যেন সৌভাগ্য না লাভ করে। যেন আমরা যজ্ঞকালে সোচ্চারে, শোভন বীরগণের সঙ্গে মহানভাবে বলতে পারি ।।৯।।

(সূক্ত-২১)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

বিশ্বজিতে ধনজিতে স্বর্জিতে সত্রাজিতে নৃজিত উর্বরাজিতে।
অশ্বজিতে গোজিতে অব্জিতে ভরেন্দ্রায় সোমং যজতায় হর্যতম্ ॥১॥

যে ইন্দ্র সকল সম্পদ বিজয় করেছেন, যিনি ধনের অধিপতি, আলোকজয়ী অথবা স্বর্গজয়ী, সতত জয়শীল, যিনি জনগণের প্রভু, শস্যশালিনী পৃথিবীর অধীশ্বর, যিনি অশ্বসকল ও গাভীগুলির অধিপতি, যিনি জলরাশিরও অধীশ্বর সেই যজনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে (হে অধ্বর্যুগণ) স্বাদিষ্ট প্রিয় সোমরস আনয়ন কর ।।১।।

অভিভুবেঽভিভঙ্গায় বন্বতে ঽষাল্হায় সহমানায় বেধসে।
তুবিগ্রয়ে[১] বহ্নয়ে দুষ্টরীতবে সত্রাসাহে নম ইন্দ্রায় বোচত ॥২॥

সকলকে যিনি অভিভূত করেন, যিনি বিজয় করেন এবং (শত্রুদের) ভগ্ন করেন, যিনি সর্বদা অপ্রতিহত এবং সর্বত্র বিধানদাতা; সকলের সহায়ভূত সেই ইন্দ্র, যাঁর কণ্ঠস্বর উদাত্ত (অথবা যিনি শক্তি ও তেজের অধিকারী) এবং যিনি (সুদক্ষ) আরোহী, যিনি দুর্ধর্ষ, সেই সদা জয়শীল ইন্দ্রের প্রতি নমস্কার জানিয়ে প্রার্থনা কর ।।২।।

১. তুবিগ্রয়ে—বহু জনের দ্বারা স্তুতিযোগ্যের প্রতি—সায়ণ।

সত্রাসাহো জনভক্ষো জনংসহশ্চ্যবনো যুধ্বো অনু জোষমুক্ষিতঃ ।
বৃতংচয়ঃ[১] সহুরির্বিক্ষ্বারিত ইন্দ্রস্য বোচং প্র কৃতানি বীর্যা ॥৩॥

সর্বদা (প্রতিপক্ষ) জয়ী, মানবগণের প্রিয়, জনগণের শাসনকর্তা, শত্রুগণকে যিনি উৎকম্পিত করেন, সেই যোদ্ধা তিনি (নিজের) প্রীতি অনুসারে (সোম দ্বারা) সিক্ত (অথবা বর্ধিত) হয়েছেন; যিনি অনুগামী (সৈন্য)-দের একত্রিত করেন, যিনি বিজয় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, যিনি জনতার মধ্যে সম্মানিত, সেই ইন্দ্রের বীরত্ব কীর্তি আমি সকলকে বর্ণনা করব ।।৩।।

১. বৃতংচয়—শত্রু বিনাশক—সায়ণ।

অনানুদো বৃষভো দোধতো বধো গম্ভীর ঋষ্বো অসমষ্টকাব্যঃ ।
রধ্রচোদঃ শ্নথনো বীলিতস্পৃথুরিন্দ্রঃ সুযজ্ঞ উষসঃ স্বর্জনৎ ॥৪॥

যে মহাবলী সর্বদা অনবনত, যিনি ভয়ংকর শত্রুর হন্তারক, সেই গাম্ভীর্যপূর্ণ, মহান, যিনি অনন্য জ্ঞানের অধিকারী, যিনি সম্পদকে ক্ষিপ্রভাবে প্রেরণ করেন, যিনি শত্রুদের ছেদন করেন, সেই দৃঢ় (কর্মা), (জগৎ) ব্যাপ্তকারী ইন্দ্র শোভন যজ্ঞসম্পাদক, তিনি উষার আলোক সৃষ্টি করেছিলেন ।।৪।।

যজ্ঞেন গাতুমপ্তুরো বিবিদ্রিরে ধিয়ো হিন্বানা উশিজো মনীষিণঃ ।
অভিস্বরা নিষদা গা অবস্যব ইন্দ্রে হিন্বানা দ্রবিণান্যাশত ॥৫॥

আকাঙ্ক্ষাকারী কবিগণ যজ্ঞের মাধ্যমে তাঁদের স্তুতিকে প্রেরণ করতে করতে জলরাশির ক্ষিপ্র প্রেরকের নিকট হতে আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। ইন্দ্রের নিকট হতে প্রার্থনার এবং যাগের মাধ্যমে সহায়তার কামনায় তাঁরা পশু ও সম্পদ লাভ করেছিলেন ।।৫।।

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে ।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্ ॥৬॥

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রদান কর, খ্যাতি অথবা কর্মদক্ষতা এবং সৌভাগ্য (দান কর)। ধনের সমৃদ্ধি, শরীরের সুস্বাস্থ্য, ভাষণের মিষ্টতা এবং দিবসের উপভোগ্যতা প্রদান কর ।।৬।।

Scanned with CamScanner

(সূক্ত-২২)

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। অষ্টি, অতিশক্করী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃপৎসোমমপিবদ্ বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ।
স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্ দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥১॥

ত্রিকদ্রুক (মরুৎ)গণের মধ্যে সেই পূজনীয়, মহাবলী যবমিশ্রিত সোমরস যথাতৃপ্তি পান করেছেন, বিষ্ণুর সঙ্গে অভিষুত (সেই রস) যথেচ্ছায় (পান করেছেন)। এই রস সেই মহান ব্যাপ্তিকারী দেবকে তাঁর মহনীয় কর্ম সাধনের জন্য (সম্যক) উত্তেজিত করেছে—যেন সেই সত্যভূত ইন্দু (ক্ষরিত সোমরস) দীপ্যমান হয়ে এই যথার্থভূত দেবত ইন্দ্রের প্রতি ব্যাপ্ত হয়ে থাকেন ॥১॥

টীকা— সায়ণভাষ্য—ত্রিকদ্রুক— অভিপ্লবষড়হের প্রথম তিনদিন।

অধ ত্বিষীমাঁ অভ্যোজসা ক্রিবিং যুধাভবদা রোদসী অপৃণদস্য মজ্মনা প্র বাবৃধে।
অধত্তান্যং জঠরে প্রেমরিচ্যত সৈনং সশ্চদ্ দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥২॥

অতএব সেই দ্যুতিমান নিজ তেজ দ্বারা ক্রিবি (নামে অসুরকে) যুদ্ধে পরাভূত করেছিলেন। নিজের মহিমা দ্বারা তিনি উভয় লোক (দ্যাবা পৃথিবী) পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিলেন। (হব্যের) একাংশ তিনি নিজ উদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং অপরাংশ অতিরিক্ত (ভাবে) রক্ষিত হয়েছিল। যেন সেই সত্যভূত... হয়ে থাকেন। পূর্ব শ্লোকের শেষে অনূদিত ॥২॥

সাকং জাতঃ ক্রতুনা সাকমোজসা ববক্ষিথ সাকং বৃদ্ধো বীর্যৈঃ সাসহির্মৃধো বিচর্ষণিঃ।
দাতা রাধঃ স্তুবতে কাম্যং বসু সৈনং সশ্চদ্ দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ॥৩॥

জ্ঞান অথবা কর্মের সঙ্গে একত্র উৎপন্ন, শক্তির সঙ্গে যুগপৎ উদগত তুমি সমৃদ্ধ হয়েছিলে— তুমি শৌর্যের সঙ্গে সঞ্জাতবল; বিদ্বিষ্টগণকে অভিভূত করে ক্ষিপ্র কর্ম সম্পাদন করে থাক। তুমি অসীম, (হে ইন্দ্র) তুমি স্তোতার প্রতি প্রভূত ধন দান কর, (যে তুমি) প্রার্থিত সম্পদের (দাতা)। যেন সেই সত্যভূত ... হয়ে থাকেন। শেষাংশ প্রথম শ্লোকে অনূদিত ॥৩॥

টীকা— বিচর্ষণিঃ—বিশেষভাবে দ্রষ্টা—সায়ণভাষ্য।

তব ত্যন্নর্যং নৃতোঽপ ইন্দ্র প্রথমং পূর্ব্যং দিবি প্রবাচ্যং কৃতম্।
যদ্ দেবস্য শবসা প্রারিণা অসুং রিণন্নপঃ।
ভুবদ্ বিশ্বমভ্যাদেবমোজসা বিদাদূর্জং শতক্রতুর্বিদাদিষম্ ॥৪॥

হে নৃত্যপর ইন্দ্র এই তোমার বীরোচিত কার্য, তোমার কৃত এই মুখ্য কার্য দিবসের পূর্বভাগে বর্ণনার উপযুক্ত—যে দেবোচিত শক্তির দ্বারা জলরাশিকে (প্রবাহের জন্য) মুক্ত করে দিয়ে তুমি প্রাণকে প্রবাহিত করেছ। তিনি সকল দেবহীন (অসুরকে) অতিক্রম করবেন নিজ শক্তিতে। সেই শত কর্মের অনুষ্ঠাতা (ইন্দ্র) পোষণ লাভ করবেন, অন্ন লাভ করবেন ॥৪॥

টীকা—নর্তক—যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণকারী।

অনুবাক-৩

(সূক্ত-২৩)

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৯।

গণানাং ত্বাং গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্ ॥১॥

আমরা তোমাকে আবাহন করি, হে সংঘসকলের অধিনায়ক! জ্ঞানীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সকলের চেয়ে খ্যাতিমান, (তোমাকে আবাহন করি)। হে ব্রহ্মণস্পতি, পবিত্র মন্ত্রের মুখ্য অধিপতি, আমাদের (আহ্বান) শ্রবণ করে, তোমার সহায়তাসহ নিজ আসনে অধিষ্ঠিত হও ॥১॥

দেবাশ্চিৎ তে অসুর্য প্রচেতসো বৃহস্পতে যজ্ঞিয়ং ভাগমানশুঃ।
উস্রা ইব সূর্যো জ্যোতিষা মহো বিশ্বেষামিজ্জনিতা ব্রহ্মণামসি ॥২॥

হে বৃহস্পতি! মহাজ্ঞানী ঈশ্বর তোমারই নিকট হতে স্পষ্টত দেবগণ যজ্ঞীয় ভাগ অর্জন করেছেন, যেমনভাবে মহান সূর্য তার আলোকের মাধ্যমে সমুজ্জ্বল (উষাকে) সৃষ্টি করে থাকেন, তেমনভাবে তুমিই সকল স্তোত্রের সৃষ্টি করে থাক ॥২॥

Scanned with CamScanner

আ বিবাধ্যা পরিরাপস্তমাংসি চ জ্যোতিষ্মন্তং রথমৃতস্য তিষ্ঠসি ।
বৃহস্পতে ভীমমমিত্রদম্ভনং রক্ষোহণং গোত্রভিদং স্বর্বিদম্ ॥৩॥

নিন্দাকারীদের এবং অন্ধকারকে (বিষাদকে) অবদমিত করে, তুমি সত্যের আলোকময় রথে আরোহণ করে থাক। যে (রথ) শত্রুদের ভীত করে, বিনষ্ট করে হে বৃহস্পতি, এবং যা অসুরদের বধ করে, গোষ্ঠ সকল উদ্ঘাটিত করে এবং আলোককে সন্ধান করে থাকে ।।৩।।

সুনীতিভির্নয়সি ত্রায়সে জনং যস্তুভ্যং দাশান্ন তমংহো অশ্নবৎ ।
ব্রহ্মদ্বিষস্তপনো মন্যুমীরসি বৃহস্পতে মহি তৎ তে মহিত্বনম্ ॥৪॥

শোভন বিধি দ্বারা তুমি পরিচালনা কর এবং মানবগণকে রক্ষা কর। যে তোমাকে (হবিঃ) দান করে সেই পরিচর্যাকারীকে কোন দুর্গতি অভিভূত করে না। মন্ত্র বিদ্বেষীকে তুমি তার ক্রোধ দমিত করে শাস্তি দিয়ে থাক। হে বৃহস্পতি, তোমার সেই মহিমা মাহাত্ম্যপূর্ণ ।।৪।।

টীকা— ব্রহ্মদ্বেষী—মন্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিরোধী।

ন তমংহো ন দুরিতং কুতশ্চন নারাতয়স্তিতিরুর্ন দ্বয়াবিনঃ ।
বিশ্বা ইদস্মাদ্ ধ্বরসো বি বাধসে যং সুগোপা রক্ষসি ব্রহ্মণস্পতে ॥৫॥

কোথাও হতে কোন দুঃখ, কোন দুর্গতি, কোন শত্রুদল বা কোন প্রতারক, শঠ তাকে পরাজিত করতে পারে না, তুমি সকল ক্ষতিকে তার নিকট হতে অপসারিত কর, যাকে তুমি উত্তম গোপালকের ন্যায় সুরক্ষা দাও, হে ব্রহ্মণস্পতি ।।৫।।

ত্বং নো গোপাঃ পথিকৃদ্ বিচক্ষণস্তব ব্রতায় মতিভির্জরামহে ।
বৃহস্পতে যো নো অভি হ্বরো দধে স্বা তং মর্মর্তু দুচ্ছুনা হরস্বতী ॥৬॥

তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা যিনি (আমাদের জন্য) পথ নির্মাণ করেন সেই অভিজ্ঞ (দেবতা)। তোমার পরিচর্যার জন্য আমরা, প্রশস্তি দ্বারা তোমার উদ্দেশে স্তুতি পাঠ করি। হে বৃহস্পতি, যে কেহ আমাদের প্রতি কুটিলতা পোষণ করে যেন তার নিজের দুর্ভাগ্য তাকে শীঘ্র বিচূর্ণিত করে ।।৬।।

উত বা যো নো মর্চয়াদনাগসো হরাতীবা মর্তঃ সানুকো বৃকঃ ।
বৃহস্পতে অপ তং বর্তয়া পথঃ সুগং নো অস্যৈ দেববীতয়ে কৃধি ॥৭॥

যে বিরোধী মানুষ, উদ্ধত এবং অর্থলোলুপ, নিরপরাধ আমাদের প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়ে থাকে, হে বৃহস্পতি, তাকে আমাদের পথ হতে অপসারিত কর। আমাদের দেবতা-অন্বেষণের পথকে সহজগম্য কর ।।৭।।

ত্রাতারং ত্বা তনূনাং হবামহে হবস্পর্তরধিবক্তারমস্ময়ুম্ ।
বৃহস্পতে দেবনিদো নি বর্হয় মা দুরেবা উত্তরং সুম্নমুন্নশন্ ॥৮॥

আমাদের শরীর সমূহের রক্ষক তোমাকে আহ্বান করি। তুমি, পালনকর্তা, যিনি আমাদের প্রতি অনুকূল, হে সুখদাতা! বৃহস্পতি। যারা দেব বিদ্বেষী তাদের দমন কর। যারা দুষ্কৃতী তারা যেন শোভন অনুগ্রহ না লাভ করে ।।৮।।

ত্বয়া বয়ং সুবৃধা ব্রহ্মণস্পতে স্পার্হা বসু মনুষ্যা দদীমহি ।
যা নো দূরে তলিতো যা অরাতয়ো হভি সন্তি জম্ভয়া তা অনপ্নসঃ ॥৯॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! সুষ্ঠু-সমৃদ্ধি সম্পাদক তোমার মাধ্যমে যেন আমরা মানুষের সেই সম্পদ লাভ করি যা সকলে আকাঙ্খা করে এবং আমাদের প্রতি যে সকল বিরুদ্ধতা দূরে অথবা নিকটে বিস্তারিত হয়ে থাকে, তাদের (এখন) সর্বস্বান্ত করে বিনাশ কর ।।৯।।

ত্বয়া বয়মুত্তমং ধীমহে বয়ো বৃহস্পতে পপ্রিণা সস্নিনা যুজা।
মা নো দুঃশংসো অভিদিপ্সুরীশত প্র সুশংসা মতিভিস্তারিষীমহি ॥১০॥

তোমার মাধ্যমে আমরা শ্রেষ্ঠ প্রাণশক্তি লাভ করব, হে বৃহস্পতি, তুমি আমাদের (প্রার্থনা) পূরণকারী, জয়শীল মিত্র। যেন দুষ্ট নিন্দাকারী, যে প্রবঞ্চনা করতে চায়, সে আমাদের প্রতি আধিপত্য না করে, প্রশস্তি করতে করতে আমরা যেন মনীষার দ্বারা উন্নতি লাভ করি ।।১০।।

অনানুদো বৃষভো জগ্মিরাহবং নিষ্টপ্তা শত্রুং পৃতনাসু সাসহিঃ।
অসি সত্য ঋণয়া ব্রহ্মণস্পত উগ্রস্য চিদ্ দমিতা বীলুহর্ষিণঃ ॥১১॥

তুমি সেই শক্তিমান যাঁকে অবনমিত করা অসাধ্য, যিনি সংঘর্ষে অগ্রসর, শত্রুগণের সন্তাপকারী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অভিভবকারী। তুমি প্রকৃত পাপ মোচন কর। হে ব্রহ্মণস্পতি, (তুমি) প্রবল উত্তেজিত তথা ভয়ংকর শত্রুকেও দমন করে থাক ।।১১।।

Scanned with CamScanner

অদেবেন মনসা যো রিষণ্যতি শাসামুগ্রো মন্যমানো জিঘাংসতি ।
বৃহস্পতে মা প্রণক্ তস্য নো বধো নি কর্ম মন্যুং দুরেবস্য শর্ধতঃ ।।১২।।

যে তার দেবতাহীন চিন্তনের দ্বারা হিংসা করতে উদ্যত হয়, নিজেকে শাসকগণের মধ্যে বলবান বিবেচনা করে যে আমাদের বিনাশ করতে উদ্যত হয়—হে বৃহস্পতি! তার হন্তারক অস্ত্র যেন আমাদের নিকটে আগমন না করে; যেন আমরা সেই দুরাচারীর ক্রোধকে নিরস্ত করতে পারি ।।১২।।

ভরেষু হব্যো নমসোপসদ্যো গন্তা বাজেষু সনিতা ধনংধনম্ ।
বিশ্বা ইদর্যো অভিদিপ্স্বো মৃধো বৃহস্পতির্বি ববর্হা রথাঁ ইব ।।১৩।।

সংগ্রামকালে যিনি আহ্বান করার যোগ্য, যাঁর প্রতি সশ্রদ্ধভাবে উপস্থিত হতে হয়, যিনি বিজিত সম্পদের অভিমুখে গমন করেন, এবং প্রত্যেক ধনকে জয় করে থাকেন, (সেই) বৃহস্পতি, আমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট সকল বিরোধীদের (যুদ্ধ) রথের ন্যায় অপসারিত করেছেন ।।১৩।।

তেজিষ্ঠয়া তপনী রক্ষসস্তপ যে ত্বা নিদে দধিরে দৃষ্টবীর্যম্ ।
আবিস্তৎ কৃণ্ব যদসৎ ত উক্থ্যং বৃহস্পতে বি পরিরাপো অর্দয় ।।১৪।।

তোমার তীব্রতম দহন দ্বারা সেই সকল রাক্ষসকে দগ্ধ কর যারা তোমার বীরত্বের প্রকাশকে নিন্দা করেছে। সেই (বীর্যকে) প্রকটিত কর যা প্রশস্তির যোগ্য; হে বৃহস্পতি, অপভাষীদের বিনষ্ট কর ।।১৪।।

বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাদ্ দ্যুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু ।
যদ্ দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্ ।।১৫।।

হে বৃহস্পতি! শত্রুর প্রাপ্য অধিকার হতে যা অতিরিক্ত, যা মানবগণের মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্ঞান যুক্ত হয়ে শোভা পায় এবং তোমার শক্তিতে যা সমুজ্জ্বল হবে, হে সত্যসঞ্জাত! সেই বরেণ্য সম্পদ আমাদের মধ্যে স্থাপন কর ।।১৫।।

মা নঃ স্তেনেভ্যো যে অভি দ্রুহস্পদে নিরামিণো রিপবোঽন্নেষু জাগৃধুঃ।
আ দেবানামোহতে বি ব্রয়ো হৃদি বৃহস্পতে ন পরঃ সাম্নো বিদুঃ ।।১৬।।

আমাদের তস্করের অধীন (কোর না), যে সকল প্রবঞ্চক (অতর্কিত) আক্রমণের চেষ্টা করে, আমাদের অন্ন সম্ভারের প্রতি লোভ করে, যারা বিশেষ ভাবে মনে মনে দেবতাদের বর্জন করার ইচ্ছা পোষণ করে, হে বৃহস্পতি, তারা সামগানের অপেক্ষায় (উৎকৃষ্ট কিছু) জানে না ।।১৬।।

টীকা—সায়ণ বলেছেন—সামমন্ত্র রাক্ষসবিনাশ করে, তাই সেই সামগান যেন শত্রুদের দান কোর না—এই অর্থ।

বিশ্বেভ্যো হি ত্বা ভুবনেভ্যস্পরি ত্বষ্টাজনৎ সাম্নঃসাম্নঃ কবিঃ।
স ঋণচিদৃণয়া ব্রহ্মণস্পতির্দ্রুহো হন্তা মহ ঋতস্য ধর্তরি ।।১৭।।

যেহেতু ত্বষ্টা, যিনি প্রত্যেক সামগানকে জ্ঞাত আছেন, (তিনি) সকল জগৎ হতে প্রধান রূপে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই হেতু (তুমি) ব্রহ্মণস্পতি, পাপকে একত্রিত করে পাপ বিনাশ কর এবং বিরোধকে ধ্বংস করে মহৎ সত্যকে উন্নীত রাখ ।।১৭।।

তব শ্রিয়ে ব্যজিহীত পর্বতো গবাং গোত্রমুদসৃজো যদঙ্গিরঃ।
ইন্দ্রেণ যুজা তমসা পরীবৃতং বৃহস্পতে নিরপামৌব্জো অর্ণবম্ ।।১৮।।

তোমার যশের জন্য পর্বত বিদীর্ণ হয়েছিল যখন, হে অঙ্গিরস! তুমি গাভীগণের গোষ্ঠকে উদ্ঘাটিত করেছিলে। যখন, হে বৃহস্পতি! ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত রূপে অন্ধকারে আবেষ্টিত জলরাশিকে নিরর্গল করে প্রবাহিত করেছিলে ।।১৮।।

টীকা—ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী বৃহস্পতি অঙ্গিরার পুত্র।

ব্রহ্মণস্পতে ত্বমস্য যন্তা সূক্তস্য বোধি তনয়ং চ জিন্ব ।
বিশ্বং তদ্ ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ।।১৯।।

হে ব্রহ্মণস্পতি! যেন তুমি এই সূক্তের নিয়ামক হয়ে থাক; এবং আমাদের বংশধারাকে সঞ্জীবিত রাখ। দেবতারা যাকে সাহায্য করেন সেই সকল বিষয় কল্যাণময়; যেন আমরা যজ্ঞস্থলে শোভন বীরগণের সাহচর্যে সোচ্চারে বর্ণনা করতে পারি ।।১৯।।

Scanned with CamScanner

(সূক্ত-২৪)

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৬।

সেমামবিড্ঢি প্রভৃতিং য ঈশিষে ৎয়া বিধেম নবয়া মহা গিরা।
যথা নো মীঢ্বান্ ৎস্তবতে সখা তব বৃহস্পতে সীষধঃ সোত নো মতিম্ ॥১॥

যে তুমি সকলের প্রভু সেই তুমি এই আহুতি গ্রহণ কর। এই নূতন মহৎ স্তোত্র দ্বারা আমরা তোমাকে পরিচর্যা করি। হে বৃহস্পতি, তুমি আমাদের বুদ্ধিকে সফল কর যেন তোমার মিত্র (ইন্দ্র) যিনি আমাদের কাম্যফল প্রদান করে থাকেন, তিনি স্তুতি লাভ করেন ।।১।।

যো নন্ত্বান্যনমন্ন্যোজসোতাদর্দর্মন্যুনা শম্বরাণি বি।
প্রাচ্যাবয়দচ্যুতা ব্রহ্মণস্পতিরা চাবিশদ্ বসুমন্তং বি পর্বতম্ ॥২॥

যিনি তাঁর শক্তি দ্বারা অবনমনের যোগ্য বিষয়গুলিকে অবনমিত করে থাকেন এবং তাঁর ক্রোধের কারণে শম্বরের (দুর্গ সকল) বিনষ্ট করে থাকেন, যিনি অবিচলিতকেও আন্দোলিত করে থাকেন; সেই ব্রহ্মণস্পতি, তিনি রত্নপূর্ণ পর্বতসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে প্রবেশ করেছিলেন ।।২।।

তদ্ দেবানাং দেবতমায় কর্ত্বমশ্রথ্নন্ দৃল্‌হাব্রদন্ত বীলিতা।
উদ্ গা আজদভিনদ্ ব্রহ্মণা বলমগূহৎ তমো ব্যচক্ষয়ৎ স্বঃ ॥৩॥

দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতার জন্যই এই (কার্য) করণীয়। যা কিছু কঠিন সে সকল অসম্বদ্ধ হয়েছিল এবং যা অনমনীয় সে সকল আনত হয়েছিল। তিনি গাভীগুলিকে সম্মুখে চালিত করেছিলেন এবং ব্রহ্ম (স্তোত্র) দ্বারা বলকে (অথবা গুহাকে) বিদারণ করেছিলেন। অন্ধকারকে দূরীভূত করে স্বর্গের আলোকে দৃশ্যমান করেছিলেন ।।৩।।

অশ্মাস্যমবতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসাতৃণৎ ।
তমেব বিশ্বে পপিরে স্বর্দৃশো বহু সাকং সিসিচুরুৎসমুদ্রিণম্ ॥৪॥

মধুস্রাবী যে প্রস্তর (বৎ) মুখগহ্বর বিশিষ্ট গভীর উৎসের অভিমুখ ব্রহ্মণস্পতি তাঁর বলের সাহায্যে উন্মুক্ত করেছিলেন সেই (গহবর) হতেই তাঁরা পান করেছিলেন যাঁরা আলোকদ্রষ্টা। তাঁরা সকলে মিলে একত্রে সেই জলময় উৎসকে প্লাবিত করেছিলেন ।।৪।।

সনা তা কা চিদ্ ভুবনা ভবীত্বা মাদ্ভিঃ শরদ্ভির্দুরো বরন্ত বঃ ।
অযতন্তা চরতো অন্যদন্যদিদ্ যা চকার বয়ুনা ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥৫॥

দূর অতীতকালের তাঁরা যে কেউ (হয়ে থাকেন)। সকলে (আবার) বর্তমান হবেন। বহু মাস বহু বৎসরের মধ্যে (তাঁরা) তোমাদের প্রতি দ্বার উন্মোচন করেন। উভয়ে (চন্দ্র ও সূর্য) অনায়াসে একে অপরের অনুক্রমে ব্রহ্মণস্পতি-নির্ধারিত নিয়মবিধি (আলোকও অন্ধকার) অনুসারে বিচরণ করেন ।।৫।।

অভিনক্ষন্তো অভি যে তমানশুর্নিধিং পণীনাং পরমং গুহা হিতম্ ।
তে বিদ্বাংসঃ প্রতিচক্ষ্যানৃতা[১] পুনর্যত উ আয়ন্ তদুদীয়ুরাবিশম্ ॥৬॥

যাঁরা বহু উদ্যমে অনুসন্ধান করে পণিদের গুহায় লুক্কায়িত শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞগণ পুনরায় মিথ্যাচরণ উপলব্ধি করে, যে স্থান হতে আগমন করেছিলেন সেই স্থানে প্রবেশ করার উদ্যোগ করেছিলেন ।।৬।।

১. প্রতিচক্ষ্যানৃতা—ইত্যাদি-পণিদের মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করে।

ঋতাবানঃ প্রতিচক্ষ্যানৃতা পুনরাত আ তস্থুঃ কবয়ো মহস্পথঃ ।
তে বাহুভ্যাং ধমিতমগ্নিমশ্মনি নকিঃ ষো অস্ত্যরণো জহুর্হি তম্ ॥৭॥

সত্যসন্ধ কবিগণ[১], পুনরায় (পণিদের) মিথ্যাচার প্রত্যক্ষ করে, সেই স্থান হতে মহৎ পথের অভিমুখে অবস্থান করেছিলেন। উভয় বাহু দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিকে তাঁরা প্রস্তরের উপরে (স্থাপন করে) ত্যাগ করেছিলেন। এই (অগ্নি) তাঁদের প্রতি অমিত্র ছিলেন না ।।৭।।

১. কবিগণ—অঙ্গিরসগণ। Griffith মনে করে 'নকিঃ স অস্তি অরণঃ' এর তাৎপর্য হল অগ্নি মানুষের দুঃখের কারণ নয় পরম মিত্র।

ঋতজ্যেন ক্ষিপ্রেণ ব্রহ্মণস্পতির্যত্র বষ্টি প্র তদশ্নোতি ধন্বনা ।
তস্য সাধ্বীরিষবো যাভিরস্যতি নৃচক্ষসো দৃশয়ে কর্ণযোনয়ঃ ॥৮॥

ব্রহ্মণস্পতি তাঁর সত্যরূপ গুণারোপিত ক্ষিপ্র ধনুর সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানেই গমন করেন। যে তীরগুলি তিনি নিক্ষেপ করেন সেগুলি ঋজুগামী, মানবগণকে পর্যবেক্ষণকারী দর্শনীয় এবং তাঁর কর্ণের নিকট হতে উৎপন্ন ।।৮।।

টীকা— তীর সকল—মন্ত্র সকল, কর্ণযোনয়ঃ— শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য—সায়ণ ভাষ্য।

Scanned with CamScanner

স সংনয়ঃ স বিনয়ঃ পুরোহিতঃ স সুষ্টুতঃ স যুধি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
চাক্ষ্মো যদ্ বাজং ভরতে মতী ধনা ৎৎদিৎ সূর্যস্তপতি তপ্যতুর্বৃথা ॥৯॥

সেই মহান পুরোহিত একত্রিত করে থাকেন আবার তিনিই বিভাজন করেন, সম্যক স্তুত তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মণস্পতি। যখন, সেই বদান্য (দেবতা) তাঁর চিন্তা (অনুসারে) অন্ন এবং সম্পদ দান করে থাকেন, তার পরে দীপ্যমান সূর্য অবাধে উত্তাপ দিয়ে থাকেন ।।৯।।

বিভু প্রভু প্রথমং মেহনাবতো বৃহস্পতেঃ সুবিদত্রাণি রাধ্যা।
ইমা সাতানি বেন্যস্য বাজিনো যেন জনা উভয়ে ভুঞ্জতে বিশঃ॥১০॥

তাঁর মুখ্য (দান) সর্ব ব্যাপক এবং সর্ব প্রধান যিনি বদান্য ভাবে দান করেন। সেই বৃহস্পতির সহজলভ্য (দান) সম্যকভাবে বরণীয়। এই সকল বিষয়বস্তু সেই বলবান বিজয়ী কর্তৃক বিজিত। তাঁরই মাধ্যমে উভয় প্রকার জন—(দেবতা ও মানব) তাদের গোষ্ঠী সকল তৃপ্ত হয়ে থাকে ।।১০।।

টীকা— সায়ণ—উভয়ে জনাঃ= যজমান ও ঋত্বিগগণ।

যোঽবরে বৃজনে বিশ্বথা বিভুর্মহামু রণ্বঃ শবসা ববক্ষিথ।
স দেবো দেবান্ প্রতি পপ্রথে পৃথু বিশ্বেদু তা পরিভূর্ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥১১॥

এই অধস্তন বাসস্থানে (মানবগণের মধ্যে) সর্বত্র ব্যাপ্ত তুমি, (যে তুমি) মহান এবং আনন্দদায়ী যেন শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে থাক—দেবগণের সম্মুখে যে দেবতা বিস্তারিত হয়ে থাকেন, যে ব্রহ্মণস্পতি সকল অস্তিত্বকে আবেষ্টিত করে থাকেন ।।১১।।

বিশ্বং সত্যং মঘবানা যুবোরিদাপশ্চন প্র মিনন্তি ব্রতং বাম্।
অচ্ছেন্দ্রাব্রহ্মণস্পতী হবির্নো ঽন্নং যুজেব বাজিনা জিগাতম্ ॥১২॥

হে ধনবানদ্বয়! যা কিছু যথার্থ, সকলই শুধুমাত্র তোমাদের উভয়ের, এমনকি জলরাশিও তোমাদের বিধান অমান্য করে না। আমাদের হবিঃ অভিমুখে আগমন কর, হে ব্রহ্মণস্পতি ও ইন্দ্র, যেমন করে সংযোজিত বলবান অশ্বগুলি তাদের খাদ্য অভিমুখে (ধাবিত হয়) ।।১২।।

উতাশিষ্ঠা অনু শৃণ্বন্তি বহ্নয়ঃ সভেয়ো বিপ্রো ভরতে মতী ধনা।
বীলুদ্বেষা অনু বশ ঋণমাদদিঃ স হ বাজী সমিথে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥১৩॥

এবং (যজ্ঞাগ্নির শিখাসকল) ক্ষিপ্রতর গমনকারী অশ্বগুলি সেই আহ্বান শ্রবণ করে, সভাস্থিত ঋষি তাঁর স্তুতিগুলির কারণে সম্পদ লাভ করে থাকেন। কঠিন (শত্রুর) প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে এবং স্বেচ্ছানুসারে ঋণ একত্রিত অথবা প্রাপ্যধন গ্রহণ করে সেই ব্রহ্মণস্পতি সংগ্রামে যজ্ঞে দৃঢ় অবস্থান করেন ।।১৩।।

ব্রহ্মণস্পতেরভবদ্ যথাবশং সত্যো মন্যুর্মহি কর্মা করিষ্যতঃ।
যো গা উদাজৎ স দিবে বি চাভজন্ মহীব রীতিঃ শবসাসরৎ পৃথক্ ॥১৪॥

সেই ব্রহ্মণস্পতির ক্রোধ, তাঁর ইচ্ছানুসারে, বাস্তবায়িত হয়ে থাকে যখন তিনি মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে থাকেন। যে গাভীযূথকে তাড়না করে তিনি স্বর্গলোকে বিভাজন করে দিয়েছিলেন তারা বিপুল প্রবাহের ন্যায় সবলে বিচিত্র পথে ধাবিত হয়েছিল ।।১৪।।

ব্রহ্মণস্পতে সুযমস্য বিশ্বহা রায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ।
বীরেষু বীরাঁ উপ পৃঙ্ধি নস্ত্বং যদীশানো ব্রহ্মণা বেষি মে হবম্ ॥১৫॥

হে ব্রহ্মণস্পতি! যেন আমরা সকল দিবসে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রিত এবং প্রাণশক্তি সমন্বিত সম্পদের অধিপতি হতে পারি। অপর্যাপ্তভাবে আমাদের অভিমুখে বীরের পরে বীর (পুত্র) প্রেরণ কর, যখন আমার স্তোত্রের মাধ্যমে সর্বেশ্বর হয়ে তুমি আমার আহ্বান অবধান কর ।।১৫।।

ব্রহ্মণস্পতে ত্বমস্য যন্তা সূক্তস্য বোধি তনয়ং চ জিন্ব।
বিশ্বং তদ্ ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥১৬॥

হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি আমাদের এই স্তুতির নিয়ন্তা, অবধান কর এবং আমাদের সন্ততিগণকে জীবন দান কর। দেবগণ যা কিছুর সহায়তা করেন সে সকলই মঙ্গলময়; যেন আমরা যজ্ঞস্থলে বীরগণ সহযোগে সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি ।।১৬।।

(সূক্ত-২৫)

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৫।

ইন্ধানো অগ্নিং বনবদ্ বনুষ্যতঃ কৃতব্রহ্মা শূশুবদ্ রাতহব্য ইৎ।
জাতেন জাতমতি স প্র সর্সৃতে যংযং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥১॥

Scanned with CamScanner

অগ্নি প্রজ্বলিত করতে করতে তিনি জয়াভিলাষীদের জয় করে থাকেন। যাঁর দ্বারা ব্রহ্ম (স্তোত্র) পঠিত হয়েছে এবং যাঁর দ্বারা হবিঃ প্রদত্ত হয়ে থাকে, তিনি অবশ্যই সমৃদ্ধ হবেন। তিনি তাঁর সন্তানের মাধ্যমে (অপরের) সন্তান অপেক্ষা নিজেকে বিস্তারিত করতে থাকেন— যাঁকে যাঁকে ব্রহ্মণস্পতি (মিত্রতায়) আবদ্ধ করেন ।।১।।

বীরেভির্বীরান্ বনবদ্ বনুষ্যতো গোভী রয়িং পপ্রথদ্ বোধতি ত্মনা ।
তোকং চ তস্য তনয়ং চ বর্ধতে যংযং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥২।।

(স্বপক্ষের) বীরগণের সাহচর্যে তিনি জয়প্রার্থী (বিপক্ষীয়) বীরগণকে জয় করবেন। গাভীযূথের সহায়তার তাঁর সম্পদকে বিস্তৃততর করবেন। তিনি স্বয়ং বোধসম্পন্ন। তাঁর সন্ততি ও বংশধারা বর্ধিত হয়—যাঁকে যাঁকে ব্রহ্মণস্পতি (মিত্রতায়) আবদ্ধ করেন ।।২।।

সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ শিমীবাঁ ঋঘায়তো বৃষেব বধ্রীঁরভি বষ্ট্যোজসা ।
অগ্নেরিব প্রসিতির্নাহ বর্তবে যংযং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥৩।।

তিনি উত্তাল নদীর বন্যার ন্যায় প্রবল শক্তি দ্বারা বিপক্ষকে পরাভূত করেন, যেমনভাবে কোন বলবান বৃষ পরাভূত করে থাকে নির্বীয বলীবর্দদের। অগ্নির প্রদীপ্ত প্রদাহনের ন্যায় তিনি অনিবার্য—যাঁকে যাঁকে ব্রহ্মণস্পতি (মিত্রতায়) আবদ্ধ করেন ।।৩।।

তস্মা অর্ষন্তি দিব্যা অসশ্চতঃ স সত্বভিঃ প্রথমো গোষু গচ্ছতি ।
অনিভৃষ্টতবিষির্হন্ত্যোজসা যংযং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥৪।।

স্বর্গীয় (জলধারা), সর্বদা অবিরল গতিতে তাঁর প্রতি প্রবাহিত হয়; বীরগণসহ তিনি গাভীর জন্য (যুদ্ধে) তিনি অগ্রগমন করেন। অপ্রতিরোধ্য বলের অধিকারী হয়ে তিনি সবলে (শত্রু) বধ করেন। —যাঁকে যাঁকে ব্রহ্মণস্পতি (মিত্রতায়) আবদ্ধ করেন ।।৪।।

তস্মা ইদ্ বিশ্বে ধুনয়ন্ত সিন্ধবো হচ্ছিদ্রা শর্ম দধিরে পুরূণি ।
দেবানাং সুম্নে সুভগঃ স এধতে যংযং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥৫।।

সকল প্রবাহিত নদীগুলি শুধুমাত্র তাঁরই উদ্দেশে শব্দায়মানা হয়ে থাকে। তারা অনেক সংখ্যক ত্রুটিহীন আশ্রয়স্থল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করেছে। দেবগণের অনুগ্রহে, সৌভাগ্যের বশে তিনি দ্যুতি বিকীরণ করে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন। যাঁকে যাঁকে ব্রহ্মণস্পতি (মিত্রতায়) আবদ্ধ করেন ।।৫।।

(সূক্ত-২৬)

ব্রহ্মণস্পতি দেবত। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৪।

ঋজুরিচ্ছংসো বনবদ্ বনুষ্যতো দেবয়ন্নিদদেবয়ন্তমভ্যসৎ ।
সুপ্রাবীরিদ্ বনবৎ পৃৎসু দুষ্টরং যজ্বেদযজ্যোর্বি ভজাতি ভোজনম্ ॥১।।

যাঁর প্রশস্তি (লক্ষ্যের প্রতি) সরলগমন করে নিশ্চিতই তিনি বিরোধীদের জয় করবেন। নিশ্চিতই যিনি দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তিনি দেবতাহীন ব্যক্তিকে দমন করবেন। শুধুমাত্র যিনি সম্যক নিষ্ঠা ভরে (যাগকর্ম) সম্পাদন করেন, তিনি সংগ্রামে দুর্ধর্ষ (শত্রুকে) জয় করবেন। যজমান রূপে তিনি অবশ্যই যাগহীনের অন্ন হতে অংশ ভাগী হবেন ।।১।।

যজস্ব বীর প্র বিহি মনায়তো ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্যে ।
হবিষ্কৃণুষ্ব সুভগো যথাসসি ব্রহ্মণস্পতেরব আ বৃণীমহে ॥২।।

হে বীর! যজ্ঞ কর্ম সম্পাদন কর। উদ্ধত (শত্রু)গণকে বহুদূরে বিতাড়ন কর। বাধা অতিক্রমের জন্য মঙ্গলকর মনোযোগ অবলম্বন কর। সাফল্যলাভের উদ্দেশে আহুতি প্রস্তুত কর। আমরা ব্রহ্মণস্পতির সদয় সাহায্যকে অভ্যর্থনা জানাই ।।২।।

স ইজ্জনেন স বিশা স জন্মনা স পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ ।
দেবানাং যঃ পিতরমাবিবাসতি শ্রদ্ধামনা হবিষা ব্রহ্মণস্পতিম্ ॥৩।।

তিনি নিশ্চিতই তাঁর (বন্ধু)জনের সঙ্গে, তিনি তাঁর গোষ্ঠীর সঙ্গে, তিনি তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে, তিনি পুত্রগণের সঙ্গে, (নিজের জন্য) অন্ন বা সম্পদ আহরণ করেন। যোদ্ধৃগণের সঙ্গে (যুদ্ধে) ধন জয় করেন। যিনি যথার্থ শ্রদ্ধাশীল চিত্তে দেবগণের পিতৃস্বরূপ ব্রহ্মণস্পতিকে তাঁর হবিঃ দ্বারা পরিচর্যা করেন ।।৩।।

যো অস্মৈ হব্যৈর্ঘৃতবদ্ভিরবিধৎ প্র তং প্রাচা নয়তি ব্রহ্মণস্পতিঃ ।
উরুষ্যতীমংহসো রক্ষতী রিষোং হহোশ্চিদস্মা উরুচক্রিরদ্ভুতঃ ॥৪।।

যিনি ইঁহার প্রতি ঘৃতনিষিক্ত আহুতি দ্বারা শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, তাঁকে ব্রহ্মণস্পতি প্রকৃষ্টভাবে প্রাধান্যের প্রতি পরিচালিত করেন। তাঁকে সংকীর্ণ পাপ হতে রক্ষা করেন, তাঁকে তিনি বিপদ হতে মুক্ত করেন; সেই অভ্রান্ত (ব্রহ্মণস্পতি) দুর্গতি হতেও তাঁকে স্বস্থ করেন ।।৪।।

Scanned with CamScanner

(সূক্ত-২৭)

আদিত্যগণ দেবতা। গৃৎসমদ অথবা তৎপুত্র কূর্ম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৭।

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্ রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি[১] ।
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥১॥

যাঁরা পূর্বকাল হতে রাজাস্বরূপ সেই আদিত্যগণের প্রতি আমি এই ঘৃতস্রাবী স্তোত্রগুলি (ঘৃতপাত্রের ন্যায়) আমার জিহ্বার সাহায্যে প্রেরণ করছি। যেন প্রত্যেকে আমাদের কথা শ্রবণ করেন না। মিত্র, অর্যমন, শক্তি হতে উৎপন্ন বরুণ এবং দক্ষ ও অংশ ।।১।।

১. জুহূ—অগ্নিতে আহুতি দেবার জন্য হাতার মত যজ্ঞীয় পাত্র।

ইমং স্তোমং সক্রতবো মে অদ্য মিত্রো অর্যমা বরুণো জুষন্ত ।
আদিত্যাসঃ শুচয়ো ধারপূতা অবৃজিনা অনবদ্যা অরিষ্টাঃ ॥২॥

অদ্য সমান মত বিশিষ্ট মিত্র, অর্য্যমন্ এবং বরুণ আমার এই প্রশস্তি উপভোগ করবেন। তাঁরা, সমুজ্জ্বল আদিত্যগণ, যাঁরা (সোমরসের) প্রবাহের ন্যায় শুদ্ধ এবং কুটিলতাহীন, নিন্দা বা বিদ্বেষ হতে মুক্ত ।।২।।

টীকা— সায়ণ—অনবদ্য—পাপরহিত।

ত আদিত্যাস উরবো গভীরা অদব্ধাসো দিপ্সন্তো ভূর্যক্ষাঃ ।
অন্তঃ পশ্যন্তি বৃজিনোত সাধু সর্বং রাজভ্যঃ পরমা চিদন্তি ॥৩॥

সেই আদিত্যগণ, বিস্তারিত, গম্ভীর এবং প্রতারণা-রহিত কিন্তু (দুষ্টজনকে) আঘাত অথবা ছলনা করতে উদ্যত, যাঁরা বহু চক্ষুবিশিষ্ট (সেই জন্য) প্রাণীকুলের অন্তরে পাপ ও পুণ্য উভয়ই পর্যবেক্ষণ করেন; সর্বাধিক দূরবর্তী বিষয় ও এই রাজাগণের নিকটে বিরাজমান ।।৩।।

ধারয়ন্ত আদিত্যাসো জগৎ স্থা দেবা বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ।
দীর্ঘাধিয়ো রক্ষমাণা অসূর্যমৃতাবানশ্চয়মানা ঋণানি ॥৪॥

আদিত্যগণ জগতে যা কিছু চর এবং যা অচল সব কিছুই ধারণ করে থাকেন—(এই) দেবগণ লোকসমূহের রক্ষক বা পশুপালক স্বরূপ। যাঁদের জ্ঞান দূরবিস্তারিত, প্রভুত্বকে রক্ষা করতে করতে (তাঁরা) চিরদিন সত্যনিষ্ঠ এবং ঋণ বিমোচনকারী (হয়ে থাকেন) ।।৪।।

টীকা— চয়মানা ঋণানি—দোষ অপনোদন করেন— Griffith।

বিদ্যামাদিত্যা অবসো বো অস্য যদর্যমন্ ভয় আ চিন্ময়োভূ ।
যুষ্মাকং মিত্রাবরুণা প্রণীতৌ পরি শ্বভ্রেব দুরিতানি বৃজ্যাম্ ॥৫॥

হে আদিত্যগণ! যেন আমি তোমাদের (কৃত) এই রক্ষণ, হে অর্যমন্ যা বিপৎকালেও সুখাবহ, (তার কথা) অবগত হয়ে থাকি। তোমাদের সকলের নেতৃত্বে, হে মিত্র ও বরুণ, যেন আমি এই দুর্গতি পরিহার করে চলতে পারি যা দুর্গম স্থানের ন্যায় ।।৫।।

সুগো হি বো অর্যমন্ মিত্র পন্থা অনৃক্ষরো বরুণ সাধুরস্তি ।
তেনাদিত্যা অধি বোচতা নো যচ্ছতা নো দুষ্পরিহন্তু শর্ম ॥৬॥

যেহেতু তোমার মার্গ সহজগম্য, হে অর্যমন্ এবং মিত্র, —(যে পথ) মানুষের প্রতি নিরাপদ বরুণ, এবং সরলগামী—সেইহেতু আমাদের সপক্ষে কথা বল, হে আদিত্যগণ, আমাদের সেই আশ্রয় অথবা সুরক্ষা দাও যা দুর্ভেদ্য ।।৬।।

পিপর্তু নো অদিতী রাজপুত্রা[১] হতি দ্বেষাংস্যর্যমা সুগেভিঃ ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য শর্মোপ স্যাম পুরুবীরা অরিষ্টাঃ ॥৭॥

যেন রাজ-পুত্রগণের জননী, অদিতি এবং অর্যমন আমাদের সুগম পথের দ্বারা বিরুদ্ধতা হতে উত্তীর্ণ করেন। আমরা মিত্র ও বরুণের পরিব্যাপক আশ্রয়ের অভিমুখে যেন বহু বীর (যোদ্ধা) সহ এবং নিরুপদ্রবে বিদ্যমান থাকি ।।৭।।

১. রাজ-পুত্রা—সায়ণ—বিরাজমান পুত্র, Jamison— যাঁর পুত্রগণ রাজা।

তিস্রো ভূমীর্ধারযন্ ত্রীঁরুত দ্যূন্ ত্রীণি ব্রতা বিদথে অন্তরেষাম্ ।
ঋতেনাদিত্যা মহি বো মহিত্বং তদর্যমন্ বরুণ মিত্র চারু ॥৮॥

তাঁরা লোকত্রয় এবং স্বর্গত্রয়কে ধারণ করে থাকেন। যজ্ঞস্থলে তাঁদের বিধান তিন প্রকার। হে আদিত্যগণ! তোমাদের মাহাত্ম্য সত্যের মাধ্যমে ঐশ্বর্যময় হে অর্যমন্, মিত্র ও বরুণ/ সেই (তথ্য) উৎকৃষ্ট ।।৮।।

সায়ণভাষ্য—ভূমি= ত্রিলোক পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ।

Scanned with CamScanner

ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত হিরণ্যয়াঃ শুচয়ো ধারপূতাঃ।
অস্বপ্নজো অনিমিষা অদব্ধা উরুশংসা ঋজবে মর্ত্যায় ।।৯।।

তাঁরা তিনটি স্বর্গীয় আলোকদীপ্ত স্তরকে ধারণ করে থাকেন। যা স্বর্ণবর্ণ, সমুজ্জ্বল এবং (সোমরসের) প্রবাহের ন্যায় পবিত্র। (তাঁরা) নিদ্রাহীন, অনিমেষলোচন, বিশ্বসনীয় এবং সত্যসন্ধ মানবের জন্য বিশদভাবে স্তুতিযোগ্য ।।৯।।

ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষে ঽশ্যামায়ূংষি সুধিতানি পূর্বা ॥১০।।

তুমিই সকলের অধিপতি হে বরুণ, যাঁরা দেবতা ও যাঁরা মানব সকলের প্রভু। আমাদের বিশেষভাবে দর্শন করার জন্য শত শরৎকাল প্রদান কর। আমাদের জীবৎকাল যেন পূর্বে সুষ্ঠু নির্ধারিত সময়কে ব্যাপ্ত করে ।।১০।।

টীকা—অশ্যামায়ূংষি... যেন আমরা পূর্বজগণের ন্যায় দীর্ঘ ও মঙ্গলময় জীবন প্রাপ্ত হতে পারি।—Griffith.

ন দক্ষিণা বি চিকিতে ন সব্যা ন প্রাচীনমাদিত্যা নোত পশ্চা ।
পাক্যা চিদ্ বসবো ধীর্যা চিদ্ যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্ ॥১১।।

দক্ষিণ অথবা বাম কোন দিকই আমি বিশদভাবে জ্ঞাত নই, হে আদিত্যগণ! না অগ্রভাগে বা না পশ্চাদভাগে। হে বসুগণ! অপরিণত বুদ্ধিতে হোক বা জ্ঞানে হোক, তোমাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, যেন আমি ভয়-শূন্য আলোকপ্রাপ্ত হতে পারি ।।১১।।

যো রাজভ্য ঋতনিভ্যো দদাশ যং বর্ধয়ন্তি পুষ্টয়শ্চ নিত্যাঃ ।
স রেবান্ যাতি প্রথমো রথেন বসুদাবা বিদথেষু প্রশস্তঃ।।১২।।

যিনি সত্যের দ্বারা নীত রাজগণকে (আদিত্যগণকে) পরিচর্যা করেছেন এবং তাঁদের চিরন্তন অনুগ্রহ সকল যাঁকে সমৃদ্ধ করে থাকে তিনি মুখ্য ও সম্পদশালী হয়ে রথারোহণে ভ্রমণ করে থাকেন এবং যজ্ঞস্থলে ধনদাতৃরূপে প্রশংসিত হয়ে থাকেন ।।১২।।

শুচিরপঃ সূযবসা অদব্ধ উপ ক্ষেতি বৃদ্ধবয়াঃ সুবীরঃ ।
নকিষ্টং ঘ্নন্ত্যন্তিতো ন দূরাদ্ য আদিত্যানাং ভবতি প্রণীতৌ ॥১৩।।

সমুজ্জ্বল, বিশ্বসনীয়, মহাবলী তিনি শস্যসমৃদ্ধ (ক্ষেত্র যুক্ত) জলরাশির সন্নিকটে বাস করে থাকেন, তাঁর প্রাণশক্তি সু-প্রচুর এবং বহু বীর (তাঁর) সঙ্গী। নিকট বা দূর (কোন স্থান) হতেই তাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে না যিনি আদিত্যগণের বিধান প্রকৃষ্ট অনুসরণ করেন ।।১৩।।

অদিতে মিত্র বরুণোত মৃল যদ্ বো বয়ং চকৃমা কচ্চিদাগঃ ।
উর্বশ্যামভয়ং জ্যোতিরিন্দ্র মা নো দীর্ঘা অভি নশন্তমিস্রাঃ ॥১৪।।

হে অদিতি মিত্র এবং বরুণ! দয়া কর যদি আমরা তোমাদের প্রতি কোন অপরাধ করে থাকি। হে ইন্দ্র! সেই বিস্তারিত ভয়রহিত দীপ্তিকে যেন আমি প্রাপ্ত হতে পারি। যেন বিস্তৃত অন্ধকার আমাদের না ব্যাপ্ত করতে পারে ।।১৪।।

উভে অস্মৈ পীপয়তঃ সমীচী দিবো বৃষ্টিং সুভগো নাম পুষ্যন্ ।
উভা ক্ষয়াবাজয়ন্ যাতি পৃৎসূভাবর্ধৌ ভবতঃ সাধূ অস্মৈ ॥১৫।।

তাঁর জন্য উভয়ে (স্বর্গ ও মর্ত) যুগপৎ স্বর্গ হতে বৃষ্টিকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষরণ করেন; শোভন ভাগ্যশালী তিনি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন। উভয় বাসস্থান জয় করতে করতে তিনি সংগ্রামে রত হন। তাঁর জন্য ভুবনের উভয়ার্ধই অনুকূল ।।১৫।।

যা বো মায়া অভিদ্রুহে যজত্রাঃ পাশা আদিত্যা রিপবে বিচৃত্তাঃ ।
অশ্বীব তাঁ অতি যেষং রথেনারিষ্টা উরাবা শর্মন্ ৎস্যাম ॥১৬।।

হে যজনীয় আদিত্যগণ! বিরোধীগণের প্রতি তোমার যে মায়াজাল সমুদ্যত, প্রতারকের জন্য তোমার যে রজ্জুবন্ধন প্রসারিত, অশ্বারোহীর ন্যায় যেন আমি আমার রথের সাহায্যে সেই সকলকে অতিক্রম করতে পারি। তোমার বিস্তৃত সুরক্ষার মধ্যে যেন আমরা কখনো বিপন্ন না হয়ে থাকি ।।১৬।।

মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ ।
মা রায়ো রাজন্ ৎসুয়মাদব স্থাং বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥১৭।।

যেন কখনো আমি প্রিয় উদার এবং ধনশালী মিত্রের অভাব অনুভব না করি। হে বরুণ! যেন কখনো আমি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য সম্পদের অভাব অনুভব না করি, হে রাজন! যেন আমরা যজ্ঞস্থলে বীরগণসহ সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি ।।১৭।।

Scanned with CamScanner

(সূক্ত-২৮)

বরুণ দেবতা। কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

ইদং কবেরাদিত্যস্য স্বরাজো বিশ্বানি সান্ত্যভ্যস্তু মহ্না ।
অতি যো মন্দ্রো যজথায় দেবঃ সুকীর্তিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ ॥১॥

স্বয়ং দীপ্যমান ক্রান্তদর্শী আদিত্যের প্রতি (কৃত) এই স্তুতি মাহাত্ম্যের দ্বারা সকল অস্তিত্বকে অভিভূত করে। (এই স্তুতি) সেই দেবতার যিনি যজমানের প্রতি সাতিশয় সুখদাতা, আমি প্রাচুর্যবান শক্তিমান বরুণের নিকট সুখ্যাতি প্রার্থনা করি ।।১।।

তব ব্রতে সুভগাসঃ স্যাম স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ ।
উপায়ন উষসাং গোমতীনামগ্নয়ো ন জরমাণা অনু দ্যূন্ ॥২॥

হে বরুণ! আমরা যেন তোমার উপাসনাকার্যে শোভনভাগ্য লাভ করি যখন সম্যক প্রযত্নে, আমরা তোমার স্তুতি করেছি। (ইদানীং) গো-সমৃদ্ধ উষাকালের আগমনে যখন আমরা দিনের পর দিন অগ্নির ন্যায় (জাগ্রত হয়ে) স্তুতি করেছি ।।২।।

তব স্যাম পুরুবীরস্য শর্মন্নুরুশংসস্য বরুণ প্রণেতঃ ।
যূয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধা অভি ক্ষমধ্বং যুজ্যায় দেবাঃ ॥৩॥

আমরা যেন তোমার সুরক্ষায় বিদ্যমান থাকি, হে বরুণ, আমাদের পরিচালক, যে তুমি শোভন বীরগণ(সমৃদ্ধ) এবং প্রথিত প্রশস্তি সম্পন্ন। হে অদিতির বিশ্বসনীয় পুত্রগণ! হে দেবগণ, আমাদের (তোমাদের সঙ্গে মৈত্রীতে) আবদ্ধ হবার অনুমতি দাও ।।৩।।

প্র সীমাদিত্যো অসৃজদ্ বিধর্তাঁ ঋতং সিন্ধবো বরুণস্য যন্তি ।
ন শ্রাম্যন্তি ন বি মুচন্ত্যেতে বয়ো ন পপ্তূ রঘুয়া পরিজ্মন্ ॥৪॥

তাদের পালনকর্তা আদিত্য তাদের প্রবাহিত করেছিলেন; বরুণের বিধান অনুসারেই নদীগুলি প্রবাহিত হয়। ইহারা শ্রান্ত হয় না, অথবা বিরত হয় না, আমাদের চারিদিকে বায়ু ভরে পক্ষীকুলের ন্যায় দ্রুত বিচরণ করে ।।৪।।

বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ খামৃতস্য ।
মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্যপসঃ পুর ঋতোঃ ॥৫॥

হে বরুণ! আমাকে বন্ধনকারী পাশের ন্যায় (আমার) পাপ ভার হতে শিথিলবন্ধ করে দাও। আমরা তোমার সত্যের (প্রবাহের) উৎসমুখে প্রাপ্ত হব। আমি যখন প্রেরণাকে বয়ন করি তখন আমার (চেতনার) তন্তুজাল ছেদন কোর না, আমার কর্মভারের পূর্ণ পরিমাপ যেন যথাকালের পূর্বেই বিনষ্ট না হতে পারে ।।৫।।

টীকা— খাম্ ঋতস্য.. ইত্যাদি—তোমার সত্য ব্রতকে যথাযথ যেন অনুসরণ করি তার ফলে জীবন ও তোমার আশীঃ লাভ করব—Griffith।

অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎ সম্রাল়ৃতাবোঽনু মা গৃভায় ।
দামেব বৎসাদ্ বি মুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে ॥৬॥

ভয়কে আমার নিকট হতে বিদূরিত কর হে বরুণ! হে সত্যসন্ধ, রাজাধিরাজ, আমাকে অনুগ্রহ কর। গোশাবকের (শরীর) হতে বন্ধনরজ্জুর ন্যায় (আমারও) বিপদসকল মোচন কর; কারণ, আমি নিমেষপাতের (ক্ষণ) মাত্র তোমা হতে দূরে থাকতে অক্ষম ।।৬।।

টীকা— সায়ণভাষ্য—তুমি ব্যতীত অপর কেউ নিমেষ পাতেরও অধিকারী নয়।

মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণ্বন্তমসুর ভ্রীণন্তি ।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥৭॥

আমাদের প্রতি হন্তারক অস্ত্র সকল (নিক্ষেপ) কোর না, হে বরুণ! হে প্রভু। যে অস্ত্র তোমার অন্বেষণকালে অপরাধীকে আঘাত করে। আমরা যেন আলোকোজ্জ্বল (স্থান) হতে দেশান্তরে গমন না করি। জীবন-ধারণের জন্য আমাদের প্রতি দোষ সকলকে (বিদ্বেষকে) মন্দীভূত কর ।।৭।।

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনমুতাপরং তুবিজাত ব্রবাম ।
ত্বে হি কং পর্বতে ন শ্রিতান্যপ্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি ॥৮॥

হে সবলে সঞ্জাত বরুণ! পুরাকালে এবং বর্তমানে ভবিষ্যকালেও অবশ্যই আমরা তোমার প্রতি আমাদের প্রণতি ঘোষণা করব। কারণ হে অপরাজেয় দেবতা! অচঞ্চল নীতিসমূহ তোমার প্রতি সেইভাবে বিধৃত থাকে যেন কোন পর্বতে আশ্রিত ।।৮।।

Scanned with CamScanner

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজম্ ।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস আ নো জীবান্ বরুণ তাসু শাধি ॥৯।।

সেই সকল অপরাধ যা আমি সম্পাদন করেছি দূরে অপসারণ কর। হে রাজন! অন্যের কৃত (কর্মে)র জন্য যেন আমি (ফল) ভোগ না করি। অবশ্যই আরো বহু উষাকাল এখনো সমুদিত হয়নি। হে বরুণ! সেই সকল কালে জীবিত থাকার জন্য আমাদের নির্দেশ দাও ।।৯।।

যো মে রাজন্ যুজ্যো বা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহ্যমাহ ।
স্তেনো বা যো দিপ্সতি নো বৃকো বা ত্বং তস্মাদ্ বরুণ পাহ্যস্মান্ ॥১০।।

হে রাজন! যদি স্বপ্নমধ্যে আমার কোন আত্মজন অথবা কোন মিত্র ভীত আমার প্রতি ভীতিপ্রদ বাক্য বলে থাকে অথবা চৌর বা শ্বাপদ আমার ক্ষতি সাধন করতে চায়, হে বরুণ, তুমি আমাদের সেই (অবস্থা) হতে ত্রাণ কোর ।।১০।।

মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্ ৎসুয়মাদব স্থাং বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥১১।।

যেন কখনো আমি প্রিয়, উদার এবং ধনশালী মিত্রের অভাব অনুভব না করি। হে বরুণ! যেন কখনো আমি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য সম্পদের অভাব অনুভব না করি, হে রাজন্! যেন আমরা যজ্ঞস্থলে বীরগণসহ সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি ।।১১।।

(সূক্ত-২৯)

বিশ্বদেব দেবতা। কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরে মৎ কর্ত [১]রহসূরিবাগঃ।
শৃণ্বতো বো বরুণ মিত্র দেবা ভদ্রস্য বিদ্বাঁ অবসে হুবে বঃ ॥১।।

হে প্রাণশক্তিময় আদিত্যগণ! যারা নীতিসমূহের পালনকর্তা, (তোমরা) আমার নিকট হতে আমার পাপকে দূরে রাখ, যেমন করে কোন নারী গোপনে প্রসব করে। তোমরা বরুণ, মিত্র ও (অন্য) দেবগণ অবধান কর, (যা) মঙ্গলময় (তার তত্ত্ব) অবগত হয়ে আমি সাহায্যের জন্য তোমাদের আহ্বান করছি ।।১।।

১. রহসু—ব্যভিচারিণী নারী। —সায়ণভাষ্য।

যূয়ং দেবাঃ প্রমতির্যূয়মোজো যূয়ং দ্বেষাংসি সনুতর্যুযোত ।
অভিক্ষত্তারো[১] অভি চ ক্ষমধ্বমদ্যা চ নো মৃলয়তাপরং চ ॥২।।

হে দেবগণ! তোমরাই উৎকৃষ্ট ধী, তোমরা শক্তি, তোমরা বিরোধিতাকে দূরে অপসারণ কর। (সম্পদ) বিভাজক তোমরা আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে থাক; অদ্য এবং ভবিষ্যৎকালেও আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়ে থাক ।।২।।

১. অভিক্ষত্তারঃ— শত্রুগণের বিনাশক—সায়ণভাষ্য।

কিমূ নু বঃ কৃণবামাপরেণ কিং সনেন বসব আপ্যেন ।
যূয়ং নো মিত্রাবরুণাদিতে চ স্বস্তিমিন্দ্রামরুতো দধাত ॥৩।।

ইদানীং তোমাদের জন্য কি প্রকারে অপরকাল (ভাবী মিত্রতা) দ্বারা পরিচর্যা করব, হে শ্রেষ্ঠগণ! আমাদের অতীতকালীন মিত্রতা দ্বারা কি (প্রকারে পরিচর্যা) করব? তোমরা মিত্র, বরুণ এবং অদিতি, ইন্দ্র ও মরুৎগণ আমাদের জন্য কল্যাণ বিস্তার কর ।।৩।।

হয়ে দেবা যূয়মিদাপয়ঃ স্থ তে মৃলত নাধমানায মহ্যম্ ।
মা বো রথো মধ্যমবালৃতে ভূন্মা যুষ্মাবৎস্বাপিষু শ্রমিষ্ম ॥৪।।

ওহে দেবগণ! কেবলমাত্র তোমরাই আমাদের মিত্র। তোমরা যাজ্ঞারত আমাকে (স্তোতাকে) কৃপা কর। যেন তোমাদের রথ আমাদের যজ্ঞের অভিমুখে মন্দগমনে আগমন না করে (অথবা শীঘ্র আগমন করে)। তোমাদের তুল্য বন্ধুর যেন আমাদের শ্রান্ত না হতে দেন ।।৪।।

টীকা— মধ্যমবাট্ ইত্যাদি— আমাদের রথ যেন তোমাদের বিনা (পথের? যুদ্ধের?) মধ্যমভাগে বিচরণ না করে—Jamison।

প্র ব একো মিমিয় ভূর্যাগো যন্মা পিতেব কিতবং শশাস ।
আরে পাশা আরে অঘানি দেবা মা মাধি পুত্রে বিমিব গ্রভীষ্ট ॥৫।।

একমাত্র আমি তোমাদের প্রতি বহু অপরাধ করেছি। যে কারণে তোমরা আমাকে শাসন করেছ যেন পিতা দ্যুতকার পুত্রকে। তোমার বন্ধনজাল যেন দূরে থাকে, দূরে থাকে আমার পাপ, সকল হে দেবগণ, আমাকে যেন পুত্রের (বিদ্যমানে) পক্ষীর ন্যায় অধিগ্রহণ কোর না ।।৫।।

টীকা—মা গ্রভীষ্ট—ব্যাধ যেমন পাখীকে বন্দী করে ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

অর্বাঞ্চো অদ্যা ভবতা যজত্রা আ বো হার্দি ভয়মানো ব্যয়েয়ম্ ।
ত্রাধ্বং নো দেবা নিজুরো বৃকস্য ত্রাধ্বং কর্তাদবপদো যজত্রাঃ ॥৬॥

অদ্য আমাদের অভিমুখে অনুকূল হয়ে থাক হে যজনীয়গণ! কারণ অন্তরে ভয়তাড়িত অবস্থায় তোমাদের প্রতি আমি উপস্থিত হব। হে দেবগণ! আমাদের রক্ষা কর। (হিংস্র) শ্বাপদের (কৃত) বিনাশ হতে রক্ষা কর, হে যজনীয়গণ! গহ্বরে পতন হতে রক্ষা কর ।।৬।।

মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ ।
মা রায়ো রাজন্ ৎসুয়মাদব স্থাং বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥৭॥

যেন কখনো আমি প্রিয় উদার এবং ধনশালী মিত্রের অভাব অনুভব না করি। হে বরুণ! যেন কখনো আমি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য সম্পদের অভাব অনুভব না করি, হে রাজন্! যেন আমরা যজ্ঞস্থলে বীরগণসহ সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি ।।৭।।

(সূক্ত-৩০)

(১) ঋক্ হতে ৫,৭,৮,১০ ইন্দ্র, (৬) সোম ও ইন্দ্র, (৮) সরস্বতী, (৯) বৃহস্পতি, (১১)মরুৎগণ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

ঋতং দেবায় কৃণ্বতে সবিত্র ইন্দ্রায়াহিঘ্নে ন রমন্ত আপঃ ।
অহরহর্যাত্যক্তুরপাং ক্রিয়াত্যা প্রথমঃ সর্গ আসাম্ ॥১॥

যিনি সত্য (বিধান) করেন সেই দ্যোতমান সবিতার উদ্দেশে, অহিহন্তা ইন্দ্রের উদ্দেশে জলপ্রবাহ বিরত হয় না। দিনে দিনে সেচনরত জলধারা প্রবাহিত হতে থাকে। কতকাল পূর্বে তাদের প্রথম স্যন্দন শুরু হয়েছিল? ।।১।।

টীকা— অক্তুঃ— রাত্রিকালে? (Jamison) অথবা griffith বলেছেন অক্তুরপাং—উজ্জ্বল জলের ধারা অর্থাৎ জলের প্রবাহকে উষাকালের নিয়মিত ধারার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

যো বৃত্রায় সিনমত্রাভরিষ্যৎ প্র তং জনিত্রী বিদুষ উবাচ ।
পথো রদন্তীরনু জোষমস্মৈ দিবেদিবে ধুনয়ো যন্ত্যর্থম্ ॥২॥

যিনি বৃত্রের প্রতি এখানে অস্ত্র নিক্ষেপে উদ্যত হয়েছিলেন তাঁর (বিষয়ে) মাতা অভিজ্ঞকে (ইন্দ্রকে?) বলেছিলেন; তাঁর জন্য পথ খনন করে সানন্দে নদীগুলি প্রতিদিন লক্ষ্য অভিমুখে গমন করে ।।২।।

টীকা—এখানে শ্লোকার্থ কিছুটা অস্পষ্ট। মাতা বলতে পৃথিবী অথবা অদিতিকে বোঝায় এবং জ্ঞানবান যদি ইন্দ্রকে বোঝায় তবে প্রথম উল্লিখিত পুরুষ সম্ভবত সূর্য।

ঊর্ধ্বো হ্যস্থাদধ্যন্তরিক্ষে ঽধা বৃত্রায় প্র বধং জভার ।
মিহং বসান উপ হীমদুদ্রোৎ তিগ্মায়ুধো অজয়চ্ছত্রুমিন্দ্রঃ ॥৩॥

তিনি অন্তরিক্ষ লোকের ঊর্ধ্বে সমুন্নত হয়ে অধিষ্ঠান করেছিলেন। অতঃপর তিনি বৃত্রের প্রতি নিম্নাভিমুখে ঘাতক (অস্ত্র) নিক্ষেপ করলেন। নিজেকে কুয়াশায় আবৃত করে (বৃত্র) তাঁর প্রতি ধাবিত হল। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে ইন্দ্র তাঁর প্রতিপক্ষকে জয় করলেন ।।৩।।

বৃহস্পতে তপুষাশ্নেব বিধ্য বৃকদ্বরসো অসুরস্য বীরান্ ।
যথা জঘন্থ ধৃষতা পুরা চিদেবা জহি শত্রুমস্মাকমিন্দ্রঃ॥৪॥

হে বৃহস্পতি! অত্যুত্তপ্ত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় (বজ্রদ্বারা) (বিপক্ষীয়) বীরদের ভেদ কর, যারা শ্বাপদতুল্য গতি সম্পন্ন। যেমন অতীতে তুমি সবলে হনন করেছিলে, সেই ভাবেই হে ইন্দ্র, আমাদের বিপক্ষকে বিনাশ কর ।।৪।।

অব ক্ষিপা দিবো অশ্মানমুচ্চা যেন শত্রুং মন্দসানো নিজূর্বাঃ ।
তোকস্য সাতৌ তনয়স্য ভূরেরস্মাঁ অর্ধং কৃণুতাদিন্দ্র গোনাম্ ॥৫॥

ঊর্ধ্ব আকাশ হতে তোমার প্রস্তর (বজ্র) নিক্ষেপ কর, যার দ্বারা (সোমপানে) উত্তেজিত তুমি, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশেষিত কর। অতঃপর বংশধর এবং বহুপুত্রলাভে ও গাভী (পশু) লাভে হে ইন্দ্র, আমাদের (সমৃদ্ধির) অর্ধাংশ দান কর ।।৫।।

প্র হি ক্রতুং বৃহথো যং বনুথো রধ্রস্য স্থো যজমানস্য চোদৌ ।
ইন্দ্রাসোমা যুবমস্মাঁ অবিষ্টমস্মিন্ ভয়স্থে কৃণুতমু লোকম্ ॥৬॥

তোমরা উভয়ে যার প্রতি প্রীত হও (তার) কর্মকে উৎকর্ষ দাও, কিন্তু তোমরা ধনী যজমানেরও কর্মে প্রেরণা দাতা; হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা কর। এই ভয়-সংকুল স্থানে (নির্বিঘ্ন) আবাস (নির্মাণ) কর ।।৬।।

Scanned with CamScanner

ন মা তমন্ন শ্রমন্নোত তন্দ্রন্ন বোচাম মা সুনোতেতি সোমম্ ।
যো মে পৃণাদ্ যো দদদ্ যো নিৰোধাদ্ যো মা সুন্বন্তমুপ গোভিরায়ৎ ॥৭॥

আমার ক্লান্তি আসে না বা শ্রান্তি আসে না অথবা তন্দ্রাও (আমাকে) আচ্ছন্ন করে না, এবং কখনই আমরা যেন না বলি, সোম অভিষব কোর না (তাঁর—ইন্দ্রের জন্য)। (যে ইন্দ্র) আমাকে পালন করেন, যিনি (উপহার) দান করেন, যিনি (স্তুতি) অবধান করেন, যিনি সোম সবনরত আমার উদ্দেশে গাভীগণসহ আগমন করেন ।।৭।।

সরস্বতি ত্বমস্মাঁ অবিড়িঢ মরুত্বতী ঘৃষতী জেষি শত্রূন্ ।
ত্যং চিচ্ছর্ধন্তং তবিষীয়মাণমিন্দ্রো হন্তি বৃষভং শণ্ডিকানাম্ ॥৮॥

হে সরস্বতি! তুমি আমাদের রক্ষা কর। মরুৎগণের সাহচর্যে শক্তিমতী হয়ে তুমি প্রতিপক্ষকে পরাজিত কর। যখন সেই স্পর্ধারত নিজ শক্তির আস্ফালনকারী, শণ্ডিকগণের নেতাকে ইন্দ্র হনন করেছিলেন ।।৮।।

যো নঃ সনুত্য উত বা জিঘত্নুরভিখ্যায় তং তিগিতেন বিধ্য ।
বৃহস্পত আয়ুধৈর্জেষি শত্রূন্ দ্রুহে রীষন্তং পরি ধেহি রাজন্ ॥৯॥

যে কেহ দূরস্থিত বা (নিকটস্থিত) আমাদের আঘাত করতে আগ্রহী হয়, তাকে গোচরীভূত করে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে আহত কর। হে বৃহস্পতি! অস্ত্র দ্বারা তুমি বিপক্ষকে জয় করে থাক। হে রাজন! বিরোধীকে সর্বতঃ বিনাশ অভিমুখে প্রেরণ কর ।।৯।।

অস্মাকেভিঃ সত্বভিঃ শূর শূরৈর্বীর্যা কৃধি যানি তে কর্ত্বানি ।
জ্যোগভূবন্ননুধূপিতাসো হত্বী তেষামা ভরা নো বসূনি ॥১০॥

আমাদের যোদ্ধৃগণসহ, বীরগণসহ, হে বীর, তোমার বীরত্বব্যঞ্জক কর্তব্য সকল সম্পাদন কর। দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের (শত্রুদের) (অনুমিত) বীরত্ব অতিরঞ্জিত হয়েছে। তাদের হনন করে, তাদের সম্পদ আমাদের প্রতি এখানে আনয়ন কর ।।১০।।

তং বঃ শর্ধং মারুতং সুম্নয়ুর্গিরোপ ব্রুবে নমসা দৈব্যং জনম্ ।
যথা রয়িং সর্ববীরং নশামহা অপত্যসাচং শ্রুত্যং দিবেদিবে ॥১১॥

হে মরুৎসংঘ! অনুগ্রহ প্রার্থী আমি তোমাদের উদ্দেশে প্রশস্তিসহ বাচন করি। সশ্রদ্ধভাবে আমি স্বর্গীয় জনসকলকে সম্ভাষণ করি। যেন আমরা পর্যাপ্ত বীরসমৃদ্ধ সম্পদ, যথানুক্রমে দিনে দিনে খ্যাতির যোগ্য সন্তানগণসহ লাভ করতে পারি ।।১১।।

(সূক্ত-৩১)

বিশ্বদেব দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৭।

অস্মাকং মিত্রাবরুণাবতং রথমাদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভিঃ সচাভুবা ।
প্র যদ্ বয়ো ন পপ্তন্বস্মনস্পরি শ্রবস্যবো হৃষীবন্তো বনর্ষদঃ ॥১॥

সহায়তা কর হে মিত্রাবরুণ! আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আমাদের রথকে (রক্ষা কর)। যখন (সেই রথ) বনবাসী পক্ষীকুলের ন্যায় নিবাস হতে তাদের উৎফুল্ল অবস্থায়, যশঃপ্রার্থী হয়ে প্রকর্ষের সঙ্গে ধাবিত হয় ।।১।।

অধ স্মা ন উদবতা সজোষসো রথং দেবাসো অভি বিক্ষু বাজয়ুম্ ।
যদাশবঃ পদ্যাভিস্তিত্রতো রজঃ পৃথিব্যাঃ সানৌ জঙ্ঘনন্ত পাণিভিঃ ॥২॥

হে সমচিত্ত দেবগণ! তোমরা আমাদের রথকে ক্ষিপ্রভাবে সহায়তা কর যখন বিবিধ জনগোষ্ঠীর অভিমুখে ধন অথবা অন্ন (আহরণের) উদ্দেশ্যে গমন করে। যখন সেই দ্রুতগামীগণ পাদবিক্ষেপের মাধ্যমে অন্তরিক্ষলোক অতিক্রম করতে করতে পৃথিবীর অধিত্যকায় খুরের বারংবার আঘাত করে থাকে ।।২।।

উত স্য ন ইন্দ্রো বিশ্বচর্ষণির্দিবঃ শর্ধেন মারুতেন সুক্রতুঃ ।
অনু নু স্থাত্যবৃকাভিরূতিভী রথং মহে সনয়ে বাজসাতয়ে ॥৩॥

এবং যেন এই ইন্দ্র (যিনি) সকল মানবের মিত্রভূত, (যিনি) শোভন প্রজ্ঞাবান, স্বর্গীয় মরুৎসংঘের সঙ্গে, আমাদের রথের (সঙ্গে) অবস্থান করেন, সেই সুরক্ষাদ্বারা হিংস্র (শত্রুকে) দূরে রাখেন প্রচুর (ধন) প্রাপ্তির ও অন্ন বা বল লাভের উদ্দেশ্যে ।।৩।।

উত স্য দেবো ভুবনস্য সক্ষণিস্ত্বষ্টা গ্নাভিঃ সজোষা জূজুবদ্ রথম্ ।
ইলা ভগো বৃহদ্দিবোত রোদসী পূষা পুরংধিরশ্বিনাবধা পতী ॥৪॥

অথবা যেন এই ত্বষ্টা, যিনি জগতের বিজেতা তিনি দেবপত্নীগণের সমবেত সাহায্যে আমাদের রথকে গতিময় করেন—ইলা, ভগ, বৃহদ্দিবা, দ্যৌ ও পৃথিবী, পূষণ, পুরন্ধি (প্রাচুর্য) এবং রাজদ্বয়—(বা) অশ্বিনদ্বয় ।।৪।।

টীকা— সায়ণ—পতী অশ্বিনৌ অর্থাৎ সূর্য-কন্যা সূর্যার দুই স্বামী অশ্বিনদ্বয়

Scanned with CamScanner

উত ত্যে দেবী সুভগে মিথূদৃশোষাসানক্তা জগতামপীজুবা ।
স্তুষে যদ্ বাং পৃথিবি নব্যসা বচঃ স্থাতুশ্চ[1] বয়স্ত্রিবয়া[2] উপস্তিরে ॥৫॥

অথবা দুই সৌভাগ্যশালিনী বিপরীতরূপিণী দেবী, উষা এবং রাত্রি, যাঁরা সকল জীবিত প্রাণীকে কার্যে প্রণোদিত করেন। যখন (হে স্বর্গ ও) মর্ত, আমি নবতম বাক্যাবলী দ্বারা তোমাদের উভয়কে প্রশস্তি করি, যা কিছু স্থাবর তা হতে তোমরা ত্রিপ্রকার অন্ন বিস্তারিত করতে পার ॥৫॥

১. স্থাতুঃ— উদ্ভিদ জগৎ যা স্থির থাকে।
২. ত্রিবয়াঃ—সায়ণের মতে ওষধী অর্থাৎ শস্যজাত, সোম এবং পশু এই তিন প্রকার হবিঃ।

উত বঃ শংসমুশিজামিব শ্মস্যহির্বুধ্ন্যোঽজ একপাদুত ।
ত্রিত ঋভুক্ষাঃ সবিতা চনো দধে ঽপাং নপাদাশুহেমা ধিয়া শমি ॥৬॥

এবং তোমাদের আশীঃ কে আমরা ঋত্বিগগণের প্রতি অনুগ্রহরূপে স্তুতি কামনা করি; অহি বুধ্ন্য, অজা একপাদ্ এবং ত্রিত, ঋভুগণের অধিপতি এবং সবিতৃ যেন আনন্দ লাভ করেন এবং অপাং নপাত্ (জলরাশির পৌত্র) যিনি শীঘ্র (অশ্বগুলিকে) গমন করান (আমাদের) মনীষা ও কর্মের মাধ্যমে ॥৬॥

এতা বো বশ্ম্যুদ্যতা যজত্রা অতক্ষন্নয়বো নব্যসে সম্ ।
শ্রবস্যবো বাজং চকানাঃ সপ্তির্ন রথ্যো অহ ধীতিমশ্যাঃ ॥৭॥

হে যজনীয়গণ! আমি এই সকল (প্রার্থনা) তোমাদের উদ্দেশে উচ্চারণ করি। জীবিত মানবগণ (এই সকলকে) এক নূতনতর (স্তোত্রের মাধ্যমে) একত্রে নির্মাণ করেছেন। যশের কামনা করে, অন্নের সন্ধান করে রথ (সংযুক্ত) বিচরণশীল অশ্বের ন্যায় তাঁরা যেন মনীষা প্রাপ্ত হতে পারেন ॥৭॥

(সূক্ত-৩২)

(১) ঋকের দ্যাবাপৃথিবী, (২ ও ৩) ইন্দ্র, (৪ ও ৫) রাকা, (৬ ও ৭) সিনবালী, (৮) ছয় জন দেবী দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

অস্য মে দ্যাবাপৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিত্রী বচসঃ সিষাসতঃ ।
যয়োরায়ুঃ প্রতরং তে ইদং পুর উপস্তুতে বসূয়ুর্বাং মহো দধে ॥১॥

হে দ্যৌ ও পৃথিবী! অনুকূলভাবে আমার (কৃত) এই স্তুতিকে সহায়তা কর যা সত্যকে অনুসরণ করে এবং অভীষ্ট লাভ প্রার্থী। তোমরা উভয়ে যাঁদের আয়ুষ্কাল প্রকৃষ্টতর, যাঁদের অভিমুখে স্তুতি করা হয়, সম্পদকামী আমি তাঁদের মহিমার সঙ্গে অগ্রভাগে স্থাপন করি ॥১॥

মা নো গুহ্যা রিপ আয়োরহন্ দভন্ মা ন আভ্যো রীরধো দুচ্ছুনাভ্যঃ ।
মা নো বি যৌঃ সখ্যা বিদ্ধি তস্য নঃ সুম্নায়তা মনসা তৎ ত্বেমহে ॥২॥

মানবের গোপন হিংসা যেন আমাদের দিবা (রাত্রে) বিপন্ন না করে; আমাদের এই সকল দুর্গতির মধ্যে সংকটাপন্ন কোর না। তোমার মৈত্রী হতে আমাদের দূরে রেখো না; আমাদের (স্তুতি) বিষয়ে অবধান কর। অনুগ্রহপ্রার্থী চিত্তে আমরা তোমার প্রতি এই প্রার্থনা করি ॥২॥

অহেলতা মনসা শ্রুষ্টিমা বহ দুহানাং ধেনুং পিপ্যুষীমসশ্চতম্ ।
পদ্যাভিরাশুং বচসা চ বাজিনং ত্বাং হিনোমি পুরুহূত বিশ্বহা ॥৩॥

ক্রোধশূন্য চিত্তে শ্রবণেচ্ছাকে এই বিষয়ে বহন (নিযুক্ত) কর, (যা) দোহনযোগ্য, অনিঃশেষ পয়স্বিনী গাভীর ন্যায়। (মন্ত্রের)পদসমূহ দ্বারা এবং বাক্যাবলী দ্বারা আমি তোমাকে, প্রত্যহ প্রেরিত করি, হে বারংবার আহূত! ক্ষিপ্র ও বলবানকে ॥৩॥

রাকামহং[1] সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা ।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যম্ ॥৪॥

আমি সুষ্ঠু স্তুতি দ্বারা রাকাকে, শোভন (ভাবে) আবাহনযোগ্যাকে আহ্বান করি। সেই উত্তমধনবতী যেন আমাদের (আহূতি) শ্রবণ করেন; তিনি স্বয়ং যেন (আমাদের অভিপ্রায়) উপলব্ধি করেন। যেন তিনি কোন অভেদ্য সূচীদ্বারা তাঁর কর্ম সীবন করে তোলেন এবং কোন প্রশংসার যোগ্য, বহু ধনপ্রদ বীর পুত্র দান করেন ॥৪॥

১. রাকা—পূর্ণিমার দেবী, সন্তান লাভের দেবী।

Scanned with CamScanner

যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনি ।
তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগেররাণা ॥৫॥

হে রাকা! তোমার যে সকল সুষ্ঠু চিন্তা, যা সুন্দর আকৃতিযুক্ত, যার সাহায্যে তুমি হবির্দাতা যজমানকে ধন দান কর, অদ্য সেই সকলের সঙ্গে, হে উদার হৃদয়া, আমাদের নিকট আগমন কর, হে সৌভাগ্যবতি! (আমাদের) সহস্রসংখ্যক পোষণ দান কর ॥৫॥

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা ।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড়্ঢি নঃ ॥৬॥

হে সিনীবালি! বিপুলকবরীশোভিতা, যে তুমি দেবগণের ভগিনী, প্রদত্ত হব্য উপভোগ কর; হে দেবি! আমাদের প্রতি সন্তান দান কর ॥৬॥

যা সুৰাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ সুষূমা ৰহুসূবরী ।
তস্যৈ বিশ্‌পত্ন্যৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতন ॥৭॥

সেই (দেবী) যিনি সুন্দর বাহু যুক্তা, সুন্দর অঙ্গুলি যুক্তা, বহু সন্তানের সুষ্ঠু জননী, তাঁর প্রতি, গোষ্ঠীর পালয়িত্রীর, সিনীবালীর প্রতি আহুতি দান কর ॥৭॥

যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী ।
ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥৮॥

গুঙ্গু, সিনীবালী, রাকা, সরস্বতী (তাঁদের উদ্দেশে) এবং ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে আমি সাহায্যের জন্য আহ্বান করি এবং কল্যাণের জন্য বরুণানীকে আহ্বান করি ॥৮॥

টীকা—রাকা, গুঙ্গু, সিনীবালী এঁরা সকলেই চান্দ্র দেবী।

অনুবাক-৪

(সূক্ত-৩৩)

রুদ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্যস্য সংদৃশো যুযোথাঃ ।
অভি নো বীরো অর্বতি ক্ষমেত প্র জায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ ॥১॥

তোমার আনুকূল্য যেন এই (স্থান) অভিমুখে আগমন করে, হে মরুৎগণের পিতা! সূর্যের সন্দর্শন হতে যেন আমাদের বঞ্চিত কোর না। অশ্বারোহী বীর যেন (আমাদের প্রতি) সদয় থাকেন। হে রুদ্র! যেন আমরা সন্তানগণের মাধ্যমে প্রকৃষ্টভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে পারি ॥১॥

ত্বাদত্তেভী রুদ্র শংতমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ ।
ব্যস্মদ্ দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ ॥২॥

তোমার প্রদত্ত সর্বোত্তম কল্যাণকর ঔষধ সকল দ্বারা, রুদ্র, যেন আমি একশত শীতঋতু (বৎসর) ভোগ করতে পারি। আমাদের হতে হিংসা বিতাড়ন কর, পাপকে বিদূরিত কর এবং বিস্তারিত রোগ ও বিপদকে বিনাশ কর ॥২॥

শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াসি তবস্তমস্তবসাং বজ্রৰাহো ।
পর্ষি ণঃ পারমংহসঃ স্বস্তি বিশ্বা অভীতী রপসো যুযোধি ॥৩॥

সকল জাতকের মধ্যে, রুদ্র, তুমিই ঐশ্বর্য হেতুতে সর্বোত্তম। বলীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান, হে বজ্রহস্ত ধারণকারিন! দুর্গতি হতে তীরে আমাদের মঙ্গলের প্রতি উত্তরণ করাও। সর্বপ্রকার দুর্দশার আঘাত দূরে রাখ ॥৩॥

মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধামা নমোভির্মা দুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতী ।
উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি ॥৪॥

যেন আমরা (অযথা) প্রণতি ইত্যাদি দ্বারা, হে রুদ্র! (অথবা) নিকৃষ্ট স্তুতি বা (অন্য দেবগণের) সঙ্গে মিশ্রভাবে আহবানের ফলে, হে শক্তিমান অথবা কাম্যফলদাতা! তোমাকে ক্রোধান্বিত না করি, (আমাদের) বীরগণকে ঔষধ দ্বারা উপকৃত কর। আমি অবধান করেছি তুমি চিকিৎ-সকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ॥৪॥

Scanned with CamScanner

হবীমভির্হবতে যো হবির্ভিরব স্তোমেভী রুদ্রং দিষীয় ।
ঋদূদরঃ সুহবো মা নো অস্যৈ বভ্রুঃ সুশিপ্রো রীরধন্মনায়ৈ ॥৫॥

যিনি হব্যদ্রব্যাদিসহ স্তুতি দ্বারা আহূত হয়ে থাকেন সেই রুদ্রকে যেন আমি স্তোত্র সকল দ্বারা অনুকূলভাবে জয় করি। সেই পিঙ্গলবর্ণ, শোভন-হনূযুক্ত সদাশয় এবং সহজে আহ্বানযোগ্য দেবতা যেন সেই (ব্যক্তির) দুরভি প্রায়ের প্রতি আমাদের বশীভূত না করেন— ॥৫॥

উন্মা মমন্দ বৃষভো মরুত্বান্ ত্বক্ষীয়সা বয়সা নাধমানম্ ।
ঘৃণীব চ্ছায়ামরপা অশীয়াহহ বিবাসেয়ং রুদ্রস্য সুম্নম্ ॥৬॥

মরুৎগণের সঙ্গে সেই বলবান (রুদ্র) প্রার্থনারত আমাকে তাঁর সঞ্জীবক অন্নের মাধ্যমে পুনরুদ্দীপিত করেছিলেন। দোষমুক্ত আমি যেন, প্রখর সূর্যালোকে ছায়ার ন্যায় এইভাবে রুদ্রের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি ॥৬॥

ক্বস্য তে রুদ্র মৃলয়াকুর্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ ।
অপভর্তা রপসো দৈব্যস্যাভী নু মা বৃষভ চক্ষমীথাঃ ॥৭॥

রুদ্র কোথায় তোমার সেই কল্যাণপ্রদ হস্ত, যা ঔষধের ন্যায় স্বস্তিকর, (যা) দৈব প্রেরিত দুর্দশার নিবারণ করে? হে কাম্যফল প্রদায়ক, এখন যেন তুমি আমার প্রতি সদয় হতে পার ॥৭॥

প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো মহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি ।
নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভির্গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম ॥৮॥

সেই বলবান (কাম্যফলদাতা), পিঙ্গল বর্ণ, উজ্জ্বল-আননযুক্ত মহিমাময়ের প্রতি (আমি)এক মহান সুষ্ঠু স্তুতি পাঠ করি। আমরা শ্রদ্ধাপূর্বক সেই জ্যোতির্ময় প্রণম্যের উদ্দেশে স্তুতি করি। রুদ্রের প্রদীপ্ত নামকে (স্তুতি করি) ॥৮॥

স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বা উ যোষদ্ রুদ্রাদসূর্যম্ ॥৯॥

দৃঢ়াবয়ব বিশিষ্ট সেই শক্তিমান বিচিত্ররূপধারী পিঙ্গল বর্ণ (দেবতা) নিজেকে দ্যুতিময় স্বর্ণ (অলঙ্কারে) সজ্জিত করেছেন। রুদ্র, যিনি বিপুল জীবজগতের অধিকর্তা তাঁর নিকট হতে প্রভুত্ব কখনোই দূরে থাকে না ॥৯॥

অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্ নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্ ।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বং ন বা ওজীয়ো রুদ্র ত্বদস্তি ॥১০॥

যোগ্যতার সঙ্গেই তুমি ধনুর্বাণ বহন কর এবং যোগ্যতার সঙ্গে তোমার বিবিধাকৃতির মাননীয় কণ্ঠভূষণ(বহন কর)। যোগ্যতার সঙ্গে সমগ্র আকারহীন আতঙ্ককে তুমি দূর কর; হে রুদ্র! অবশ্যই তোমার অপেক্ষা বলবত্তর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই ॥১০॥

স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্ ।
মৃলা জরিত্রে রুদ্র স্তবানো হন্যং তে অস্মন্নি বপন্তু সেনাঃ ॥১১॥

সেই প্রখ্যাত, উচ্চ রথাসনে উপবিষ্ট, ঘোররূপ, ভয়ংকর বন্য শ্বাপদের ন্যায় আঘাতে উদ্যত নবীন (দেবতাকে) স্তুতি কর। স্তুতি লাভ করতে করতে, হে রুদ্র, স্তোতাকে কৃপা কর। যেন তোমার অস্ত্র সকল আমাদের ভিন্ন অপর পুরুষগণকে আঘাত করে ॥১১॥

কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতি নানাম রুদ্রোপযন্তম্ ।
ভূরের্দাতারং সৎপতিং গৃণীষে স্তুতস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে ॥১২॥

বালকও তার নিকটে আগমনরত অভিনন্দনরত পিতার প্রতি নত হয়ে থাকে, হে রুদ্র! আমি বহু (সম্পদের) দাতা, নিবাসগুলির অথবা বীরগণের অধিপতিকে স্তুতি করি। প্রশস্তি লাভ করে তোমার ঔষধ সকল আমাদের দান কর ॥১২॥

যা বো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শংতমা বৃষণো যা ময়োভু ।
যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শং চ যোশ্চ রুদ্রস্য বশ্মি ॥১৩॥

তোমাদের শুদ্ধ বা উজ্জ্বল ঔষধিসমূহ, হে ফল-দাতা মরুৎগণ! যা শ্রেষ্ঠ সুখদায়ক, যা নিরাময়প্রদ, যাকে আমাদের পিতা মনু নির্বাচন করেছিলেন, সেই সকল রুদ্রের (দান) আমি সুখ ও আয়ুষ্কাল রূপে কামনা করি ॥১৩॥

পরি ণো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ পরি ত্বেষস্য দুর্মতির্মহী গাৎ ।
অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ্বস্তোকায় তনয়ায় মৃল ॥১৪॥

রুদ্রের অস্ত্র যেন আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে। সেই তেজোদীপ্তের প্রবল ক্রোধ যেন আমাদের পরিত্যাগ করে। হে ধনবান দেবতা! তোমার দৃঢ় ধনু আমাদের যজমানদের অভিমুখ হতে পরিবর্তিত কর এবং আমাদের সন্তান ও বংশধারার প্রতি অনুগ্রহ কর ॥১৪॥

Scanned with CamScanner

এবা বভ্রো বৃষভ চেকিতান যথা দেব ন হৃণীষে ন হংসি।
হবনশ্রুন্নো রুদ্রেহ বোধি বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥১৫॥

হে পিঙ্গলবর্ণ কাম্য ফলদাতা! বলবান তুমি সর্বদা স্বরূপপ্রকাশক। যেন তুমি না ক্রুদ্ধ হও, হে দেব! না বধ কর; আমাদের আহ্বান শ্রবণ করে, হে রুদ্র! আমাদের বিষয়ে অবধান কর— যেন আমরা যজ্ঞস্থলে বীরগণসহ সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারি ।।১৫।।

(সূক্ত-৩৪)

মরুৎগণ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

ধারাবরা মরুতো ধৃষ্ণ্বোজসো মৃগা ন ভীমাস্তবিষীভিরর্চিনঃ।
অগ্নয়ো ন শুশুচানা ঋজীষিণো ভৃমিং ধমন্তো অপ গা অবৃণ্বত ॥১॥

অদম্য ক্ষমতার অধিকারী মরুৎগণ, যাঁরা জলপ্রবাহ হতে আনন্দলাভ করেন, যাঁরা শক্তিতে বন্য শ্বাপদের ন্যায় ভয়ংকর, যাঁরা স্তুত হয়ে থাকেন, অগ্নি (শিখার) ন্যায় যাঁরা প্রদীপ্ত, (সোমরসকে) যাঁরা ধারণ করেছেন (অথবা যাঁরা দুর্বার গতি) ঘূর্ণায়মান মেঘপুঞ্জকে যাঁরা প্রেরণ করেন (তাঁরা) গাভীগুলিকে মুক্ত করেছেন।।১।।

টীকা— অপঃ গাঃ অবৃণ্বত— বৃষ্টিকে মুক্ত করেছেন—সায়ণ।

দ্যাবো ন স্তৃভিশ্চিতয়ন্ত খাদিনো ব্যভ্রিয়া ন দ্যুতয়ন্ত বৃষ্টয়ঃ।
রুদ্রো যদ্ বো মরুতো রুক্মবক্ষসো বৃষাজনি পৃশ্ন্যাঃ[১] শুক্র উধনি ॥২॥

নক্ষত্র শোভিত আকাশের ন্যায় তাঁরা বাহুতে অলংকার ধারণ করে প্রকটিত হয়ে থাকেন। মেঘ হতে বৃষ্টি ধারার ন্যায় তাঁরা বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন। হে উজ্জ্বল বক্ষঃ(শোভা) বিশিষ্ট মরুৎগণ! যেহেতু বলবান রুদ্র তোমাদের জন্য পৃশ্নির নির্মল ক্রোড়ে জন্ম লাভ করেছিলেন ।।২।।

১. পৃশ্নি—বিচিত্ররূপা ভূমি—সায়ণাচার্য।

উক্ষন্তে অশ্বাঁ অত্যাঁ ইবাজিষু নদস্য কর্ণৈস্তুরয়ন্ত আশুভিঃ।
হিরণ্যশিপ্রা মরুতো দবিধ্বতঃ পৃক্ষং যাথ পৃষতীভিঃ সমন্যবঃ ॥৩॥

প্রতিযোগিতাকালে দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় তাঁরা (নিজ) অশ্বসকলকে সিক্ত করেন, শব্দায়মান (মেঘের অথবা কশার) 'কর্ণ' বশে তারা দ্রুতগামী বাহনগুলিকে ক্ষিপ্র চালনা করতে থাকেন; হে স্বর্ণময় শিরস্ত্রাণ(হনূদ্বয়) যুক্ত মরুৎগণ! তোমরা (সকল বস্তুকে) প্রকম্পিত করতে করতে সমৃদ্ধি কর, অন্নাদির প্রতি তোমাদের বিচিত্রবর্ণা মৃগী অশ্বী যোগে ধাবিত হও, হে সমানচিত্ত (মরুৎগণ) ।।৩।।

টীকা— সায়ণ—নদস্য কর্ণৈঃ—ইত্যাদির অর্থ-শব্দায়মান মেঘের উপরিভাগে দ্রুত ধাবিত হয়।

পৃক্ষে তা বিশ্বা ভুবনা ববক্ষিরে মিত্রায় বা সদমা জীরদানবঃ।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধস ঋজিপ্যাসো ন বয়ুনেষু ধূর্ষদঃ ॥৪॥

তাঁরা সকল জীবজগৎকে পোষণের উদ্দেশে মিত্রের প্রতি বহন করে এনেছেন, তাঁরা সর্বদা দ্রুতদান করে থাকেন। তাঁদের অশ্বগুলি বিচিত্রিত বর্ণের, তাঁরা অব্যাহত (ভাবে) সম্পদের অধিকারী, (সেই মরুৎগণ) রথের অগ্রভাগে আসীন (থাকেন যেমন) অকুটিল গতিতে উড্ডয়নক্ষম (পক্ষীকুল) বৃক্ষশাখার বিচিত্র বিন্যাসের উপর থাকে ।।৪।।

টীকা— সায়ণাচার্য—যেন পূর্ণগতিতে ধাবনক্ষম অশ্ব সকল-গমন পথের বিচিত্র বিন্যাসের মধ্যে বর্তমান।

ইন্ধন্বভির্ধেনুভী রপ্শদূধভিরধ্বস্মভিঃ পথিভির্ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।
আ হংসাসো ন স্বসরাণি গন্তন মধোর্মদায় মরুতঃ সমন্যবঃ ॥৫॥

(আগমন কর) তোমাদের সমুদ্ভাসিত এবং দুগ্ধভারসমৃদ্ধ ধেনুগণসহ, বাধাহীন পথে পথে, হে সমুজ্জ্বল অস্ত্রধারী মরুৎগণ! আশ্রয়সন্ধানী হংসশ্রেণীর ন্যায় মধুপানের মত্ততা অন্বেষণ করতে করতে সমান হৃদয় তোমরা এখানে আগমন কর ।।৫।।

আ নো ব্রহ্মাণি মরুতঃ সমন্যবো নরাং ন শংসঃ সবনানি গন্তন।
অশ্বামিব পিপ্যত ধেনভূধনি কর্তা ধিয়ং জরিত্রে বাজপেশসম্ ॥৬॥

আমাদের স্তোত্রের অভিমুখে আগমন কর, হে সমানচিত্ত মরুৎগণ! নারাশংস অগ্নির (মানুষের প্রশস্তি প্রাপকের) ন্যায় আমাদের সবনের প্রতি আগমন কর। অশ্বীর ন্যায় তাদের গাভীদের দুগ্ধভার বর্ধিত কর। স্তোতার অনুপ্রেরিত মনীষাকে ঐশ্বর্য দ্বারা শোভিত কর ।।৬।।

Scanned with CamScanner

তং নো দাত মরুতো বাজিনং রথ আপানং ব্রহ্ম চিতয়দ্ দিবেদিবে ।
ইষং স্তোতৃভ্যো বৃজনেষু কারবে সনিং মেধামরিষ্টং দুষ্টরং সহঃ ॥৭॥

হে মরুৎগণ! আমাদের রথ(সংযুক্ত) বলবান অশ্ব দান কর। ফলদায়ী স্তোত্র (দান কর) যা প্রতিদিন জ্ঞান সমৃদ্ধ করে। স্তোতৃগণকে অন্ন (দান কর), (যজ্ঞ) গৃহে কবিকে ফলরূপে প্রজ্ঞান এবং দুর্ধর্ষ অনাহত শক্তি প্রদান কর ॥৭॥

যদ্ যুঞ্জতে মরুতো রুক্মবক্ষসো ঽশ্বান্ রথেষু ভগ আ সুদানবঃ ।
ধেনুর্ন শিশ্বে স্বসরেষু পিন্বতে জনায় রাতহবিষে মহীমিষম্ ॥৮॥

যখন জ্যোতির্ময়-বক্ষঃ (ভূষণ)ধারী শোভনদাতা মরুৎগণ শোভনভাগ্যের জন্য তাঁদের নিজ নিজ অশ্বকে রথে যোজনা করেন, যেমন ভাবে গোষ্ঠে গাভীগুলি তাদের বৎসগুলিকে (দুগ্ধ) পান করায়, তাঁরা সকল হবির্দানকারী যজমানকে উত্তম খাদ্য প্রদান করেন ॥৮॥

যো নো মরুতো বৃকতাতি মর্ত্যো রিপুর্দধে বসবো রক্ষতা রিষঃ ।
বর্তয়ত তপুষা চক্রিয়াভি তমব রুদ্রা অশসো হন্তনা বধঃ ॥৯॥

সেই প্রতিপক্ষ মানব, যে আমাদের (হিংস্র) শ্বাপদ মধ্যে নিক্ষেপ করে—হে বরিষ্ঠ মরুৎগণ! তার বিরোধিতা হতে আমাদের রক্ষা কর। প্রজ্বলন্ত রথচক্রের দ্বারা তাকে পরিবেষ্টিত কর; হে রুদ্রগণ! সেই খাদক শত্রুর প্রাণঘাতী অস্ত্রকে অবদমিত কর ॥৯॥

টীকা— Jamison—অশসঃ — স্তুতিহীন শত্রু।

চিত্রং তদ্ বো মরুতো যাম চেকিতে পৃশ্ন্যা যদূধরপ্যাপয়ো দুহুঃ ।
যদ্ বা নিদে নবমানস্য রুদ্রিয়াস্ত্রিতং জরায় জুরতামদাভ্যাঃ ॥১০॥

হে মরুৎগণ! তোমাদের বিচিত্র পথ সুবিদিত (অথবা অধিক প্রদীপ্ত) হয়েছিল যখন নিকট জনেরা পৃশ্নির দুগ্ধভাণ্ড দোহন করেছিলেন। অথবা যখন স্তুতিরত ত্রিতকে নিন্দার জন্য হে রুদ্রের অপরাজেয় পুত্রগণ! ত্রিতকেও জরার জন্য তোমাদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল ॥১০॥

তান্ বো মহো মরুত এবয়াব্নো বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবামহে ।
হিরণ্যবর্ণান্ ককুহান্ যতস্রুচো ব্রহ্মণ্যন্তঃ শংস্যং রাধ ঈমহে ॥১১॥

সেই সকল মহিমাময় মরুৎকে, যাঁরা (নিজ নিজ) পথে গমন করেন, ক্ষিপ্রকারী বিষ্ণুর প্রতি (হব্য) আহুতি কালে তোমাদের জন্যই আবাহন করি। যজ্ঞীয় স্রুক্‌গুলিকে প্রসারিত করে, ব্রহ্ম (স্তোত্র) সকল পাঠ করতে করতে আমরা সুবর্ণদীপ্তিময়, মুখ্য (দেব)গণের প্রতি প্রশংসার যোগ্য উদারা ধন দানের জন্য প্রার্থনা করি ॥১১॥

টীকা— সায়ণ বলেছেন এখানে বিষ্ণু বলতে জনপ্রিয় সোম বোঝায়।

তে দশগ্বাঃ[১] প্রথমা যজ্ঞমূহিরে তে নো হিন্বন্তূষসো ব্যুষ্টিষু ।
উষা ন রামীররুণৈরপোর্ণুতে মহো জ্যোতিষা শুচতা গোঅর্ণসা ॥১২॥

সেই দশগ্বগণ সর্বপ্রথম যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। যেন তাঁরা উষার আভাসনকালে আমাদের বোধিত করেন। যেমন উষা তাঁর রক্তাভ রশ্মিজালের মাধ্যমে রাত্রিকে অনাচ্ছাদিত করে থাকেন। বিপুল দ্যুতিময় দুগ্ধসমুদ্রের ন্যায় আলোকোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে (রাত্রির অবসান করেন) ॥১২॥

১. দশগ্ব—প্রকৃতপক্ষে অঙ্গিরসবংশীয়। যারা দশ মাসের মধ্যে সত্র অনুষ্ঠান করে ফল লাভ করেছেন তাঁরা দশগ্ব।

তে ক্ষোণীভিররুণেভির্নাঞ্জিভী রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ ।
নিমেঘমানা অত্যেন পাজসা সুশ্চন্দ্রং বর্ণং দধিরে সুপেশসম্ ॥১৩॥

তাঁদের (বজ্র) গর্জনের মাধ্যমে, তাঁদের রক্তাভ (উষার আলোর) ন্যায় অলংকারের মাধ্যমে রুদ্রগণ সত্যের পীঠস্থানে শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। ক্ষিপ্রভাবে সোৎসাহে অধোদিকে বারিধারা বর্ষণ করে তাঁরা নিজেদের অত্যুজ্জ্বল, শোভন আকৃতি যুক্ত রূপ ধারণ করেছেন ॥১৩॥

তাঁ ইয়ানো মহি বরূথমূতয় উপ ঘেদেনা নমসা গৃণীমসি ।
ত্রিতো ন যান্ পঞ্চ হোতৃনভিষ্টয় আববর্তদবরাঞ্চক্রিয়াবসে ॥১৪॥

তাঁদের উৎকৃষ্ট রক্ষণের জন্য, সহায়তার জন্য আনুকূল্য প্রার্থনা করতে করতে আমরা সশ্রদ্ধভাবে এই স্থানে তাঁদের (মরুৎগণের) প্রতি স্তুতি করি। তিনি (কবি?) সেই মরুৎগণকে সহায়তার জন্য তাদের (রথ) চক্রসহ এখানে আবর্তিত করবেন। যেমন ত্রিত প্রাধান্যের জন্য পঞ্চ হোতাকে করেছিলেন ॥১৪॥

টীকা— শ্লোকার্থ— অস্বচ্ছ।

Scanned with CamScanner

যয়া রধ্রং পারয়থাত্যংহো যয়া নিদো মুঞ্চথ বন্দিতারম্ ।
অর্বাচী সা মরুতো যা ব উতিরো ষু বাশ্রেব সুমতির্জিগাতু ॥১৫॥

যে (সহায়তা) দ্বারা তোমরা দুর্বলকে দুর্গম সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়ে দাও, যার দ্বারা তোমরা বন্দনাকারীকে অপবাদমুক্ত কর, তোমাদের সেই সহায়তা নিকটেই অবস্থান করে, হে মরুৎগণ! যেন তোমাদের অনুগ্রহ রেভণরত (শব্দায়মান) গাভীর ন্যায় এই স্থানে আগমন করে ।।১৫।।

(সূক্ত-৩৫)

অপাং নপাৎ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১৫।

উপেমসৃক্ষি বাজয়ুর্বচস্যাং চনো দধীত নাদ্যো গিরো মে ।
অপাং নপাদাশুহেমা কুবিৎ স সুপেশসস্করতি জোষিষদ্ধি ॥১॥

অন্নের অথবা ধনের অভিলাষে আমি এই বক্তব্য সকল উচ্চারণ করেছি। সেই নদী সকলের জাতক আমার স্তুতিতে যেন প্রসন্নতা লাভ করেন। সেই অতি ক্ষিপ্রগামী অপাং নপাৎ (জলরাশির পুত্র) কি অবশ্যই তাদের (স্তুতি সকলকে) সুন্দর রূপে অলংকৃত করবেন? তিনিই সেই জন যিনি এই (স্তুতি)গুলি উপভোগ করবেন ।।১।।

টীকা—অপাং নপাত— অগ্নির এক নাম যেহেতু তিনি অন্তরীক্ষের জলভার হতে বিদ্যুৎরূপে জাত হয়ে থাকেন। এটি পাশ্চাত্য মত। কিন্তু সায়ণ বলেন অপ্ বা জল হতে ওষধি ও বৃক্ষের উদ্ভব। সেখান থেকে অগ্নি। অতএব এখানে অগ্নির এই বিশেষণের অর্থ হল জলের পৌত্র।

ইমং স্বস্মৈ হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম কুবিদস্য বেদৎ ।
অপাং নপাদসুর্যস্য মহ্না বিশ্বান্যর্যো ভুবনা জজান ॥২॥

(আমাদের) অন্তর হতে তাঁর উদ্দেশে সুন্দর রূপে নির্মিত এই মন্ত্র আমরা পাঠ করব। তিনি কি সে বিষয়ে অবহিত হবেন না? আমাদের সখা অপাং নপাৎ তাঁর প্রভুত্বের ঐশ্বর্যে এই সমগ্র অস্তিত্বকে সৃষ্টি করেছেন ।।২।।

সমন্যা যন্ত্যুপ যন্ত্যন্যাঃ সমানমূর্বং নদ্যঃ পৃণন্তি ।
তমূ শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপাং নপাতং পরি তস্থুরাপঃ ॥৩॥

কেউ কেউ যুগপৎভাবে, অপর কেউ বা একক নিজ (গতিতে) উপনীত হয়ে থাকে। একই আধারকে (সমুদ্রকে) নদীগুলি পরিপূর্ণ করে। সেই উজ্জ্বল দীপ্তিমান অপাং নপাতকে সমুজ্জ্বল জলরাশি আবেষ্টিত করে থাকে ।।৩।।

তমস্মেরা যুবতয়ো যুবানং মর্মৃজ্যমানাঃ পরি যন্ত্যাপঃ ।
স শুক্রেভিঃ শিক্বভী রেবদস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃতনির্ণিগপ্সু ॥৪॥

সেই হাস্যরহিত (অনুচ্ছ্বসিত) যুবতীগণ—(জলরাশি) সযত্নে সেই নবীন (অগ্নিকে) সুসজ্জিত করতে করতে তাঁকে বেষ্টন করে থাকে। সমুজ্জ্বল কিরণজালের দ্বারা তিনি আমাদের প্রতি আলোকময় হয়ে দীপ্তি বিচ্ছুরণ করেন; (যদিও) ইন্ধনবিহীন (কিন্তু) জল মধ্যে ঘৃত পরিলিপ্ত ।।৪।।

অস্মৈ তিস্রো অব্যথ্যায় নারীর্দেবায় দেবীর্দিধিষন্ত্যন্নম্ ।
কৃতা ইবোপ হি প্রসর্স্রে অপ্সু স পীযূষং ধয়তি পূর্বসূনাম্ ॥৫॥

তাঁর প্রতি তিনজন নারী আহার্য নিবেদনে উদ্যত, দেবীগণ সেই দেবতার প্রতি যাঁকে আঘাত করা যায় না। উদ্যত জলরাশির মধ্যে, যেন নির্মিত (গহ্বরের) মতো তিনি নিজেকে প্রসারিত করেন। অথবা— পূর্বে উৎপন্ন অমৃত (সোম) পান করেন— সায়ণ ।।৫।।

টীকা— তিন দেবী ইলা ভারতী সরস্বতী (?) সায়ণাচার্য।

অশ্বস্যাত্র জনিমাস্য চ স্বর্দ্রুহো রিষঃ সংপৃচঃ পাহি সূরীন্ ।
আমাসু পূর্ষু[১] পরো অপ্রমৃষ্যং নারাতয়ো বি নশন্নানৃতানি ॥৬॥

এখানেই অশ্ব উৎপন্ন হয়েছিল এবং এই সূর্যেরও (অগ্নি) (উৎপত্তি হয়েছিল)। বিদ্বেষ হতে বিরোধ হতে— (দুইয়ের) সংমিশ্রণ হতে আমাদের বীরগণকে (যজমানদের) ত্রাণ কর। কোন শত্রুতা বা কোন মিথ্যা যেন সেই দূরবর্তী অ-দৃঢ় দুর্গে বাসকারী দুর্ধর্ষকে স্পর্শ করতে না পারে ।।৬।।

১. আমাসু পূর্ষু—মেঘের দুর্গ যা মানুষের প্রস্তরদুর্গের মতো দৃঢ় নয়।

Scanned with CamScanner

স্ব আ দমে সুদুঘা যস্য ধেনুঃ স্বধাং পীপায় সুভ্বন্নমত্তি ।
সো অপাং নপাদূর্জয়ন্নপ্স্বন্তর্বসুদেয়ায় বিধতে বি ভাতি ॥৭॥

যাঁর নিজগৃহে উত্তম পয়স্বিনী গাভী বিদ্যমান, তিনি নিজ শক্তি বর্ধিত করেন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন উপভোগ করেন। সেই অপাং নপাৎ (অগ্নি) জলরাশির মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে, তাঁর প্রতি পরিচর্যাকারী (যজমান)কে সম্পদ দানের উদ্দেশে বিশেষভাবে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে থাকেন ।।৭।।

যো অপ্স্বা শুচিনা দৈব্যেন ঋতাবাজস্র উর্বিয়া বিভাতি ।
বয়া ইদন্যা ভুবনান্যস্য প্র জায়ন্তে বীরুধশ্চ প্রজাভিঃ ॥৮॥

যিনি জলরাশির মধ্যে, সত্যসন্ধ এবং অবিনশ্বররূপে, তাঁর স্বর্গীয় দ্যুতিতে দূরবিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত থাকেন, অপরাপর ভূতজাত সকলে তাঁরই প্রশাখারূপে পরিগণিত হয় এবং উদ্ভিদ সকল নিজনিজ উদ্‌গত জাতকসহ তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয় ।।৮।।

অপাং নপাদা হ্যস্থাদুপস্থং জিহ্মানামূর্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ ।
তস্য জ্যেষ্ঠং মহিমানং বহন্তীর্হিরণ্যবর্ণাঃ পরি যন্তি যহ্বীঃ ॥৯॥

যখন সেই অপাং নপাৎ উর্ধোন্নত অবস্থায় নিজেকে বিদ্যুতের আলোকে আচ্ছাদিত করে অবনমনরতা (জলরাশির) ক্রোড়ে আরোহণ করেছেন, তখন তাঁর প্রধান মাহাত্ম্য ধারণ করে স্বর্ণবর্ণা উজ্জ্বল স্বভাবা (নদীরা?) তাঁকে বেষ্টিত করে থাকে ।।৯।।

হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃগপাং নপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ ।
হিরণ্যয়াৎ পরি যোনের্নিষদ্যা হিরণ্যদা দদত্যন্নমস্মৈ ॥১০॥

সুবর্ণের (মতো) শরীরের অধিকারী তাঁর দর্শন সুবর্ণের ন্যায়। তাঁর বর্ণও স্বর্ণের ন্যায় সেই তিনি অপাং নপাৎ। স্বর্ণময় গর্ভ থেকে সঞ্জাত তিনি যখন উপবেশন করেন (যজ্ঞস্থলে) তখন যাঁরা স্বর্ণ দান করে থাকেন তাঁরা তাঁকে অন্ন দান করেন ।।১০।।

তদস্যানীকমুত চারু নামাপীচ্যং বর্ধতে নপ্তুরপাম্ ।
যমিন্ধতে যুবতয়ঃ সমিত্থা হিরণ্যবর্ণং ঘৃতমন্নমস্য ॥১১॥

তাঁর সেই মুখশোভা এবং তাঁর প্রিয় গোপন নাম সমৃদ্ধি লাভ করে; অপাং নপাতের (নাম) যাঁকে যুবতী নারীগণ সম্মিলিত ভাবে প্রজ্বলিত করে থাকে। তাঁর খাদ্য স্বর্ণাভ ঘৃত ।।১১।।

অস্মৈ বহূনামবমায় সখ্যে যজ্ঞৈর্বিধেম নমসা হবির্ভিঃ ।
সং সানু মার্জ্মি দিধিষামি বিল্মৈর্দধাম্যন্নৈঃ পরি বন্দ ঋগ্‌ভিঃ ॥১২॥

যিনি বহুজনের নিকটতম মিত্র তাঁর প্রতি আমরা যজ্ঞের মাধ্যমে, প্রণতির মাধ্যমে হব্য দানের মাধ্যমে সম্মান (প্রদর্শন) করব। তাঁর পৃষ্ঠদেশকে পরিচর্যা করি। কাষ্ঠখণ্ড (তাঁর জন্য) ব্যবস্থিত করি, খাদ্যের আয়োজন করি, (তাঁকে) মন্ত্র সকলের মাধ্যমে স্তুতি করি ।।১২।।

টীকা— পৃষ্ঠদেশ পরিচর্যা করা—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া।

স ঈং বৃষাজনয়ৎ তাসু গর্ভং স ঈং শিশুর্ধযতি তং রিহন্তি ।
সো অপাং নপাদনভিম্লাতবর্ণো হন্যস্যেবেহ তন্বা বিবেষ ।।১৩।।

সেই বলবান তিনি এই সকল (জলের) মধ্যে তার বীজ অভিষিক্ত করেছেন। সেই শিশু (তাঁদের) পান করেন, তাঁরা তাঁকে চুম্বন করেন। সেই অপাং নপাৎ যাঁর বর্ণ সর্বদা অপরিম্লান থাকে এখানে প্রবেশ করেছেন যেন অপরের দেহ নিয়ে ।।১৩।।

অস্মিন্ পদে পরমে তস্থিবাংসমধ্বস্মভির্বিশ্বহা দীদিবাংসম্ ।
আপো নপ্ত্রে ঘৃতমন্নং বহন্তীঃ স্বয়মত্কৈঃ পরি দীয়ন্তি যহ্বীঃ ।।১৪।।

সেই সর্বোত্তম স্থানে অধিষ্ঠিত যিনি তাঁর প্রতি, যিনি সর্বকালে অক্ষয় জ্যোতিতে দীপ্তিমান সেই শিশুর প্রতি জলধারা সকল, ঘৃত বহন করতে করতে চঞ্চলা তরুণীর ন্যায় তাঁকে বেষ্টন করে, (যেন) নিজেরা তাঁর পরিচ্ছদ ।।১৪।।

অয়াংসমগ্নে সুক্ষিতিং জনায়ায়াংসমু মঘবদ্ভ্যঃ সুবৃক্তিম্ ।
বিশ্বং তদ্ ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ।।১৫।।

অগ্নি, আমি জনগণের জন্য শোভন বাসস্থল ব্যবস্থিত করেছি, এবং ধনীগণের (যজমান) জন্য শোভন নির্মিত স্তুতি ব্যবস্থিত করেছি, দেবতারা যে সকল বিষয়ে সহায়তা করেন সে সব-কিছুই কল্যাণ কর। (এই কথা) আমরা যজ্ঞস্থলে বীরগণের সঙ্গে উচ্চস্বরে ঘোষণা করি ।।১৫।।

Scanned with CamScanner

(সূক্ত-৩৬)

(১ঋকের)ইন্দ্র ও মধু,(২)মরুৎগণ ও মাধব,(৩)ত্বষ্টা ও শুক্র,(৪)ইন্দ্র ও শুচি,(৫)ইন্দ্র ও নভঃ,(৬)মিত্রাবরুণ ও নভস্য(১) দেবতা।গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

তুভ্যং হিন্বানো বসিষ্ট গা অপো ঽধুক্ষন্ৎসীমবিভিরদ্রিভির্নরঃ ।
পিৰেন্দ্র স্বাহা প্রহুতং বষট্‌কৃতং হোত্রাদা সোমং প্রথমো য ঈশিষে ।।১।।

তোমার জন্য প্রেরিত (সোমরস) নিজেকে গাভীর মধ্যে জলের মধ্যে আচ্ছাদন করেছে; মনুষ্যগণ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা, মেষ (লোমের) মাধ্যমে তাকে নিষ্কাষিত করেছে। 'স্বাহা'কারের সঙ্গে, আহুত সোম হে ইন্দ্র, হোতার পাত্র হতে পান কর, যখন বষট্‌কার ধ্বনি করা হয়—তুমিই প্রথম যিনি এই প্রভুত্বের অধিকারী ।।১।।

যজ্ঞৈঃ সংমিশ্লাঃ পৃষতীভিঋষ্টিভির্যামঞ্ছুভ্রাসো অঞ্জিষু প্রিয়া উত ।
আসদ্যা ৰর্হির্ভরতস্য সূনবঃ পোত্রাদা সোমং পিৰতা দিবো নরঃ ।।২।।

যজ্ঞের সঙ্গে একত্রিতভাবে তোমার বিচিত্রিত (মৃগী) দ্বারা এবং অস্ত্র সকল সহ, তোমার গমন পথে অলংকারসহ সমুজ্জ্বল রূপ ধারণ করে, প্রিয় সখা, হে ভরত পুত্রগণ! বর্হিঃর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় পোতার পাত্র হতে, সোমরস পান কর। হে স্বর্গীয় মানবগণ (মরুৎগণ) ।।২।।

অমেব নঃ সুহবা আ হি গন্তন নি ৰর্হিষি সদতনা রণিষ্টন ।
অথা মন্দস্ব জুজুষাণো অন্ধসস্ত্বষ্টর্দেবেভির্জনিভিঃ সুমদগণঃ ।।৩।।

এইস্থানে আমাদের অভিমুখে, যেন (নিজ) গৃহের প্রতি, সেইভাবে আগমন কর, তোমরা যারা শোভনভাবে আহূত হয়েছ। অনন্তর কুশের উপর আসন গ্রহণ কর এবং আনন্দ উপভোগ কর। অনন্তর, হে ত্বষ্টা, সোম পানে মত্ততা উপভোগ কর, দেব ও (দেব) পত্নীগণের আনন্দদায়ক সাহচর্যে উৎফুল্ল হয়ে থাক ।।৩।।

আ বক্ষি দেবাঁ ইহ বিপ্র যক্ষি চোশন্ হোতর্নি ষদা যোনিষু ত্রিষু ।
প্রতি বীহি প্রস্থিতং সোম্যং মধু পিৰাগ্নীধ্রাৎ তব ভাগস্য তৃপ্‌ণুহি ।।৪।।

হে ক্রান্তদর্শী কবি! দেবগণকে এখানে বহন করে আন এবং যজ্ঞসম্পাদন কর। হে হোতা! সাগ্রহে তিনটি বেদীতে উপবেশন কর। তোমার আনন্দের জন্য আনীত সোমজাত মধু স্বীকার কর। অগ্নীধ্রের পাত্র হতে পান কর। তোমার অংশ দ্বারা পরিতৃপ্ত হও ।।৪।।

এষ স্য তে তন্বো নৃম্ণবর্ধনঃ সহ ওজঃ প্রদিবি ৰাহ্বোর্হিতঃ ।
তুভ্যং সুতো মঘবন্ তুভ্যমাভৃতস্ত্বমস্য ৰ্ব্রাহ্মণাদা তৃপৎ পিৰ ।।৫।।

এই (সোম) তোমার শরীরের পৌরুষ বর্ধক; শক্তি রূপে, তেজ রূপে (এই সোম) তোমার বাহুতে (বহু) পূর্ব দিবসেই আধারিত হয়েছে। হে প্রভূত (ধনের) দাতা! তোমার জন্য (এই সোম) অভিষবন করা হয়েছে, তোমার প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। তুমি এই ব্রহ্মার পাত্র হতে পরিপূর্ণ ভাবে পান করে তৃপ্ত হও ।।৫।।

জুষেথাং যজ্ঞং ৰোধতং হবস্য মে সত্তো হোতা নিবিদঃ পূর্ব্যা অনু ।
অচ্ছা রাজানা নম এত্যাবৃতং প্রশাস্ত্রাদা পিৰতং সোম্যং মধু ।।৬।।

উভয়ে যজ্ঞ উপভোগ কর, আমার আহ্বান শ্রবণ কর। নিবিদ সমূহের অনুক্রমে হোতা(তাঁর) আসনে উপবেশন করেছেন। এই স্থানের প্রতি (তোমাদের) প্রেরণ করার জন্য। তোমাদের, উভয় রাজার অভিমুখে (আমাদের) প্রণতি ধাবিত হয়। প্রশাস্তার পাত্র হতে সোমজাত মধু পান কর ।।৬।।

টীকা— রাজদ্বয়—মিত্র ও বরুণ।
প্রশাস্তৃ— ঋত্বিক বিঃ।

(সূক্ত-৩৭)

(১-৪) ঋক পর্যন্ত দ্রবিণোকা, (৫) অশ্বিদ্বয়, (৬) অগ্নি দেবতা।
গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

মন্দস্ব হোত্রাদনু জোষমন্ধসো ঽধ্বর্যবঃ স পূর্ণাং বষ্ট্যাসিচম্ ।
তস্মা এতং ভরত তদ্বশো দদির্হোত্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ।।১।।

Scanned with CamScanner

সোমের (অংশ) হোতার পাত্র থেকে ইচ্ছানুসারে পান করে উৎফুল্ল হও; ওহে অধ্বর্যু! তিনি পরিপূর্ণ (প্রদত্ত) আহুতি আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁর উদ্দেশে এই (সোম) আনয়ন কর। দাতার সেইরূপই বাসনা। হোতার পাত্র হতে হে ধনদাতা সোমরস, তোমার ক্রমকাল অনুযায়ী পান কর ।।১।।

যমু পূর্বমহুবে তমিদং হুবে সেদু হব্যো দদির্যো নাম পত্যতে ।
অধ্বর্যুভিঃ প্রস্থিতং সোম্যং মধু পোত্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিৰ ঋতুভিঃ ।।২।।

পূর্বে আমি যাঁকে আবাহন করেছিলাম বর্তমানকালেও আমি তাঁকেই আবাহন করছি। মাত্র তিনিই এখন আবাহনের যোগ্য যাঁর অভিধা 'দাতা'। অধ্বর্যুগণ সোমজ মধু প্রণয়ন করেছেন। পোতার পাত্র হতে, হে ধনদাতা, সোমরস তোমার ক্রমকাল অনুযায়ী পান কর ।।২।।

মেদ্যন্তং তে বহ্নয়ো যেভিরীয়সে হরিষণ্যন্ বীলনয়স্বা বনস্পতে ।
আযূয়া ধৃষ্ণো অভিগূর্যু ত্বং নেষ্ট্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিৰ ঋতুভিঃ ।।৩।।

যেন তোমার বাহন (অশ্ব)গুলি স্থূলকায় হয়ে উঠুক, যাদের দ্বারা তুমি দ্রুতগতিতে ভ্রমণ কর। হে বনস্পতি (রথ) অনাহত অবস্থায় তুমি দৃঢ় বদ্ধ হয়ে থাক। তোমার প্রতি আকর্ষণ করে, হে দুর্ধর্ষ, এই (পাত্রকে) ধারণ করে, নেষ্টার পাত্র হতে, হে ধনদাতা, সোমরস তোমার ক্রমকাল অনুসারে পান কর ।।৩।।

অপাদ্ধোত্রাদুত পোত্রাদমত্তোত নেষ্ট্রাদজুষত প্রয়ো হিতম্ ।
তুরীয়ং পাত্রমমৃক্তমমর্ত্যং দ্রবিণোদাঃ পিৰতু দ্রাবিণোদসঃ ।।৪।।

তিনি হোতার পাত্র হতে পান করেছেন এবং পোতার (পাত্র হতেও), তিনি মত্ত হয়ে উঠেছেন এবং নেষ্টার পাত্র হতে তিনি প্রীতিকর আহুত (হব্যাদি) উপভোগ করেছেন। চতুর্থ পাত্র, যা অক্ষয় এবং অমর তা যেন ধনদাতা পান করেন। যে পাত্র ধনদাতা দেবতার (জন্য নির্দিষ্ট) ।।৪।।

অর্বাঞ্চমদ্য যয্যং নৃবাহণং রথং যুঞ্জাথামিহ বাং বিমোচনম্ ।
পৃঙ্ক্তং হবীংষি মধুনা হি কং গতমথা সোমং পিৰতং বাজিনীবসূ ।।৫।।

তোমরা উভয়ে অদ্য তোমাদের বীরগণ, রথকে সংযোজিত কর আমাদের অভিমুখে। এই স্থানেই তোমাদের রথ-বিয়োজন- (বিশ্রামস্থান)। হব্যের সঙ্গে মধু সংমিশ্রিত কর। এই দিকে আগমন কর। অনন্তর সোম পান কর। তোমরা যারা শক্তিতে সমৃদ্ধ (অশ্বিনদ্বয়) ।।৫।।

জোষ্যগ্নে সমিধং জোষ্যাহুতিং জোষি ব্রহ্ম জন্যং জোষি সুষ্টুতিম্ ।
বিশ্বেভির্বিশ্বাঁ ঋতুনা বসো মহ উশন্ দেবাঁ উশতঃ পায়য়া হবিঃ ।।৬।।

হে অগ্নি! তোমার সমিধ রাশি উপভোগ কর। হব্য সকল উপভোগ কর। মানবগণের ব্রহ্ম (স্তোত্র) উপভোগ কর; আমাদের কৃত শোভনা স্তুতি উপভোগ কর। সকল (দেবতার?) সঙ্গে হে সর্বোত্তম (দেবতা), কামনাকারী মহান সকল দেবতাকে সাগ্রহে ঋতুর ক্রমানুসারে হবিঃ পান করতে দাও ।।৬।।

(সূক্ত-৩৮)

সবিতা দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-১১।

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা সবায় শশ্বত্তমং তদপা [1]বহ্নিরস্থাৎ ।
নূনং দেবেভ্যো বি হি ধাতি রত্নমথাভজদ্ বীতিহোত্রং স্বস্তৌ ।।১।।

এই দ্যুতিমান সবিতৃদেব প্রতিদিনের ন্যায় উত্থিত হয়েছেন (সকলকে কর্মে) প্রেরণা দেবার জন্য—পুরোহিত যিনি এই কর্মসাধন করেন। দেবতাদের প্রতি তিনি সম্পদ দান করেন এবং যিনি উপভোগ্য যজ্ঞের সম্পাদন করেন তাঁকে কল্যাণের ভাগী করেন ।।১।।

১. বহিঃ—সায়ণের মতে জগতের বাহক।

বিশ্বস্য হি শ্রুষ্টয়ে দেব উর্ধ্বঃ প্র ৰাহবা পৃথুপাণিঃ সিসর্তি ।
আপশ্চিদস্য ব্রত আ নিমৃগ্রা অয়ং চিদ্ বাতো রমতে পরিজ্মন্ ।।২।।

কারণ, সেই প্রবৃদ্ধহস্ত দেবতা উর্ধ্বোন্নত হয়ে, তাঁর বাহুদ্বয় প্রসারিত করেন সকলকে নির্দেশ দেবার জন্য এমনকি তাঁর পরিচর্য্যায় জলরাশিও আনত হয়ে থাকে এবং এই বায়ুও পরিভ্রমণ করতে করতে বিরত হয় ।।২।।

আশুভিশ্চিদ্যান্ বি মুচাতি নূনমরীরমদতমানং চিদেতোঃ ।
অহ্যর্ষূণাং চিন্ন্যযাঁ অবিষ্যামনু ব্রতং সবিতুর্মোক্যাগাৎ ।।৩।।

Scanned with CamScanner

দ্রুত (বাহন) দ্বারা গমনরত জনও এখন নিবৃত্ত হয়; তিনি ভ্রমণকারীকেও তার পর্যটন হতে বিশ্রাম দিয়েছেন। সর্পের ন্যায় যারা কুটিলগতি তাদের ব্যস্ততাকেও তিনি সংযত করেছেন। সবিতৃর বিধানগুলি অনুসরণ করে রাত্রি আগমন করেছেন ।।৩।।

টীকা— অহ্যর্ষুণাম্ অবিষ্যাম ... সূর্যের অশ্বগুলির দ্রুত গতি—Griffith.

পুনঃ সমব্যদ্ বিততং বয়ন্তী মধ্যা কর্তোর্ন্যধাচ্ছক্ম ধীরঃ ।
উৎ সংহায়াস্থাদ্ ব্যৃতূঁরদর্ধররমতিঃ সবিতা দেব আগাৎ ।।৪।।

সেই (বয়নশিল্পী) বিস্তারিত (বস্ত্রকে) বয়ন করতে করতে পুনরায় সংবরণ করেছেন। কর্মের মধ্যভাগেই দক্ষ (শিল্পী) কর্ম পরিত্যাগ করেছেন। নিজেকে একত্র সংহত করে সবিতা বিশ্রাম হতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়েছেন এবং ঋতু সকলকে বিভাজিত করেছেন। সেই বিরামহীন বা সত্যবুদ্ধি সম্পন্ন সবিতৃদেব সমাগত হয়েছেন ।।৪।।

নানৌকাংসি দুর্যো বিশ্বমায়ুর্বি তিষ্ঠতে প্রভবঃ শোকো অগ্নেঃ ।
জ্যেষ্ঠং মাতা সূনবে ভাগমাধাদন্বস্য কেতমিষিতং সবিত্রা ।।৫।।

বিবিধ গৃহের মাধ্যমে, স্পষ্টভাবে গৃহস্থিত অগ্নির প্রভূত দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে—(প্রত্যেকের) সমগ্র অস্তিত্বের জন্য। সবিতার অভিপ্রেত বিধান অনুসারে জননী উষা তাঁর পুত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ অংশ সংরক্ষণ করেছেন ।।৫।।

টীকা— উষা তাঁর পুত্র অগ্নির প্রতি অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠানকে নির্দেশিত করেন। অগ্নিহোত্রের কালে সবিতা বা উদীয়মান সূর্য যেন উপস্থিত থাকেন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হবার পরে, এইভাবে দেবতা ও মানব উভয়ের কাছেই অগ্নি শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

সমাববর্তি বিষ্ঠিতো জিগীষুর্বিশ্বেষাং কামশ্চরতামমাভূৎ ।
শশ্বাঁ অপো বিকৃতং হিত্ব্যাগাদনু ব্রতং সবিতুর্দৈব্যস্য ।।৬।।

(যা কিছু) জয়ের ইচ্ছায় (ইতস্তত) অবক্ষিপ্ত হয়েছিল সকলই পুনরায় একত্রিত হয়েছে। সকল বিচরণশীলের মধ্যে গৃহের কামনা জেগে উঠেছে। প্রত্যেকেই (তার) অসমাপ্ত কর্ম ত্যাগ করে, দেব সবিতার বিধান অনুসরণ করে (গৃহে) আগমন করেছে ।।৬।।

ত্বয়া হিতমপ্যমপ্সু ভাগং ধন্বান্বা মৃগয়সো বি তস্থুঃ ।
বনানি বিভ্যো নকিরস্য তানি ব্রতা দেবস্য সবিতুর্মিনন্তি ।।৭।।

তুমি জল(চর)প্রাণীদের জলমধ্যে সংস্থাপন করেছ। বন্য পশুরা তাদের অংশ অনুযায়ী জলহীন প্রদেশে (অরণ্যে) অবস্থিত হয়েছে। পাখীদের জন্য আছে বনভূমি। দেব সবিতার এই সকল বিধান কেউ অমান্য করে না ।।৭।।

যাদ্রাধ্যং বরুণো যোনিমপ্যমনিশিতং নিমিষি জর্ভুরাণঃ ।
বিশ্বো মার্তাণ্ডো ব্রজমা পশুর্গাৎ স্থশো জন্মানি সবিতা ব্যাকঃ ।।৮।।

যতদূর (সবিতৃর) আনুকূল্য প্রসারিত হয়, বরুণ তাঁর জলময় আশ্রয়ে অস্থিরভাবে অস্তকালে ক্ষিপ্রগতিতে নিমেষ (পাত) মাত্রে উপস্থিত হয়ে থাকেন। প্রত্যেক পাখী, প্রত্যেক (গৃহের) পশু তার আশ্রয়স্থানে ফিরে এসেছে। সবিতা প্রত্যেক প্রাণীকে তার নিজ নিজ স্থান অনুযায়ী (স্থাপন) করেছেন ।।৮।।

ন যস্যেন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতমর্যমা ন মিনন্তি রুদ্রঃ ।
নারাতয়স্তমিদং স্বস্তি হুবে দেবং সবিতারং নমোভিঃ ।।৯।।

যাঁর বিধি সকল না ইন্দ্র, না বরুণ, না মিত্র অথবা অর্যমন্ অথবা না রুদ্র কেহই অমান্য করেন না, না শত্রুগণ—সেই দেব সবিতাকে আমি কল্যাণের জন্য সশ্রদ্ধভাবে এখানে আবাহন করি ।।৯।।

ভগং ধিয়ং বাজয়ন্তঃ পুরংধিং নরাশংসো গ্নাস্পতির্নো অব্যাঃ ।
আয়ে বামস্য সংগথে রয়ীণাং প্রিয়া দেবস্য সবিতুঃ স্যাম ।।১০।।

যেন যাঁরা সৌভাগ্য, সুমতি এবং প্রাচুর্যকে, জনগণের প্রশস্তিকে সমৃদ্ধতর করেন, তাঁরা এবং (দেব)পত্নীদের স্বামীরা আমাদের সহায়তা করেন যেন উত্তমদ্রব্য ও সম্পদ লাভের কালে দেব সবিতার অনুগ্রহ আমরা প্রাপ্ত হতে পারি ।।১০।।

অস্মভ্যং তদ্ দিবো অদ্ভ্যঃ পৃথিব্যাস্ত্বয়া দত্তং কাম্যং রাধ আ গাৎ ।
শং যৎ স্তোতৃভ্য আপয়ে ভবাত্যুরুশংসায় সবিতর্জরিত্রে ।।১১।।

স্বর্গ হতে, জল হতে, পৃথিবী হতে তোমার প্রদত্ত বরণীয় আনুকূল্য আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। তোমার প্রশস্তিকারীগণ ও তোমার মিত্রগণের প্রতি (যে অনুগ্রহ) মঙ্গলময়, হে সবিতৃ! তোমার বহুপ্রশস্তিকারী স্তোতার প্রতি (যা মঙ্গলময়) ।।১১।।

Scanned with CamScanner

(সূক্ত-৩৯)

অশ্বিদ্বয় দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৮।

গ্রাবাণেব তদিদর্থং জরেথে গৃধ্রেব বৃক্ষং নিধিমন্তমচ্ছ।
ব্রহ্মাণেব বিদথ উক্থশাসা দূতেব হব্যা জন্যা পুরুত্রা ।।১।।

গ্রাবদ্বয়ের (সোমনিষ্পেষণের কাজে ব্যবহৃত প্রস্তর খণ্ড) ন্যায় তোমরা উভয়ে কেবলমাত্র সেই কার্যে স্তুতি (শব্দ) কর; শকুনি যেমন বৃক্ষের প্রতি (তেমন তোমরাও গমন কর) সেইদিকে যেখানে (মধুর) সঞ্চয় করা আছে। যজ্ঞস্থলে ব্রহ্মণ (ঋত্বিক) গণের ন্যায় তোমরা উক্থ গান কর। দূতের ন্যায় তোমরা জনপদ সমূহে বহু স্থানে আহূত হয়ে থাক ।।১।।

প্রাতর্যাবাণা রথ্যেব বীরাজেব যমা বরমা সচেথে।
মেনে ইব তন্বা শুম্ভমানে দংপতীব ক্রতুবিদা জনেষু ।।২।।

রথারোহী বীরগণের ন্যায় প্রত্যূষে গমনরত, ছাগ যমকের ন্যায় (তোমরা উভয়ে) নির্বাচিতকে অনুসরণ কর। দুই নারীর ন্যায় দেহে শোভমান হয়ে; জায়া ও পতির ন্যায় (একত্রিত)রূপে কর্মজ্ঞ তোমরা সকল জনের মধ্যে (বিদ্যমান থাক) ।।২।।

শৃঙ্গেব নঃ প্রথমা গন্তমর্বাক্ ছফাবিবজর্ভুরাণা তরোভিঃ।
চক্রবাকেব প্রতি বস্তোরুস্রা র্বাঞ্চা যাতং রথ্যেব শক্রা ।।৩।।

(পশুর) দুই শৃঙ্গের ন্যায় আমাদের সম্মুখ-ভাগে আগমন কর; শফ (খুর) দ্বয়ের ন্যায় দৃঢ় অবস্থানক্ষম অথবা দ্রুতবেগে গমনরত হয়ে অভিমুখে (আগমন কর); চক্রবাকযুগলের ন্যায় প্রতি প্রাতে, হে রক্তিমবর্ণ, শক্তিমান যুগল আমাদের অভিমুখে রথারোহীর ন্যায় আগমন কর ।।৩।।

নাবেব নঃ পারয়তং যুগেব নভ্যেব ন উপধীব প্রধীব।
শ্বানেব নো অরিষণ্যা তনূনাং খৃগলেব বিস্রসঃ পাতমস্মান্ ।।৪।।

দুই নৌকার ন্যায় আমাদের উত্তরণ করিয়ে দাও—তোমরা আমাদের ত্রাণ কর যেন যুগ (রথের সংযোজনস্থল); (রথ চক্রের) নাভির ন্যায়, অরের ন্যায়, চক্র নেমির ন্যায় আমাদের (উত্তীর্ণ কর)। আমাদের দেহে যেন আঘাত না লাগে সেইরূপ কুকুরদ্বয়ের ন্যায় (প্রহরী থাক); কবচের ন্যায় আমাদের জরা অথবা পতন হতে রক্ষা কর ।।৪।।

বাতেবাজুর্যা নদ্যেব রীতিরক্ষী ইব চক্ষুষা যাতমর্বাক্।
হস্তাবিব তন্বে শংভবিষ্ঠা পাদেব নো নয়তং বস্যো অচ্ছ ।।৫।।

বায়ুর ন্যায় তোমরা অক্ষয়, নদীর ন্যায় গতিশীল, চক্ষুর ন্যায় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এইস্থানের উদ্দেশে আগমন কর। উভয় হস্তের ন্যায় শরীরের প্রতি, তোমরা শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকর; আমাদের অধিকতর কল্যাণের অভিমুখে পদযুগলের ন্যায়, পরিচালিত কর ।।৫।।

ওষ্ঠাবিব মধ্বাস্নে বদন্তা স্তনাবিব পিপ্যতং জীবসে নঃ।
নাসেব নস্তন্বো রক্ষিতারা কর্ণাবিব সুশ্রুতা ভূতমস্মে ।।৬।।

দুই ওষ্ঠের ন্যায় যারা মুখে সুমিষ্ট ভাষী, আমাদের জীবন (রক্ষার) জন্য পোষণ দানে ইচ্ছুক স্তনদ্বয়ের ন্যায়; নাসাদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শরীরের দুই রক্ষক, সুষ্ঠু শ্রবণকারী উভয় কর্ণের ন্যায় আমাদের প্রতি যেন (অনুকূল) থাক ।।৬।।

হস্তেব শক্তিমভি সংদদী নঃ ক্ষামেব নঃ সমজতং রজাংসি।
ইমা গিরো অশ্বিনা যুষ্ময়ন্তীঃ ক্ষ্ণোত্রেণেব স্বধিতিং সং শিশীতম্ ।।৭।।

হস্তদ্বয়ের ন্যায় আমাদের ধারক শক্তি দাও, এবং দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় অন্তরিক্ষ লোক সমূহকেও আমাদের জন্য একত্রিত কর। হে অশ্বিনদ্বয়, তোমাদের প্রতি (গমন) প্রার্থী এই সকল স্তুতিকে নিপুণতর অথবা তীক্ষ্ণতর সম্পাদন কর যেমনভাবে কুঠারকে (তীক্ষ্ণ করার জন্য) প্রস্তরফলকে ঘর্ষণ করা হয় ।।৭।।

এতানি বামশ্বিনা বর্ধনানি ব্রহ্ম স্তোমং গৃৎসমদাসো অক্রন্।
তানি নরা জুজুষাণোপ যাতং বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ।।৮।।

গৃৎসমদবংশীয়গণ এই সকল সমৃদ্ধিবর্ধক মন্ত্র ও স্তোত্র রচনা করেছেন, হে অশ্বিনদ্বয়! সেই সকলদ্বারা অত্যন্ত প্রীত হয়ে তোমরা দুই শ্রেষ্ঠ নর, এই স্থান অভিমুখে আগমন কর। আমরা যজ্ঞস্থলে বীরগণসহ সোচ্চারে তোমাদের প্রশস্তি করি ।।৮।।

Scanned with CamScanner

(সূক্ত-৪০)

সোম ও পূষা দেবতা।গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৬।

সোমাপূষণা জননা রয়ীণাং জননা দিবো জননা পৃথিব্যাঃ ।
জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্ ।।১।।

সোম এবং পূষণ্, তোমরা উভয়ে সম্পদের সৃষ্টিকর্তা, স্বর্গের সৃষ্টিকর্তা, পৃথিবীরও সৃষ্টিকর্তা, সকল ভূতজাতের রক্ষক রূপে উদ্ভূত, দেবগণ তোমাদের চিরন্তন জীবনধারার কেন্দ্র করেছেন ।।১।।

ইমৌ দেবৌ জায়মানৌ জুষন্তেমৌ তমাংসি গূহতামজুষ্টা ।
আভ্যামিন্দ্রঃ পক্বমামাস্বন্তঃ সোমাপূষভ্যাং জনদুস্রিয়াসু ।।২।।

এই উভয় দেবতা, তাঁদের জন্ম মাত্রে দেবগণ আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে অন্ধকারের অপ্রীতিকর ছায়াকে বিনাশ করেছিলেন। এই দুইজনের জন্য, সোম ও পূষণের জন্য ইন্দ্র অপক্ব সমুজ্জ্বল (গাভী)গণের মধ্যে রন্ধিত (দুগ্ধ) সৃষ্টি করেছিলেন ।।২।।

সোমাপূষণা রজসো বিমানং সপ্তচক্রং রথমবিশ্বমিন্বম্ ।
বিষূবৃতং মনসা যুজ্যমানং তং জিন্বথো বৃষণা পঞ্চরশ্মিম্ ।।৩।।

হে সোম ও পূষণ! সপ্তচক্র ও পঞ্চরশ্মি সমন্বিত যে রথ (যজ্ঞ?) অন্তরিক্ষ লোককে পরিমাপ করে কিন্তু সকলকেই, সঞ্চালিত করে না; (সে রথ) সর্বত্র বিচরণকারী, মনদ্বারা সংযোজিত, হে বলবানদ্বয়, তোমরা তাকে ত্বরান্বিত করে থাক ।।৩।।

টীকা— সায়ণভাষ্য সপ্তচক্র—ছয় ঋতু এবং ত্রয়োদশ মাস এই সাতসংখ্যক সময় বিভাগ। আবার পঞ্চ ঋতু— হেমন্ত ও শীতকে একত্রে বিচার করে— পঞ্চরশ্মি।

দিব্যন্যঃ সদনং চক্র উচ্চা পৃথিব্যামন্যো অধ্যন্তরিক্ষে ।
তাবস্মভ্যং পুরুবারং পুরুক্ষুং রায়স্পোষং বি ষ্যতাং নাভিমস্মে ।।৪।।

একজন উচ্চ স্বর্গলোকে তাঁর আসন নির্দিষ্ট করেছেন অপরজন পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোকে। যেন তাঁরা উভয়ে আমাদের জন্য বহু-অভিলষিত, অন্নসমৃদ্ধ ধনসমৃদ্ধ আনন্দকর সম্পদের কেন্দ্র উন্মোচন করেন ।।৪।।

বিশ্বান্যন্যো ভুবনা জজান বিশ্বমন্যো অভিচক্ষাণ এতি ।
সোমাপূষণাববতং ধিয়ং মে যুবাভ্যাং বিশ্বাঃ পৃতনা জয়েম ।।৫।।

তোমাদের একজন সমগ্র জগতের স্রষ্টা। অপর জন সর্বত্র অবেক্ষণরত হয়ে পরিভ্রমণ করেন। হে সোম ও পূষণ! আমার মনীষাকে সাহায্য কর। তোমাদের সাহায্যে সকল যুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করব ।।৫।।

ধিয়ং পূষা জিন্বতু বিশ্বমিন্বো রয়িং সোমো রয়িপতির্দধাতু ।
অবতু দেব্যদিতিরনর্বা বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ।।৬।।

যেন পূষা মতিকে ত্বরান্বিত করেন। তিনি সকলের প্রেরণাদাতা। ধনাধিপতি সোম যেন ধন দান করেন। যেন দেবী অদিতি অনাহতা হয়ে আমাদের সহায়তা করেন। যেন আমরা --- ইত্যাদি। পূর্ব সূক্তে শেষ শ্লোকে অনুদিত। ।।৬।।

(সূক্ত-৪১)

(১,২) ঋকের বায়ু, (৩) ইন্দ্র ও বায়ূর, (৪,৫,৬) মিত্রাবরুণ, (৭) অশ্বিদ্বয়, (১০,১১,১২) ইন্দ্র, (১৩,১৪,১৫) বিশ্বদেবগণ, (১৬,১৭,১৮) সরস্বতী, (১৯,২০,২১) দ্যাবাপৃথিবী দেবতা।
গৃৎসমদ ঋষি। গায়ত্রী,অনুষ্টুপ,বৃহতী ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-২১।

বায়ো যে তে সহস্রিণো রথাসস্তেভিরা গহি ।
নিয়ুত্বান্ত্সোমপীতয়ে ।।১।।

হে বায়ু! তোমার যে সকল সহস্র সংখ্যক রথ সেগুলির মাধ্যমে এই স্থানে আগমন কর— সঙ্গীগণসহ সোমপানের জন্য (আগমন কর) ।।১।।

নিযুত্বান্ বায়বা গহ্যয়ং শুক্রো অয়ামি তে ।
গন্তাসি সুন্বতো গৃহম্ ।।২।।

তুমি তোমার সঙ্গীগণসহ, হে বায়ু! এই অভিমুখে আগমন কর; এই পরিশুদ্ধ ও দীপ্যমান সোমরস তোমার জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তুমি সোমাভিষবকারী যজমানের গৃহে গমন করে থাক ।।২।।

Scanned with CamScanner

শুক্রস্যাদ্য গবাশির ইন্দ্রবায়ূ নিযুত্বতঃ।
আ যাতং পিবতং নরা ।।৩।।

অদ্য নির্মল উজ্জ্বল এবং দধ্যাশির (দুগ্ধ মিশ্রিত) সোমরস হতে, হে ইন্দ্র ও বায়ু! সঙ্গীগণসহ তোমরা আগমন কর এবং পান কর, হে বীরদ্বয় ।।৩।।

অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।
মমেদিহ শ্রুতং হবম্ ।।৪।।

হে মিত্রাবরুণ! ন্যায়ের শক্তিবর্ধকদ্বয়! এই সোম তোমাদের জন্য অভিষবন করা হয়েছে। তোমরা এই স্থানে আমার কৃত এই আহ্বান শ্রবণ কর ।।৪।।

রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে।
সহস্রস্থূণ আসাতে ।।৫।।

সেই দুই রাজা যাঁরা অপ্রতিবন্ধ তাঁরা, সহস্র স্তম্ভ দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ শ্রেষ্ঠতম আসনে আসীন ছিলেন ।।৫।।

তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী আদিত্যা দানুনস্পতী।
সচেতে অনবহ্বরম্ ।।৬।।

সেই দুই সম্রাট, (যাঁরা) ঘৃত দ্বারা বর্ধিত, আদিত্য এবং (যাঁরা) প্রভূতদানকর্তা, তাঁরা অকুটিল ব্যক্তিকে সাহচর্য দিয়ে থাকেন ।।৬।।

গোমদূ ষু নাসত্যা ঽশ্বাবদ্ যাতমশ্বিনা।
বর্তী রুদ্রা নৃপায্যম্ ।।৭।।

হে নাসত্যদ্বয়! গাভীসহ অশ্বসহ আগমন কর, হে অশ্বিনদ্বয়! তোমাদের (গমন)পথ, হে রুদ্রগণ! মানুষকে রক্ষা করে ।।৭।।

ন যৎ পরো নান্তর আদধর্ষদ্ বৃষণ্বসূ।
দুঃশংসো মর্ত্যো রিপুঃ ।।৮।।

সুতরাং হে ধনবর্ষয়িতা (দেব) দ্বয়! না কোন দূরবর্তী না কোন সমীপস্থ মানব (তোমাদের) বিরুদ্ধাচরণে সাহস করবে, অথবা কোন নিন্দনীয় মর্তবাসী শত্রুও (নয়) ।।৮।।

দুঃ শংস—প্রশস্তির অপাত্র—নিন্দনীয়।

তা ন আ বোলহমশ্বিনা রয়িং পিশঙ্গসংদৃশম্।
ধিষ্ণ্যা বরিবোবিদম্ ।।৯।।

সেই সকল বিচিত্ররূপ সম্পদকে আমাদের প্রতি, হে পবিত্র অশ্বিনদ্বয়! এখানে বহন করে আন, (যে সম্পদ) বিস্তৃত স্থান সন্ধান করে ।।৯।।

ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ ভয়মভী যদপ চুচ্যবৎ।
স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ।।১০।।

ইন্দ্র, অবশ্যই বিস্তার্যমান মহাভয়কে অপসারিত করবেন, কারণ, তিনি দৃঢ়চিত্ত এবং প্রজ্ঞাবান্ ও ক্ষিপ্রকর্মা ।।১০।।

ইন্দ্রশ্চ মৃলয়াতি নো ন নঃ পশ্চাদঘং নশৎ।
ভদ্রং ভবাতি নঃ পুরঃ ।।১১।।

এবং যদি ইন্দ্র আমাদের প্রতি সদয় হয়ে থাকেন অতঃপর কোন বিপদ আমাদের প্রাপ্ত হবে না। আমাদের সম্মুখভাগে মঙ্গল অবস্থান করবে ।।১১।।

ইন্দ্র আশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ।
জেতা শত্রূন্ বিচর্ষণিঃ ।।১২।।

ইন্দ্র (আমাদের) সকলদিকে সকল স্থান হতে ভয়মুক্ত করবেন; তিনি শত্রুবিজেতা ক্ষিপ্রকর্মা এবং বন্ধনবিহীন ।।১২।।

বিশ্বে দেবাস আ গত শৃণুতা ম ইমং হবম্।
এদং বর্হির্নি ষীদত ।।১৩।।

হে বিশ্বে দেবগণ! এখানে আগমন কর। আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর। এই দর্ভের উপরে উপবেশন কর ।।১৩।।

Scanned with CamScanner

তীব্রো বো মধুমাঁ অয়ং শুনহোত্রেষু মৎসরঃ ।
এতং পিৰত কাম্যম্ ।।১৪।।

তীব্র উত্তেজক এই সুমিষ্ট (সোমরস) এই স্থানে তোমাদের জন্য শুনহোত্রগণের নিকট রক্ষিত (আছে)। এই স্পৃহণীয় (রস) পান কর ।।১৪।।

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদ্গণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ ।
বিশ্বে মম শ্রুতা হবম্ ।।১৫।।

ইন্দ্র যাঁদের প্রধান, মরুৎগণ সংঘস্বরূপ, এবং পূষণ (প্রদত্ত) সম্পদ (যাঁদের) আছে সেইরূপ হে দেবগণ! সকলে আমার আহ্বান যেন শ্রবণ করেন ।।১৫।।

অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি ।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি ।।১৬।।

হে প্রকৃষ্টা জননী, সর্বোত্তমা নদী, দেবীশ্রেষ্ঠা সরস্বতি—আমরা খ্যাতি ও সমৃদ্ধিহীন, হে জননি, আমাদের যশোযুক্ত ও সমৃদ্ধ কর ।।১৬।।

ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ূংষি দেব্যাম্ ।
শুনহোত্রেষু মৎস্ব[১] প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ ।।১৭।।

হে সরস্বতি! তোমার মধ্যে, দেবীর মধ্যে সকলের জীবন নিহিত থাকে। শুনহোত্রগণের (বিষয়ে) উৎফুল্ল হয়ে থাক। হে দেবি! আমাদের সন্তান দান কর ।।১৭।।

১. মৎস্ব—মত্ত হও। সোমপানে তৃপ্ত হও।

ইমা ব্রহ্ম সরস্বতি জুষস্ব বাজিনীবতি ।
যা তে মন্ম গৃৎসমদা ঋতাবরি প্রিয়া দেবেষু জুহ্বতি ।।১৮।।

হে যজ্ঞের দ্বারা সমৃদ্ধ সরস্বতি! আমাদের কৃত এই সকল ব্রহ্ম (স্তোত্রাদি) উপভোগ কর, যে সকল দেবতাদের প্রিয় স্তুতি গৃৎসমদবংশীয়গণ তোমার জন্য নিবেদন করেন, হে সত্যনিষ্ঠা দেবি! ।।১৮।।

টীকা—সায়ণাচার্য—বাজিনীবতী—অন্নবতী, ঋতাবরী—উদকবতী।

প্রেতাং যজ্ঞস্য শংভুবা যুবামিদা বৃণীমহে ।
অগ্নিং চ হব্যবাহনম্ ।।১৯।।

যজ্ঞের কল্যাণসম্পাদক সেই দুইজন যেন অগ্রসর হতে থাকেন। আমরা মাত্র তোমাদেরই এবং হব্যবাহনকারী অগ্নিকেও বরণ করছি ।।১৯।।

টীকা— সায়ণাচার্যের মতে, এই দুইজন হল দুটি হবির্ধান নামে শকট যাতে সোম ও অন্যান্য হব্য রাখা হয়। পাশ্চাত্য মতে কিন্তু দেবপুরোহিত অগ্নি এবং মানুষ হোতা এই দুইজনকে বলা হয়েছে।

দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্ ।
যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্ ।।২০।।

অদ্য যেন দ্যৌ ও পৃথিবী আমাদের এই সফল, স্বর্গ স্পর্শী যজ্ঞকে দেবগণের মধ্যে সংস্থাপন করেন ।।২০।।

আ বামুপস্থমদ্রুহা দেবাঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ ।
ইহাদ্য সোমপীতয়ে ।।২১।।

যেন যজনীয় দেবগণ বিরোধশূন্য তোমাদের ক্রোড়দেশে আসীন হয়ে থাকেন, ইদানীং এইস্থানে সোমপানের উদ্দেশ্যে ।।২১।।

(সূক্ত-৪২)

কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। ঋক্ সংখ্যা-৩।

কনিক্রদজ্জনুষং প্রব্রুবাণ ইয়র্তি বাচমরিতেব নাবম্ ।
সুমঙ্গলশ্চ শকুনে ভবাসি মা ত্বা কা চিদভিভা বিশ্ব্যা বিদৎ ।।১।।

বারংবার শব্দ করতে করতে এই কপিঞ্জল (পক্ষী) (নিজের) প্রজাতির কথা সূচিত করে তার কণ্ঠস্বর প্রেরণ করছে যেমন করে কর্ণধার তার নৌকাকে। এবং ওহে পক্ষী তুমি মঙ্গলসূচক হও, যেন কোন বিপদ সকলদিক হতে তোমাকে প্রাপ্ত না হয় ।।১।।

Scanned with CamScanner

মা ত্বা শ্যেন উদ্ বধীন্মা সুপর্ণো মা ত্বা বিদদিষুমান্ বীরো অস্তা ।
পিত্র্যামনু প্রদিশং কনিক্রদৎ সুমঙ্গলো ভদ্রবাদী বদেহ ।।২।।

বাজপক্ষী যেন তোমাকে হত্যা করতে না পারে। অথবা সুপর্ণ (ঈগল) ও (যেন না পারে)। কোন ধনুর্বাণধারী বীর, কোন ব্যাধি যেন তোমাকে না খুঁজে পায়। পিতৃপুরুষগণের দিক-অভিমুখে বারংবার শব্দায়মান তুমি শোভন মঙ্গল-সূচক কল্যাণকর কথা এখানে বল ।।২।।

টীকা— পিত্র্যাং প্রদিশম্—পিতৃগণের অর্থাৎ দক্ষিণদিক।

অব ক্রন্দ দক্ষিণতো গৃহাণাং সুমঙ্গলো ভদ্রবাদী শকুন্তে ।
মা নঃ স্তেন ঈশত মাঘশংসো বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ।।৩।।

হে পক্ষি! গৃহগুলির দক্ষিণ দিক অভিমুখে শব্দ কর। শোভনমঙ্গল সূচক তুমি কল্যাণকর কথা বলে থাক। যেন আমাদের প্রতি কোন তস্কর, কোন অপরাধী অমঙ্গল না ঘটাতে পারে। যেন আমরা যজ্ঞস্থলে শোভন বীরগণসহ প্রভূত স্তুতি করতে পারি ।।৩।।

(সূক্ত-৪৩)

কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী,অতিশক্করী ও অষ্টি ছন্দ। ঋক্ সখ্যা-৩।

প্রদক্ষিণিদভি গৃণন্তি কারবো বয়ো বদন্ত ঋতুথা শকুন্তয়ঃ ।
উভে বাচৌ[১] বদতি সামগা ইব গায়ত্রং চ ত্রৈষ্টুভং চানু রাজতি ।।১।।

দক্ষিণদিকে আবর্তিত হয়ে, স্তোতৃগণ (সেই) অভিমুখে স্তুতিগান করে থাকেন। নিমিত্ত সূচক পক্ষী সকল ঋতু অনুযায়ী শব্দ করে। সামগানকারীর ন্যায় উভয় প্রকার ধ্বনিই তারা উচ্চারণ করে গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুভ ছন্দে নিপুণ। (স্তোতার ন্যায়)। ।১।।

১. উভে বাচৌ—গান ও শ্রৌতমন্ত্র—সায়ণ।

উদগাতেব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি ।
বৃষেব বাজী শিশুমতীরপীত্যা সর্বতো নঃ শকুনে ভদ্রমা বদ বিশ্বতো নঃ শকুনে পুণ্যমা বদ ।।২।।

হে পক্ষি! তুমি উদ্গাতার ন্যায় সামগান কর। ব্রাহ্মণের পুত্রবৎ তুমি সবন কার্যের সময় শস্ত্র পাঠ কর। বলবান অশ্বের ন্যায় যখন সে সবৎসা (হলেও) (অশ্বী)রপ্রতি আগমন করে। তুমি সর্বপ্রকারে আমাদের প্রতি মঙ্গলময় ধ্বনি কর। হে পক্ষিন। আমাদের প্রতি সর্বদিক হতে শুভ সূচক শব্দ কর। হে পক্ষিন ।।২।।

টীকা— ব্রাহ্মণের পুত্র—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী—অন্যতম ঋত্বিক্ বিঃ।

আবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিং চিকিদ্ধি নঃ ।
যদুৎপতন্ বদসি কর্করির্যথা বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ।।৩।।

হে পক্ষি! যখন তুমি শব্দ করতে থাক তখন কল্যাণসূচক (সংবাদ) বল। যখন তুমি নীরবে উপবিষ্ট থাক আমাদের শুভচিন্তাকে অবধান কর। যখন উড্ডীয়মান অবস্থায় তুমি শব্দ কর তখন বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় ধ্বনি হয়—যেন আমরা যজ্ঞস্থলে বীরগণসহ প্রভূত স্তুতি করি ।।৩।।

দ্বিতীয় মণ্ডল সমাপ্ত।

Scanned with CamScanner